মাষ্টার অফ দি গেম

এ পি পি-র আরো প্রকাশিতব্য বই

হাঞ্চ ব্যাক অফ নোতরদাম ☐ ভিকটর হ্যুগো ২০ টাকা

পৃথিবী শুধু বিবাহিত পুরুষদের ☐ জ্যাকি কলিন্স ২০ টাকা

বারো ভূতের মেলা ☐ ১৫ টাকা

স্যাড সাইপ্রেস ☐ আগাথা ক্রিস্টি ২০ টাকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হে ভগবান। এটা তো সত্যিই সেই ভয়ংকর ধূলি ঝড়। জেমি ম্যাকগ্রেগর নিজের মনে বলল। স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে এই রকম প্রবল ঝড়ের রাজ্যেই সে বড হয়ে উঠেছে। তবু এরকম ভয়ংকর ঝড় আর সে কখনও দেখেনি। বিশাল এক ধূলিধূসর বিকেলের আকাশ হঠাৎ মুছে গিয়ে দিনের বদলে রাত্রি নেমে এল। ধুলোয় ছাওয়া আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে উজ্জল হয়ে উঠছিল। আফ্রিকাবাসীরা বলে, ঐ বিদ্যুৎ আকাশকে পুড়িয়ে দেয়—বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে সেই ছাই নেমে আসে। এবপর শুরু হল অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ। কঠিন পাতের মত বৃষ্টি ধারা সশব্দে আঘাত করতে থাকল সার সার তাঁবু আর টিনে ছাওযা কুঁডে ঘরগুলোকে। ক্লিপড্রিফট শহরের নোংরা রাস্তাগুলোয় জেগে উঠল কাদা গোলাজলের উন্মত্ত প্রবাহ। বজ্রপাতের গুডগুড় শব্দে আকাশ যেন ফেটে পড়ছে। একের পর এক বজ্রধ্বনি—যেন কোন অনৈসর্গিক যুদ্ধে ব্যবহৃত কামানগুলো একের পর এক গর্জন করে চলেছে।

ক্লিপড্রিফট সত্যিই একটা শহর নয়। ভাল্‌, নদীর ধারে ক্যানভাসের তাঁবুতে তাঁবুতে—কুঁডে ঘরে, চাকা দেওয়া কাঠের গাডীতে গাড়ীতে ছাওয়া একটা গ্রাম মাত্র। দুরন্ত স্বপ্নালু মানুষেরা পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্ত থেকেই এসে দক্ষিণ আফ্রিকার এই জায়গাটায় ভিড জমিয়েছে। সকলের মনকে প্রভাবিত করে রেখেছে একটাই মাত্র স্বপ্ন—তা হচ্ছে হীরে !

জেমি ম্যাকগ্রেগরও হচ্ছে এইসব স্বপ্নালু মানুষদের একজন। সে খুব জোর আঠার বছর বয়সের এক তরুণ। লম্বা, মাথায় সুন্দর চুল। তার চোখ দুটো আশ্চর্যজনক হাল্কা ধূসর। তার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণীয় বুদ্ধিমত্তার ভাব আছে, এমন একটা ঐকান্তিকতার ছাপ আছে যা তাকে সকলের কাছে প্রিয় করে তোলে। তার হৃদয় হাল্কা প্রকৃতির এবং উচ্চাশায় পূর্ণ।

স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে তার বাবার খামার বাড়ী। সেখানে থেকে এডিনবার্গ পরে লণ্ডন। লণ্ডন হয়ে কেপটাউন আর সেখান থেকে এই ক্লিপড্রিফট। সুদীর্ঘ আটহাজার মাইল রাস্তা সে পেরিয়ে এসেছে। তার খামার বাড়ীর অংশ ভাইদের ছেড়ে দিয়ে আসতেও তার কিছু কষ্ট হয়নি। কারণ, সে জানে, সে সেই অংশেরও দশ হাজার গুণ বেশী লাভ করতে চলেছে। জীবন সম্পর্কে যে নিরাপত্তার কথাটুকু তার জানা ছিল—তাও ত্যাগ করে সে এই সুদূর নির্জন প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। কারণ, সে ধনী হবার স্বপ্ন দেখে। জেমি কঠোর পরিশ্রম করতে কোন দিন ভয় পায়নি। কিন্তু, এ্যাবারডিনের উত্তরে সেই পাথুরে জমির খামারে যা সে পেত তা খুবই সামান্য। সূর্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সে তার ভাইদের সঙ্গে, বোন মারির সঙ্গে, বাবা মার সঙ্গে জমিতে পরিশ্রম করত। কিন্তু, পরিশ্রম অনুযায়ী ফসল তারা পেতনা। একবার সে এডিনবার্গের এক মেলায় গিয়ে দেখেছিল যে টাকা দিয়ে কিসব আশ্চর্যজনক সুন্দর সুন্দর জিনিষ কেনা যায়। "তুমি যখন সুস্থ থাকবে টাকা তোমার জীবনকে স্বচ্ছন্দময় গতি দেবে। আর তুমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে সেই টাকাই তোমায় সব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র জোগাবে।" জেমি তার এমন সব প্রচুর বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের দেখেছিল যারা দারিদ্রতার মধ্যে বেঁচে থেকে দারিদ্রতার মধ্যেই মারা গিয়েছিল।

তার মনে পড়ে, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম হীরের সন্ধান পাবার খবর যখন সে শুনল তখন তার মধ্যে সে কি উত্তেজনা! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় হীরে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে তা সব নাকি বালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে যেন এক বিশালে রত্ন ভাণ্ডার যা নাকি ঢাকনা খুলে বার করে নেবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

এক শনিবারের রাত্রে খাবার টেবিলে বসে জেমি ঘোষণা করেছিল। হীরের খোঁজে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছি। পরের সপ্তাহতেই আমি যাত্রা শুরু করব।

সেই মুহূর্তে পাঁচ জোড়া চোখ তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল যেন সে পাগল হয়ে গেছে!

খোকা তুমি হীরে খুঁজতে যাচ্ছ? তার বাবা বলেছিলেন, তুমি পাগল হয়ে গেছ। ওসব রূপকথার গল্প, শয়তানের প্রলোভন—যা কিনা মানুষকে তার

দিনের সৎকাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

তার ভাই প্রশ্ন করেছিল, যাবার টাকা কোথা থেকে পাচ্ছিস? সেকথা বলছিস না কেন? প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে যেতে হবে। তোর কি এত টাকা আছে?

জেমি বলেছিল, আমার টাকা থাকলে কি আর আমি হীরের খোঁজে যেতাম? সেখানে কারোরই টাকা নেই। আমি তাদের সকলের সঙ্গে সমান হয়ে যাব। আমার সম্বল একটা ধারালো মাথা আর শক্ত পিঠ। আমি ব্যর্থ হব না।

তার বোন মারি বলেছিল, এ্যানিকর্ড হতাশ হয়ে পড়বে জেমি। সে একদিন তোমার বউ হবার স্বপ্ন দেখে।

সেদিন গভীর রাত্রে মা তার বিছানার ধারে এসে তার কাঁধে হাত রেখেছিলেন। তাঁর সমস্ত শক্তি যেন তার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছিলেন, তোমার যা করা উচিত তা নিশ্চয় করবে, খোকা। সেখানে হীরে থাকুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যদি থাকে—তুমি নিশ্চয় তা পাবে। তারপর তিনি একটা বিবর্ণ চামড়ার থলে বার করে এনে বলেছিলেন, এর মধ্যে আমার সঞ্চয় করে রাখা কয়েকটা পাউণ্ড রয়েছে। কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, জেমি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

এডিনবার্গ রওনা হবার সময়ে জেমির কাছে তখন মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড পাথেয় ছিল।

দুষ্করপথ অতিক্রম করে প্রায় একবছর পরে জেমি দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত হল। এডিনবার্গে আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড না জমানো পর্য্যন্ত সে এক রেস্তোঁরায় খানসামার কাজ করল। তারপর সেখান থেকে লণ্ডন। লণ্ডনে 'ওয়াসার ক্যাসল' নামে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন গামী এক জাহাজে স্টুয়ার্ডের একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে যাত্রা আরম্ভ করল। তিন সপ্তাহ পরে সেই জাহাজ গিয়ে পৌছোল কেপটাউনে। জেমি জাহাজের এক নাবিকের কাছে শোনা সস্তায় একটা বোর্ডিং হাউসে গিয়ে উঠল। হীরের খনির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে তার আরও টাকার দরকার। তাই দ্বিতীয় দিনে সে ঘোড়ায় টানা মাল বওয়া এক গাড়ীর গাড়োয়ানের কাজ যোগাড় করে নিল। তৃতীয় দিনে একটা

রেস্তোঁরায় রাতের খাবার দাবারের পর ডিশ ধোওয়ার কাজেও লেগে পড়ল। উচ্ছিষ্ট খাবার সে তার বোর্ডিং হাউসে নিয়ে এসে খেত। এ বিষয়ে তার কোন অনুযোগ ছিলনা। কারণ, যে করেই হোক খনির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে তাকে আরও কিছু অর্থ সঞ্চয় করতেই হবে। একদিন সেই দিনটা এল যেদিন তার থলিতে জমা হল দু'শ পাউণ্ড। এবার সে প্রস্তুত। ঠিক করল পরের দিন সকালেই সে হীরের খনির উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়বে।

ঘোড়ায় টানা কাঠের গাড়ীতে চড়ে হীরের খনি—ক্লিপড্রিফটে যাবার জন্যে বুকিং হোত বন্দরের কাছে একটা জায়গায়। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ভীড়। হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে গাড়ীতে একটা বসবার জায়গা পাবার আশায়। রাশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী ইংলণ্ড কোথা থেকে না লোক এসেছে!

জেমি একজন আইরিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাল।—কি ব্যাপার মশায়? এত ভীড় কেন এখানে?

হবে না? আগামী ছ'সপ্তাহ পর্য্যন্ত সব সিট ভর্তি। তাও মাথা পিছু ভাড়া পঞ্চাশ পাউণ্ড!

আরে ব্বাস! তাহলে খনিতে পৌছোনোর আর কি কোন রাস্তা নেই?

আছে দুটো রাস্তা। হয় তুমি ডাচ এক্সপ্রেসে যাও না হয় হেঁটে।

ডাচ এক্সপ্রেসটা কি? জেমি প্রশ্ন করল।

গরুর গাড়ী। ঘণ্টায় দুমাইল যায়। খনিতে পৌছোতে পৌছোতে সব হীরে হাওয়া হয়ে যাবে।

হীরে হাওয়া হয়ে যাবার পর সেখানে পৌছোনোর কোন বাসনা ছিল না জেমির। ফলে, সারা সকাল ধরে সে অন্য একটা উপায়ের খোঁজ করতে থাকল। ঠিক দুপুরবেলায় সে তা পেয়েও গেল। রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল যে একটা জায়গায় লেখা রয়েছে 'ডাক জমায়েত কেন্দ্র', আন্দাজে ভর করে জেমি ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে সে দেখল, একটা ভীষণ রোগা লোক একটা কাঠের গাড়ীতে চিঠির বস্তা বোঝাই করছে।

জেমি তাকে জিজ্ঞেস করল, মাফ করবেন, আপনারা কি ক্লিপড্রিফটে চিঠিপত্র নিয়ে যান?

এখনই যাব।

আশান্বিত হয়ে জেমি আবার প্রশ্ন করল, যাত্রী নেন কি সঙ্গে ?

কথনও কথনও। তারপর লোকটি তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তোমার বয়েস কত ?

আঠারো, কেন ?

আমরা ২১।২২ বছরের ওপরে কাউকে নিই না। শারীরিকভাবে তুমি সুস্থ তো ?

নিশ্চয়। দৃঢ়তার সঙ্গে জেমি বলল।

রোগা লোকটা সোজা হয়ে দাড়াল, আমার মনে হয় তুমি যেতে পারবে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি যাত্রা শুরু করব। ভাড়া কুড়ি পাউণ্ড।

জেমি যেন নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। চমৎকার। আমি এখুনি আমার সুটকেস আর···।

কোন সুটকেস নয়। শুধুমাত্র একটা জামা আর দাত মাজার একটা ব্রাশ ছাড়া অন্য কোন কিছুর জায়গা হবে না।

জেমি ভাল করে কাঠের গাড়ীটাকে একবার দেখল। গাড়ীটা ছোট। আর যা হোক তা হোক করে তৈরী। গাড়ীর ভেতরটা একটা কুয়োর মত। চিঠিপত্রের ব্যাগগুলো সেখানে রাখা হচ্ছে। আর সেই কুয়োর মুখের কাছটায় সংকীর্ণ একটুকরো বাঁকাচোরা জায়গা। চালকের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে একটাই মাত্র লোক সেখানে কোন রকমে পেছন ফিরে বসতে পারে।—যাত্রাটা মোটেই সুখকর হবে না। জেমি ভেবে নিল।

বেশ সর্ত—সর্তই। আমি এখুনি আমার একটা জামা আর একটা দাঁত মাজার ব্রাশ নিয়ে আসছি।

জেমি ফিরে এসে দেখতে পেল চালক গাড়ীটায় একটা ঘোড়া জুতছে। আর দুটো বড়সড় চেহারার যুবক গাড়ীটার কাছে দাড়িয়ে রয়েছে।

এক মিনিট। জেমি চালককে বলল, তুমি যে বললে আমায় নিয়ে যাবে।

তোমরা সবাই যাচ্ছ। লাফিয়ে উঠে পড়।

এই তিনজনই ?

হ্যাঁ।

জেমির মাথায় এলনা, তাদের তিনজনকেই কেমন করে চালক এই গাড়ীতে নেবে। কিন্তু, গাড়ীটা চলতেই সে বুঝতে পারল যে সে সত্যিই যাচ্ছে।

জেমি সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে বলল, আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর।

ওয়ালচ। বেঁটে কালো সহযাত্রীটি বলল।

পেডারসন। লাল চুলো সহযাত্রীটি বলল।

জেমি বলল, আমরা যে এই গাড়ীটাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি সেটা আমাদের সৌভাগ্য কি বল?

পেডারসন বলল, তা নয়। সবাই এই ডাক গাড়ীর কথা জানে। তবে সবাই এই গাড়ীতে সফর করার মত দুঃসাহসী বা যোগ্য নয়।

দুজন দুপাশে—মাঝে জেমি যেন সিটের গায়ে লেপটে যাচ্ছিল। একে অন্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, তাদের হাঁটুতে খ্যাঁচ লেগে যাচ্ছিল। চালকের কাঠের আসনের পেছনটা তাদের পিঠে বিঁধছিল। পড়বার বা সামান্য দম নেবার মতও জায়গা নেই সেখানে। তবু নিজেকে জেমি আশ্বস্ত করল, যা হোক ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ নয়।

গরুর গাড়ীতে যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক। গাড়ীগুলো বড় সড়। শীতের জলজ্বলে সূর্য্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাদের মাথার ওপর ক্যানভাসের ছাউনী দেওয়া। গরুর বদলে কয়েকটা ঘোড়া বা খচ্চর গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে চলে। নির্দিষ্ট জায়গায় জায়গায় জল খাবারের ব্যবস্থা আছে। যেতে মোট দশদিন লাগে।

কিন্তু ডাক গাড়ীগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। ঘোড়া বা চালক বদলানোর সময় ছাড়া গাড়ীগুলো মোটেই থামে না। এবড়ো খেবড়ো মাঠ, রাস্তার উপর দিকে জোর কদমে ছুটে চলে। গাড়ীটায় কোন স্প্রিং-এর ব্যবস্থা নেই। তাই প্রতিটা ঝাঁকুনী যেন ঘোড়ার ক্ষুরের এক একটা আঘাত। জেমি দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, রাতে গাড়ীটা থামার আগে পর্য্যন্ত নিশ্চয় আমি এই যন্ত্রণাটুকু সহ্য করতে পারব। তখন আমি কিছু খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব। সকালে আবার ঝর ঝরে হয়ে উঠব। কিন্তু যখন রাত এল তখন দেখা গেল যে ঘোড়া আর চালক বদলের জন্যে মাত্র দশ মিনিটের যাত্রা বিরতির পরই গাড়ী আবার জোর কদমে ছুটে চলল।

আমরা খাবার জন্যে কখন থামব? জেমি জিজ্ঞেস করল।

শূয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চালক বলল, আমরা থামব না। আমরা না থেমেই এগিয়ে যাব। মিস্টার, আমরা যে 'ডাক' নিয়ে চলেছি। কথাটা

মনে রাখবেন।

চাঁদের আলোয় সুদীর্ঘ রাত্রি ধরে সেই ছোট্ট গাড়ীটা ধূলোয় ঢাকা এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে বিরামহীন ভাবে ছুটে চলল। চড়াইতে তা লাফিয়ে উঠছিল। নাচলে তা যেন ঢুকে যাচ্ছিল—সমতলে নাচছিল। জেমির শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেল। সারা শরীরে অসংখ্য কালসিটের দাগ। একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও ঘুমোবার কোন উপায়ই ছিল না। যে মুহূর্তে তার ঝিমুনী আসছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে সে জেগে উঠছিল। তার সারা শরীর আড়ষ্ট এবং শোচনীয় হয়ে উঠলেও পা ছড়াবার মত সামান্য জায়গাটুকুও ছিল না। পেটে ক্ষুধা। সে বুঝতেই পারছিল না যে খাবার জন্যে তাকে আর কদ্দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে! ছ'শ মাইলের যাত্রা। জেমি ম্যাকগ্রেগর বুঝতে পারছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সে টিঁকবে কিনা।

দ্বিতীয় দিন—দ্বিতীয় রাত্রির শেষে অবস্থা আরও ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। তার সহযাত্রীদের অবস্থাও একই রকম। তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার মত শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। জেমি এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, কেন ডাক কোম্পানীর লোকেরা সুস্থ সবল যুবকদেরই যাত্রী হিসেবে বেছে নেয়।

পরের দিন প্রত্যুষে তারা 'গ্রেট কারুতে' প্রবেশ করল। এখান থেকেই প্রকৃত পক্ষে দুর্গম অঞ্চল শুরু। দক্ষিণ আফ্রিকার এই তৃণভূমি অঞ্চল যেন অনন্ত বিস্তৃত। মাথার ওপরকার নির্দয় সূর্য সেখানে পা রাখতে নিষেধ করে। উত্তাপ, ধুলো আর মাছির উৎপাতে যাত্রীদের অবস্থা প্রাণ সংশয়কর হয়ে উঠল।

মাঝে মধ্যে অস্পষ্টভাবে জেমির চোখে পড়ছিল যে কিছু কিছু মানুষ দলবদ্ধ ভাবে ক্লান্ত পদক্ষেপে নিজেদের টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী বা আঠার-কুড়িটি বলদে টানা গরুর গাড়ীও নজরে পড়ছিল। সেইসব গাড়ীতে ঠাসা রয়েছে নামান মালপত্র—রসদ। যা সবই কিনা ক্লিপড্রিফটের ভাগ্যান্বেষীদের জীবনসূত্র। ঐ রসদের ওপরেই নির্ভর করে ক্লিপড্রিফটবাসীরা বেঁচে রয়েছে।

অরেঞ্জ নদী পার হবার পর থেকে তৃণ প্রান্তরের সেই ভয়ংকর একঘেয়েমির পরিবর্তন শুরু হল। গুল্মগুলো ক্রমশঃই লম্বা আর সবুজ হতে থাকল। মাটি

লাল। মাঝে মাঝে বাতাসে তরঙ্গায়িত ঘাসে ঢাকা জমি আর ছোট ছোট কাঁটা গুল গাছ দেখা দিতে থাকল।

আচ্ছন্নের মত জেমি ভাবল, আমি এই দুস্তর পথ অতিক্রম করতে পারব। নিশ্চয় পারব। সে অনুভব করল নতুন করে তার মধ্যে 'আশা' সঞ্চারিত হচ্ছে।

চারদিন—চাররাত্রি ধরে এক নাগাড়ে চলে তারা ক্লিপড্রিফটের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে।

যুবক জেমি ম্যাকগ্রেগর জানত না, সে কি দেখতে পাবে। কিন্তু তার ক্লান্ত—রক্তবর্ণ চক্ষুতে যে দৃশ্য ধরা দিল তা সে কখনও কল্পনা করতেও পারে নি। প্রধান প্রধান পথগুলোর আর ভাল্ নদীর ধরে বরাবর অসংখ্য তাঁবু আর কাঠের চাকা-গাড়ীর এক বিশাল সমারোহই হচ্ছে ক্লিপড্রিফট শহর। নোংরা রাস্তাগুলো অর্ধনগ্ন কাফ্রি, দাড়ি গোঁফওলা হীরক সন্ধানী, কসাই, চোর, রুটিওলা—থিক থিক করছে। ক্লিপড্রিফটের মধ্যিখানে কাঠের আর লোহার তৈরী খুপরীগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে দোকান, খাবার জায়গা, বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, হীরে বেচা কেনার অফিস, উকিলদের অফিস হিসেবে। রাস্তার এক কোনায় দাড়িয়েছিল জরাজীর্ণ রয়্যাল আর্চ হোটেল। দীর্ঘ জানলাহীন ঘরের সারি।

জেমি গাড়ী থেকে নামতে গিয়েই পড়ে গেল। খিঁচুনী ধরা পাদুটো তাকে দাড় করাতে পারছিল না। তার মাথা ঘুরছিল। উঠে দাড়াবার মত শক্তিটুকু অর্জন না করা পর্য্যন্ত সে মাটিতেই পড়ে রইল। একটু পরে সে কোনরকমে টলতে টলতে রাস্তার ধারে জমে থাকা নোংরা ভীড় ঠেলতে ঠেলতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। যে ঘরটা সে পেল সেটা প্রচণ্ড গরম, ছোট্ট আর মাটিতে ভর্তি। তবু একটা খাটিয়া ছিল। জামাকাপড় পড়েই জেমি খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আঠার ঘণ্টা ধরে সে ঘুমোল।

এক সময় জেমি জেগে উঠে দেখল, তার সারা শরীর শক্ত আর যন্ত্রণাময় হয়ে উঠলেও তার মন উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে।—আমি এখানে। আমি পৌছোতে পেরেছি। প্রচণ্ড ক্ষুধার্তবোধ করায় সে খাবারের খোঁজে বেরুল। কিন্তু, অভুক্ত পেটে খাবার পড়তেই তার শরীরে অস্বস্তি হওয়া শুরু হয়ে গেল। তখন সে রেস্টুরেন্টে খাবার ফেলে রেখে চারদিকের কথাবার্তায় কান পাতল। তার

চারদিকের টেবিলে হীরক সন্ধানীরা অত্যুৎসাহের সঙ্গে একটা বিষয়েই আলোচনা করে চলেছে। সেটা হচ্ছে হীরে।

তাহলে এটা সত্যি যে চারদিকেই হীরে ছড়ানো রয়েছে। ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে জেমি কফির মগটা শেষ করে বিল মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে কেউ বলল, এখনও বড়লোক হবার কথা ভাবছ কি, ম্যাকগ্রেগর ?

জেমি ফিরে দেখল, তার সহযাত্রী সুইডেনের ছেলে পেডারসন।

নিশ্চয়! জেমি বলল।

তাহলে চল যেখানে হীরে রয়েছে। আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে পেডারসন দেখাল—ভাল্‌নদীর ঐখানে।

তারা হাঁটা শুরু করল।

জেমি দেখল ক্লিপড্রিফট জায়গাটা পাহাড়ে ঘেরা ভাল্‌নদীর মোহনায় অবস্থিত। যতদূর দেখা যায় বিবর্ণ রুক্ষ—কোন ঘাসের ডগা বা গুল্মের কোন চিহ্ন নেই। ভাল্‌নদীর দুধারে শ'য়ে শ'য়ে হীরক সন্ধানীরা। কেউ মাটি খুঁড়ছে কেউবা পাথর ভাঙ্গছে—কেউ বা নডবড়ে টেবিলের ওপর পাথর বাছছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক মাটি ধোয়ার যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে পুরোন গামলা-বালতি পর্য্যন্ত রয়েছে। লোকগুলো রোদে পোড়া, না কামানো দাড়ি গোঁফ, জীর্ণ পোষাক, তাদের সবায়ের কোমরে পকেটওলা চওড়া বেল্ট। তার মধ্যে হীরে টাকাকড়ি থাকে।

ব্যাপারটা বেশ সোজা তো। মৃদু হেসে জেমি বলল।

মোটেই তা নয়। পেডারসন বলল।—তুমি কি জান এই জায়গায় কত হীরক সন্ধানী বড়লোক হবার আশায় এসেছে? কুড়ি—হাজার। অথচ আশপাশে পাবার মত বেশী হীরে নেই। যদি থাকেও—আমার বিশ্বাস, সেগুলো কোন কাজের নয়। তুমি শীতে কাঁপো, গরমে সেদ্ধ আর বর্ষায় কাক ভেজা হও। নোংরা, মাছি আর জঞ্জালের সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্থ হও। তুমি চান করতেও পারবে না ভালো একটা বিছানাও পাবেনা। এই হতচ্ছাড়া শহরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রতি সপ্তাহে ভাল্‌নদীতে কিছুলোক ডুবে মারা যায়। এসব মৃত্যু কিছুটা দুর্ঘটনা জনিত। কিন্তু, আমি শুনেছি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুক্তি পাবার জন্যেই জল ডুবিটা ঘটে। কারণ, এই নরক থেকে মুক্তি

পাবার এটাই একমাত্র রাস্তা। আমি বুঝতে পারি না—কিসের আশায় লোকগুলো এখানে লেপটে রয়েছে।

আমি জানি, জেমি যুবকটিকে বলল, তারা আশা করছে যেকোন মুহূর্তে তাদের গাঁইতির মুখে উঠে আসবে···।

শহরে ফিরে আসার পথে জেমি ভাবল, পেডারসনের কথার মধ্যে কিছু যুক্তি রয়েছে। ভীষণ নোংরা এই শহর। অসংখ্য হীরক সন্ধানীর ভিঁড়।

কোথায় যাবে এখন ? পেডারসন জিজ্ঞেস করল।

মাটি খোঁড়ার জন্যে কিছু যন্ত্রপাতির খোঁজ করতে। জেমি বলল।

শহরের মাঝখানে মরচে ধরা সাইনবোর্ড লাগানো একটা দোকান ছিল। যার নাম "সলোমন ভ্যানডার মারে জেনারেল স্টোর্স"। জেমির বয়সের একটা লম্বা কালো লোক দোকানের সামনে একটা গাড়ী থেকে মালপত্র নামাচ্ছিল। লোকটার কাঁধ চওড়া এবং ভীষণ পেশীবহুল দেহ।—এরকম সুন্দর লোক জেমি খুব কমই দেখেছে। লোকটার চোখদুটো ঘোর কালো, ঈগল পাখীর মত নাক আর থুতনীটা অহঙ্কারী ধরনের। তাকে ঘিরে ছিল এক সম্ভ্রম আর নির্বিকারত্বের ভাব। লোকটা রাইফেল ভর্তি একটা ভারী কাঠের বাক্স তুলে ঘুরে দাড়াতেই একটা কাঠের পেটি থেকে পড়ে যাওয়া বাঁধা কপির পাতায় তার পা হড়কিয়ে গেল, সহজাত প্রকৃতির বশে জেমি একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। কালো লোকটা কিন্তু জেমির অস্তিত্ব অস্বীকার করে তার দিকে না তাকিয়েই দোকানের ভেতর চলে গেল। একজন বুড়ো (দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনেবেশিক) একটা খচ্চরের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে থুথু ফেলে খুব তিক্ত স্বরে বলল, ও হচ্ছে 'বণ্ডা'—বারোলং উপজাতির লোক। মিস্টার ভ্যানডার মারের কাছে কাজ করে। আমি বুঝতে পারি না মিঃ ভ্যান যে কেন ঐ হতচ্ছারা কালো আদমীটাকে রেখেছে। ঐ জঘন্য বাণ্টু-গুলো ভাবে যে এই পৃথিবীর মালিক কেবলমাত্র তারাই।

দোকানের ভেতরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। প্রতি ইঞ্চি জায়গা নানা সম্ভারে ঠাসা।

জেমির পেছন থেকে নরম গলায় কেউ বলল, আমি কি আপনাকে সাহায্য

করতে পারি ?

জেমি ঘুরে তাকিয়ে দেখল যে একজন যুবতী। অনুমান করল যে বয়স তার বছর পনের হবে। মুখটা বেশ আকর্ষনীয়, নাকটা উদ্ধত। গভীর নীল চোখ, মুখের গড়নটা পানের মত। মাথার চুল কালো-কোঁচকান।

জেমি বলল, আমি একজন হীরক সন্ধানী। কয়েকটা যন্ত্রপাতি কিনতে এসেছি।

কি কি জিনিষ চান ?

যে কোন কারণেই হোক না কেন জেমি মেয়েটিকে প্রভাবিত করতে চাইল।
—আমি···মানে সচারচর···।

মেয়েটি হাসল। তার চোখে দুষ্টুমীর ছায়া পড়ল, কি সচারচর ?

মানে·· । ইতস্ততঃ করে জেমি বলল, বেলচা একটা···।

ব্যাস। এই·· ! একটা বেলচা···

জেমি বুঝতে পারল যে মেয়েটা তাকে ঠাট্টা করছে। তাই সে মৃদু হেসে বলল, সত্যি কথা বলতে কি—আমি এ ব্যাপারে নতুন। আমি জানিনা আমার কি কি জিনিষ চাই।

মেয়েটি এবার বয়স্কা মহিলার মত হেসে বলল, সেটা নির্ভর করছে আপনি কোন জায়গায় হীরের সন্ধান করতে চান মিঃ···।

ম্যাকগ্রেগর।

আমি মার্গারেট ভ্যান ডার মারে। ভীত ভাবে সে দোকানের পেছন দিকে তাকাল।

আপনার সঙ্গে পরিচয় হতে খুব খুশী হলাম মিস মারে।

আপনি কি সবে এসেছেন ?

হ্যাঁ। গতকাল। ডাক গাড়ীতে।

আপনাকে কারোর নিষেধ করা উচিত ছিল। যাত্রীরা ডাক গাডীতে আসার পথে অনেকে মারাও গেছে। মার্গারেটের চোখে রাগের ঝলক দেখা দিল।

জেমি মৃদু হাসল, আমি তাদের দোষারোপ করতে পারি না। কিন্তু, আমি বেশ ভাল ভাবেই বেঁচে আছি। ধন্যবাদ :

এবং মুই ক্লিপ্পের খোঁজে যাবেন। মার্গারেট পাদ পূরণ করল।

মুই ক্লিপ্পে মানে ? বিভ্রান্ত জেমি প্রশ্ন করল।

ওটা আমাদের ওলন্দাজ ভাষায় হীরের নাম। সুন্দর পাথর।

আপনি ওলন্দাজ ?

আমরা হল্যাণ্ড থেকে এসেছি।

আমি স্কটল্যাণ্ড থেকে।

আমি তা বলে দিতে পারি। মার্গারেট আবার ভীত ভাবে দোকানের পেছন দিকে তাকাল।—চার দিকেই হীরে ছড়িয়ে রয়েছে, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। কিন্তু আপনাকে সঠিক জায়গাটা পছন্দ করে নিতে হবে। বেশীর ভাগ খননকারীরা বৃথাই খুঁড়ে চলেছে। একজন যদি বরাত জোরে কিছু পেয়ে যায়—তখন বাদবাকিরা তার উচ্ছিষ্ট খাবার চেষ্টা করে। একদিন যদি বড লোক হতে চান তাহলে আপনাকেই ভাল হীরে খুঁডে বার করতে হবে।

কেমন করে তা করব ?

আমার বাবা হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। সবকিছুই তার জানা। ঘণ্টা খানেক পরেই তিনি ফাঁকা হবেন।

আমি আসব। ধন্যবাদ মিস মারে। জেমি মার্গারেটকে যেন আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

রাস্তায় বেরিয়ে জেমি ভাবল, মিঃ মারে যদি তাকে হীরে খুঁজে পাওয়ার জন্যে উপদেশ দেন—তাহলে তো আর কথাই নেই। সে সবাইকে ছাপিয়ে যাবে। আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠল জেমি।

পথে জেমি দশ শিলিং খরচা করে একটা স্নান ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে চান করে জনাকীর্ণ এক রাস্তায় 'সাণ্ডোওনার' নামে এক সেলুনে ঢুকে বিয়ার আর লাঞ্চের অর্ডার দিল।

জেমি শুনতে পেল, চারপাশে হীরে পাওয়ার গল্প হচ্ছে। সে শুনতে পেল, বারের মালিক একটা লোককে বলছে,—যাও, মিষ্টার ভ্যান মারের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। সে তোমায় হীরে খুঁজে বার করতে সাহায্য করতে পারে। আধা আধা বখরা। তোমার পরিশ্রম। তার টাকা। আমি জানি, কয়েক জনকে সে এভাবে সাহায্য করেছে।

জেমির ভাবনা উদ্দিপ্ত হয়ে উঠল। প্রথমে সে ভেবেছিল যে তার কাছে যে অবশিষ্ট একশ কুড়ি পাউণ্ড রয়েছে তাতে যন্ত্রপাতি কিনে খেয়ে দেয়ে তার

চলে যাবে। কিন্তু, এখানে খাবার দাবার আর জিনিষপত্রের যে দাম তাতে কুলোবে না। এখানে, তিনবার খেতে যে খরচ তাতে দেশে এক বছরের খরচ চলে যাবে। সুতরাং… ।

সলোমন ভ্যান ডার মারে কাউন্টারের পেছনে দাড়িয়ে একটা বাক্স থেকে রাইফেল নামাচ্ছিলেন। লোকটা ছোটখাট পাতলা। মুখে একটা শীর্ণতা। মাথায় বালি রংয়ের চুল। ছোট কাল চোখ। নাকটা থ্যাবড়া। কোঁচকান ঠোঁট।—মেয়েটাকে নিশ্চয় তার মায়ের মত দেখতে হয়েছে। জেমি ভাবল।

ক্ষমা করবেন। আমার নাম ম্যাকগ্রেগর, স্যার। স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছি হীরের খোঁজে।

তাতে কি হয়েছে ?

আমি শুনেছি, মাঝে মধ্যে আপনি হীরক সন্ধানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন।

ভ্যান ডার গজ গজ করে উঠলেন, কে যে এসব কথা রটায়। আমি দু একজনকে সাহায্য করেছি ঠিকই। তার মানে এই নয় যে আমি 'সান্তাক্লজ'।

আন্তরিকতার সঙ্গে জেমি বলল, আমার কাছে মাত্র একশ কুড়ি পাউণ্ড রয়েছে। তাতে কোন কাজ হবেনা বলে বুঝতে পারছি। তাই ভাবছি, যদি একটা খচ্চর ও আনুসঙ্গিক কিছু যন্ত্রপাতি পেতাম তাহলে ভাগ্য হয়ত আমাকে সাহায্য করত।

ভ্যানডার তার ক্ষুদে চোখদুটো দিয়ে জেমিকে ভাল করে নিরীক্ষন করে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে ভাবছ যে তুমি হীরে খুঁজে বার করতে পারবে ?

আমি আধা পৃথিবী পেরিয়ে এসেছি। আমি বড়লোক না হওয়া পর্য্যন্ত এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিনা। যদি এখানে হীরে থাকে তাহলে আমি তো পাবই। যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমরা দুজনেই ধনী হতে পারব।

ভ্যানডার গজগজ করতে করতে ঘুরে দাড়িয়ে রাইফেল নামানো শুরু করলেন। জেমি কি আর বলবে ভেবে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে রইল। হঠাৎ ভ্যানডার জেমিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি গরুর গাড়ীতে চড়ে এসেছ ?

না। ডাক গাড়ীতে।

বৃদ্ধ লোকটি এবার ঘুরে দাড়িয়ে জেমিকে আবার ভাল করে নিরীক্ষণ.

করলেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত বললেন, বেশ। এস, আমরা কথাবার্তা বলব।

ভ্যান ডারের দোকানের পেছনে পাথর, কাদা আর কার্ডবোর্ডের বাক্স দিয়ে তৈরী একটা ঘরে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তারা নৈশভোজ সেরে কথাবার্তা শুরু করল।

মাটির তৈরী একটা পাইপে মিষ্টি তামাক ভরে টান দিতে দিতে ভ্যান ডার বললেন, ক্লিপড্রিফটের হীরে খননকারীরা বোকা। যত কম হীরে তত বেশী খননকারী। এক বছর প্রানান্তকর পরিশ্রম করে যা পাওয়া যাবে তা। সব নেহাতই ফালতু হীরে।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাহলে ?

গ্রিকাশ বলে এক আফ্রিকান উপজাতি আছে। তারা বেশ বড বড হীরে জোগাড করে। কখনও কখনও আমার কাছে বিক্রীর জন্যে নিয়ে আসে। আমি 'মালের' পরিবর্তে তা সওদা করে নিই। তারপর ভ্যান ডাব ষডযন্ত্র-কারীদের মত গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস কবে বললেন, আমি জানি সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়।

তাহলে আপনি নিজে কেন যাননা ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যান ডার বললেন, দোকান ছেড়ে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। সবাই চুরি করে ফাঁক করে দেবে। আমি বিশ্বস্ত এমন একজনকে চাই যে আমার হয়ে সেই পাথরগুলো নিয়ে আসবে। আমি সঠিক লোকটাকে পেলে তাকে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করব। তারপর পাইপে লম্বা একটা টান দিয়ে আবার বললেন, তাকে আমি বলে দেব হীরেগুলো কোথায় রয়েছে।

দুরু দুরু বুকে জেমি লাফিয়ে উঠে বলল, মিঃ ভ্যান ডার আমিই সেই লোক যাকে আপনি খুঁজছেন। আমায় বিশ্বাস করুন। আমি দিন রাত কাজ করব। জেমির কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল। আমি আপনার জন্যে এত হীরে নিয়ে আসব যে আপনি তা গুণে শেষ করতে পারবেন না।

ভ্যান ডার তাকে আবার নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। জেমির মনে হল যে অনন্ত কাল ধরে যেন তিনি তাকিয়ে আছেন। শেষ পর্য্যন্ত ভ্যানডার বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে।

পরের দিন সকালে আফ্রিকান ভাষায় লিখিত চুক্তিপত্রে সই করল জেমি। ব্যাখ্যা করে ভ্যানডার বললেন, এই চুক্তিতে লেখা রয়েছে যে আমরা সমান অংশীদার। আমি টাকা দেব—তুমি পরিশ্রম। আমরা সব কিছু সমান ভাবে ভাগ করে নেব।

জেমি দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষায় লেখা চুক্তিপত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাত্র দুটো অঙ্ক চিনতে পারল—তা হচ্ছে দুপাউণ্ড।

এটা কি ব্যাপার মিঃ ভ্যানডার ?

এটার অর্থ হীরের অংশ ছাড়াও তুমি তোমার পরিশ্রমের জন্যে প্রতি সপ্তায় দুপাউণ্ড করে পাবে। আমি যদিও জানি ঐখানে হীরে রয়েছে। তবু এমনও হতে পারে যে তুমি কিছুই পেলে না। সেক্ষেত্রে তোমার পরিশ্রমেরও তো একটা মূল্য রয়েছে।

লোকটা অতিরিক্ত সৎ! মনে মনে ভাবল জেমি। পারলে সে ভ্যানডারকে জড়িয়ে ধরত।—ধন্যবাদ, স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ।

ভ্যানডার জোরে বললেন, চল, তোমাকে এবার সাজিয়ে দিই।

দু-ঘণ্টা ধরে বাছাবাছি করে স্থির হল, জেমি সঙ্গে নেবে একটা ছোট তাঁবু, বিছানা, রান্নার সরঞ্জাম, দুটো জালের ছাকনী, পাথর ধোওয়ার একটা পাত্র, দুটো বেলচা, তিনটে বালতী, একটা বাড়তি মোজা আর আণ্ডারওয়ার, একটা গাঁইতি, একটা লণ্ঠন, প্যারাফিন তেল, দেশলাই, আর্সেনিক সাবান ছাড়াও খাবার, কফি, নুন ইত্যাদি জিনিষ। কৃষ্ণকায় বণ্ডা নামের সেই চাকরটা জেমির সঙ্গে একটাও কথা না বলে সব কিছু বাঁধা-ছাঁদা করে দিল। জেমি শেষ পর্য্যন্ত ভাবল, লোকটা বোধহয় ইংরাজি জানে। মার্গারেট দোকানে খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। জেমি যে এখানে আছে তা সে জানে কিনা তাও বোঝা গেল না।

একসময়ে ভ্যানডার এগিয়ে এসে বললেন, দোকানের সামনে তোমার খচ্চরটা বাঁধা রয়েছে। বণ্ডা মালপত্তর চড়িয়ে দেবে। তারপর তিনি জেমির হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দাম হল একশ কুড়ি পাউণ্ড।

অবাক হয়ে জেমি তাকাল, কি…! এটা তো চুক্তির অঙ্গ। আমরা…।

ভ্যানডারের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল।—তুমি কি আশা কর যে আমি তোমাকে সব কিছুই দেব—একটা খচ্চর আর উপরি হিসেবে প্রতি সপ্তায় দু-দুটো পাউণ্ড ও! তুমি যদি বিনা পয়সায় কোন কিছু পাবার আশায় এসে থাক—তাহলে এটা ভুল জায়গা। কথা শেষ করে তিনি একটা বাঁধা মাল খুলতে শুরু করে দিলেন।

জেমি তাড়াতাড়ি বলল, না-না, মিঃ ভ্যানডার। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা একেবারেই ঠিক। আমার সঙ্গেই টাকা রয়েছে। জেমি তার টাকার থলিটা বার করে তার সঞ্চিত শেষ কপর্দকটুকুও দিয়ে দিল। এই নিন। ভ্যানডার একটু ইতঃস্তত করে বললেন, বেশ, তারপর গজগজ করতে করতে আবার বললেন, এই শহরটা জোচ্চরে ভর্তি। আমি কার সঙ্গে কারবার করছি সে ব্যাপারে আমাকে তো নিশ্চিত হতে হবে।

জেমিকে জানাতে হল, হ্যাঁ স্যার। নিশ্চয় তা করবেন বইকি। উত্তেজনার মাথায় সে চুক্তিটার ভুল অর্থ করে দিল। সে নিশ্চয় সৌভাগ্যবান যেহেতু এর পরেও সে একটা সুযোগ পাচ্ছে মিঃ ভ্যানডারের কাছ থেকে। জেমি মনে মনে চিন্তা করে দেখল।

ভ্যানডার পকেট থেকে একটা কোঁচকান হাতে আঁকা ম্যাপ বার করে বললেন, এইটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে তুমি হীরে পাবে। এখান থেকে উত্তরে গ্যাগারভসে—ভাল নদীর উত্তর তীরে।

জেমি ম্যাপটা বোঝবার চেষ্টা করল। তার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল।—কত মাইল হবে এখান থেকে?

—এখানে আমরা সময় দিয়ে দূরত্বের হিসেব করি। খচ্চরের পিঠে তুমি চার পাঁচ দিনে পৌঁছে যাবে। ফিরবার সময় একটু বেশী লাগবে কারণ হীরের বোঝা থাকবেতো সঙ্গে!

* * *

একটা ছোট নদীর ধারে জেমি রাতে তাঁবু গাড়ল। সারারাত্রি সে ভয়ংকর সব শব্দ শুনল। নানান সব জন্তু জানোয়ারের নদীতে জল খেতে আসার শব্দ তার কানে গেল। ঐসব ভয়ংকর সব জন্তুজানোয়ারদের মাঝখানে সে একা অসহায়ের মত পড়ে রইল। প্রতিটা শব্দে সে চমকে চমকে উঠল। তার

খালি মনে হতে থাকল, এই বুঝি কোন সংহ থাবা আর নখর মেলে অন্ধকার থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বিন্দুমাত্র ঘুম এল না।

জেমি সকালে উঠে দেখল যে তার খচ্চরটা মারা গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘটনাটা জেসির বিশ্বাস হচ্ছিল না। রাতে হয়ত কোন জন্তু এটাকে আক্রমণ করেছে ভেবে সে খচ্চরটার গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই নেই। খচ্চরটা ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে। জেমি ভাবল, মিঃ ভ্যান ডার আমাকেই দায়ী করবেন। কিন্তু যদি হীরে নিয়ে ফিরতে পারি তাহলে এটা কোন ব্যাপারই হবে না! তখন।

ফিরে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। খচ্চর ছাড়াই সে ম্যাগারডসে যাবে। একটা শব্দ শুনে ওপর দিকে সে তাকিয়ে দেখল বিকালে সব কালো শকুনীরা ওপরে চক্কর দিতে শুরু করেছে। জেমি শিহরিত হল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন গ্রীষ্মকাল। উজ্জ্বল সূর্যকে মাথার ওপর রেখে এসময় তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে পথচলা এক ভয়ংকর ব্যাপার। ক্লিপড্রিফট থেকে জেমি চপল পদক্ষেপে উৎফুল্ল মনে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু যতই মিনিটগুলো ক্রমশঃ ঘণ্টায়, ঘণ্টাগুলো ক্রমশঃ দিনে পরিবর্তিত হচ্ছিল তার পদক্ষেপও তত নিস্তেজ, হৃদয় তত ভারী হয়ে উঠছিল। যতদূর দৃষ্টি যায়— বৈচিত্র্যহীন তৃণভূমি ঝকঝক করছে— মাথার ওপরকার প্রখর সূর্য নিষেধ জানাচ্ছে সেখানে পা রাখতে। আর দেখে মনে হয় ঐ পাথুরে নির্জন তৃণাঞ্চলের বোধহয় কোন শেষ নেই।

জেমি সেখানেই জলের অস্তিত্ব দেখতে পায় সেখানেই তাঁবু গাড়ে। আর চারপাশে জীবজন্তুদের শিহরণ জাগানো রাত্রিকালীন শব্দের মধ্যে রাত কাটায়। ক্রমেই সে এ'সব শব্দে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। এ'সব শব্দই প্রমাণ দিচ্ছে যে ঐ নরকেও জীবন রয়েছে। আর এই চিন্তাটাই তাকে কম নিঃসঙ্গ বোধ করতে সাহায্য করল।

'কারু' অতিক্রম করতে কম করে তার ছু'সপ্তাহ লেগে গেল। এর মধ্যে অনেক করেই সে ভেবেছে যে যাত্রায় ভঙ্গ দেবে। কারণ, সে বুঝতে পারছিল না যে সমস্ত পথটা সে শেষ পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে পারবে কিনা! সে ভাবল, আমি মহা বোকা। ক্লিপড্রিফটে ফিরে গিয়ে ভ্যানডারকে আর একটা খচ্চর দেবার কথা বলা তার উচিত ছিল। কিন্তু তাতে যদি তিনি চুক্তিটা বাতিল করে দিতেন? না, আমি বরং ঠিকই করেছি।

এইভাবে পায়ে পায়ে জেমি এগিয়ে চলল। একদিন দূর থেকে চারজন লোককে দেখতে পেল। তারা কাছে এলে দেখা গেল যে পরিশ্রান্ত এবং পরাজিত চারজন হীরে খননকারী ক্লিপড্রিফটে ফিরে যাচ্ছে।

এই যে। জেমি বলল।

তারা মাথা নাড়াল। তাদের একজন বলল, সামনে কিছুই নেই খোকা। আমরা দেখেছি। তুমি বৃথা সময় নষ্ট না করে ফিরে যাও।

জবাব আশা না করে তারা চলে গেল।

* * *

সামনের ক্লান্তিকর পথটুকু ছাড়া জেমির মনে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সূর্য্য এবং কালো মাছিগুলো ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে—এদের হাত থেকে লুকোবারও কোন উপায় নেই। কাঁটাওলা গাছ ছিল ঠিকই। কিন্তু হাতিরা সেগুলোর ডালপালা মুড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যের আলোতে জেমি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। তার সাদা চামড়া পুড়ে ঝামা। সব সময়ে তার মাথা ঘুরছে। নিঃশ্বাস নিতে গেলেই মনে হচ্ছে যে তার ফুসফুস ছুটো যেন ফেটে যাবে। সে আর ঠিক হাঁটছিল না। অন্যমনস্কভাবে হোঁচট খেতে খেতে যেন একটা পায়ের সামনে আর একটা পা রেখে এগিয়ে চলছিল। একদিন মধ্যাহ্নে সূর্য্যের তাপে বিবশ হয়ে সে পিঠের মালপত্র ফেলে দিয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়ল। এক পা হাঁটারও তার ক্ষমতা রইল না। মাঝরাতে ঠাণ্ডায় তার জ্ঞান ফিরে এল। সামান্য একটু খাবার আর এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে সে ভাবল যে সূর্য্য ওঠার আগেই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় তার এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রচণ্ড রকমে চেষ্টা করে সে উঠে দাঁড়াল। এর চেয়ে চিরকালের জন্যে শুয়ে পড়াটাই বোধহয় অসাধারণ সোজা কাজ ছিল। বরং আর একটু ঘুমিয়ে নিই, জেমি

চিন্তা করল। কিন্তু তার মনের গভীর থেকে কেউ যেন বলল, তাহলে তুমি আর কোনদিন জেগে উঠতে না'ও পার। যেমন শয়ে শয়ে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এই প্রান্তরে সেরকম তার মৃতদেহটাও হয়ত পড়ে থাকবে কারোর আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তার মনে পড়ল সেইসব শকুনের কথা।—না না। আমার দেহ আমার অস্থি তাদের খাদ্য হতে পারে না। ধীরে ধীরে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সে নিজেকে পায়ের ওপর খাড়া করল। শেষের বোঝাটা সে তুলতেই পারল না। কোনরকমে সেটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। তার মনেই রইল না যে কতবার সে পড়ে গেল আর কতবারই বা সে নড়বড়ে পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। সূর্য্য ওঠার আগের আকাশকে লক্ষ্য করে সে যন্ত্রণা কাতর স্বরে বলে উঠল, আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর। আমি এই পথ পাড়ি দেবই। আমি বাঁচবই। ভগবান, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

কিছু অব্যক্ত স্বর যেন তার মাথার ভেতরে বিস্ফোরিত হচ্ছিল!·· তুমি হীরের খোঁজে যাচ্ছ, পাগল ছেলে। ওসব শয়তানের প্রলোভন যা কিনা···

বলছ না কেন, যাবার টাকা তুমি কোথায় পাবে?

মিঃ ভ্যানডার আমিই সেই লোক···,

আর সে কিনা শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেল! জেমি নিজেকে বলল।— দুটো উপায়ই রয়েছে। এক, হয় এগিয়ে চল, দুই, না হয় মৃত্যুর জন্যে এখানে পড়ে থাক-থাক-থাক।

শব্দগুলো যেন তার মাথার ভেতরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। জেমি নিজেকে বলল, এক পা ··আরও এক পা···এগিয়ে চল, জেমি খোকা। এক পা··।

এরও দুদিন পরে জেমি ম্যাফগ্রেগর গ্রাম ম্যাগারডামে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রোদে পুড়ে তার গায়ে বিষাক্ত ঘা হয়ে গেছে। তা থেকে রক্ত আর রস ঝরছে।· চোখ দুটো ফুলে প্রায় বুঁজে গেছে। গ্রামের রাস্তার মাঝখানেই সে লুটিয়ে পড়েছিল। সহানুভূতিশীল হীরক সন্ধানীরা তার পিঠ থেকে বোঝাটা খুলে তাকে আরাম দিতে গেলে জেমি বাধা দিল। যেটুকু শক্তি তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাই একত্রিক করে সে উন্মত্তভাবে প্রলাপ বকে চলল, না। সরে যাও আমার হীরের কাছ থেকে সরে যাও। সরে যাও।

তিন দিন পরে একটা ছোট আসবাবহীন ঘরে তার জ্ঞান ফিরল। তার দেহে

জড়ানো ব্যাণ্ডেজগুলো ছাড়া আগাগোড়াই. সে নগ্ন। চোখ খোলার পর সর্বপ্রথমে সে দেখতে পেল গোলগাল চেহারার এক মধ্যবয়সী মহিলা তার বিছানার পাশে বসে রয়েছেন।

আ? গলার স্বর তার ধরা, মুখ দিয়ে শব্দই বেরুতে চাইছিল না।

শান্ত হও, খোকা। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে।

আমি কোথায়?

ম্যাগারডামে। আমি এলিস জার্ডিন। এটা আমার বোর্ডিং হাউস। তুমি ঠিক হয়ে গেছ। আরও সামান্য কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। শুয়ে পড়, এখন।

আমার জিনিষপত্র··· ?

সব ঠিক আছে। চিন্তা কোর না। বলে তিনি ঘরের কোনে রাখা জেমির বোঝাটার দিকে ইশারা করলেন।

জেমি শুয়ে শুয়ে ভাবল. আমি পৌছোতে পেরেছি। সবকিছুই এখন ঠিক ঠাক চলছে।

এলিস জার্ডিন কেবল মাত্র জেমি ম্যাকগ্রেগরের কাছেই আশীর্বাদ স্বরূপ নয়. আর্ধেক ম্যাগারডামের কাছেও। ঐ খনি শহর হীরের স্বপ্নে বিভোর সব হীরে সন্ধানীতে ভর্তি। তিনি তাদের খাওয়ান, শুশ্রূষা করেন, উৎসাহ দেন। তিনি একজন ইংরেজ মহিলা। স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। স্বামী লিডসের শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে হীরের সন্ধানে এখানে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি এখানে আসার তিন সপ্তাহ পরেই জ্বরে মারা যান। অতঃপর মিসেস এলিস এখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ছেলেপুলে তাঁর কোনদিনই ছিল না, হীরে খননকারীরাই তাঁর সেই ছেলেপুলের স্থান দখল করে নেয়।

পঞ্চম দিনে জেমি বিছানা ছেড়ে ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হল।—আপনাকে যদি বোঝাতে পারতাম যে আমি কৃতজ্ঞ। মিসেস জার্ডিন, আপনাকে টাকাকড়ি আমি কিছু দিতে পারব না। কিন্তু খুব শীঘ্রই আপনি আমার কাছ থেকে একটা বড় হীরে উপহার পাবেন। এটা জেমি ম্যাকগ্রেগরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে রাখবেন।

মিসেস এলিস খুব সুন্দর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

মিসেস জার্ডিন ভাবলেন, ছেলেটা সবায়ের থেকে আলাদা।

একটা সেলুনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতরে একটা কোলাহল শুনে জেমি ঢুকে পড়ল। একটু লাল জামা পড়া আইরিশম্যানের চার পাশে একটা ভিড়।

কি হয়েছে? জেমি প্রশ্ন করল।

আজ ও ভাগ্যকে ছুঁতে পেরেছে। তাই সে সেলুনের সব লোককেই আকণ্ঠ পান করাচ্ছে।

জেমি নানান লোকের সঙ্গে আলাপ জমাল। দেখল সারা শহরটা আশাবাদী আর নিরাশাবাদীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রন। আশাবাদীরা আসছে। নিরাশাবাদীরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেমি জানত, সে নিজে কোন দলের। লাল শার্ট পরা আইরিশম্যানটাকে সে ভ্যানডারের দেওয়া ম্যাপটা দেখাল।

ফলেতু, ওখানে আর কিছু নেই। আমি যদি তুমি হতাম তাহলে 'ব্যাডহোপে' চেষ্টা করতাম।

কোলেসবার্গে যাও। আর একজন হীরে সন্ধানী বলল।

গিলফিল্যাসস কেপে যাও। আরও একজন বলল।

নানান জনের নানান কথা। নানান উপদেশ।

রাতে মিসেস জার্ডিন বললেন, জেমি সব জায়গাগুলোই হচ্ছে জুয়োর মত। নিজে পছন্দ করে খোঁড়া শুরু কর আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। অভিজ্ঞ খননকারীরা তাই করে থাকে।

সারারাত নিজের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে জেমি ঠিক করল যে সে ভ্যানডারের ম্যাপের কথা ভুলে যাবে। সবায়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করে পূর্বদিকে মোডগর নদীর ধার বরাবর এগিয়ে যাবে। সকাল বেলায় সে মিসেস এলিসকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করল।

তিনদিন দু'রাতের পর সে পছন্দসই একটা জায়গায় এসে তাঁবু গাড়ল। নদীর দুই তীরে অনেক বড় বড় পাথরের চাঁই। গাছের মোটা ডালকে ভার সইবার কাজে ব্যবহার করে জেমি সেই চাঁইগুলোকে অশেষ পরিশ্রম করে সরিয়ে

সরিয়ে চাঁইগুলোর নিচেকার নুড়ি পাথরগুলোকে পরীক্ষা করতে থাকল। ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সে খুঁড়ে চলল। খোঁজ করল হলদেটে কাদা মাটি বা নীল রংয়ের সম্ভাব্য হীরকময় মাটির। ঐ দুই রংয়ের মাটিই হীরকের অবস্থানের সন্ধান দেবে। কিন্তু জমিগুলো নিস্ফলা। এক সপ্তাহ ধরে খুঁড়েও সে একটা পাথরও না পেয়ে অন্য জায়গার সন্ধানে আবার এগিয়ে চলল।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে তার চোখে পড়ল রূপোর বাড়ির মত কোন কিছু যা সূর্যের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছে। আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে যাব, জেমি ভাবল। জেমি আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল যে একটা গ্রাম যার প্রায় সব বাড়িগুলোকেই মনে হচ্ছে রূপো দিয়ে তৈরী।

কম্বলের পোষাক পরা প্রচুর ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশু রাস্তায় গিজগিজ করছে। রূপোর পাতগুলো আসলে হচ্ছে জ্যামের টিন পিটিয়ে সোজা করে অমসৃণ কাঠের ওপর পেরেক দিয়ে আটকান হয়েছে।

জেমি নদীর তীর অনুসরণ করে ক্রমাগত উত্তরে চলতেই থাকল—যেসব জায়গায় সম্ভাব্য হীরে থাকতে পারে, সেইসব জায়গায় যতক্ষণ তার হাত গাঁইতি চালাতে পারে—হাত চালুনী দিয়ে যতক্ষণ সে ভিজে মাটি চালতে পারে—ততক্ষণই সে কাজ করে যেতে থাকল। আর অন্ধকার হয়ে গেলে ঘুমের ওষুধ খাওয়া লোকের মত ঘুমোতে থাকল।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে সে আরও এগিয়ে গেল। পারডম্পান বলে একটা ছোট্ট বসতির ঠিক উত্তরে গিয়ে পৌছোল। নদীর একটা বাঁকের কাছে সে থেমে খাবার খেয়ে চা পান করতে করতে অনন্ত আকাশের তারা দেখতে থাকল। বিগত দু-সপ্তাহে সে একটাও মানুষের মুখ দেখেনি। নিঃসঙ্গতা বোধের এক প্রবাহ তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।—আমি এখানে কি ছাই করছি? সে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল,—ভয়ংকর এই নির্জনতার মধ্যে বসে বসে আমি বোকার মত পাথর ভেঙ্গে আর নোংরা ঘেঁটে মরছি! স্কটল্যাণ্ডের খামার অনেক ভাল ছিল। শনিবার আসুক, যদি একটাও হীরে না পাই তাহলে আমি বাড়ী ফিরে যাব।

জেমি সেখানে বসে বসে অলসভাবে আঙ্গুল দিয়ে বালি সরাচ্ছিল। আঙ্গুলগুলো একটা বড় পাথরের সংস্পর্শে এল। এক মুহূর্তের জন্যে সে পাথরটির দিকে

তাকাল। তারপর সেটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বিগত সপ্তাহগুলোতে সে এরকম হাজার হাজার মূল্যহীন পাথর দেখেছে। তবু সেই পাথরটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিলম্বিত হলেও জেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে উঠে দাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে পাথরটা তুলে নিল। অন্যান্য সব পাথরগুলোর চেয়ে এটা আকারে বড় এবং অদ্ভুত আকৃতির। পাতলুনের পায়ের কাছে পাথরটা একটু ঘসে পরিষ্কার করে আরও ভাল করে পরীক্ষা করল জেমি। সেটাকে তখন একটা হীরের মত দেখাচ্ছিল কিন্তু পাথরটার আকার দেখে তার সন্দেহ হচ্ছিল। একটা মুরগীর ডিমের মত বড়। হে ভগবান, এটা সত্যিই যদি হীরে হয়…! হঠাৎ তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকল, লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে সে তার চারপাশের মাটিটা পরীক্ষা করা শুরু করে দিল। পনের মিনিটের মধ্যে ঐরকম আরও চারটে পাথর সে তোলে। কিন্তু প্রথমটার মত কোনটাই অতবড় নয়। তবে সেগুলোকে তার মধ্যে একটা বন্য উচ্ছ্বাস সঞ্চার করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

প্রত্যুষের আগেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে খোঁড়া শুরু করে দিল। দুপুরের মধ্যেই সে ঐরকম আরও ছটা হীরে পেয়ে গেল। পরের সারা সপ্তাহটা ধরে সে পাগলের মত খুঁড়ে চলল। এবং পাওয়া হীরেগুলো রাতের অন্ধকারে এমন এক জায়গায় মাটি চাপা দিয়ে রাখল যাতে কোন পথিকের নজরে না পড়ে। প্রতিদিনই নতুন নতুন হীরে পাওয়া যেতে থাকল। নিজের ভাগ্যকে ক্রমশঃই স্ফীত হতে দেখে জেমির আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না। এই সম্পদের মাত্র অর্ধেকটা তার। কিন্তু তাতেই সে এত বড়লোক হয়ে যাবে যা সে কোন দিন কল্পনা করতেও সাহস করে নি।

সপ্তাহের শেষে জেমি তার ম্যাপে জায়গাটা চিহ্নিত করে নিয়ে কোদাল দিয়ে জায়গাটাকে দাগিয়ে দিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করল। তারপর পিঠের বোঝাটার গভীরে হীরেগুলো খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখে ম্যাগারডামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ছোট্টবাড়ীটার বাইরের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'ডায়ামাণ্ট কুপার'। বাতাসহীন ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে পড়ল জেমি। তার ভয় করছিল। সে প্রচুর গল্প শুনেছে যে খননকারীরা হীরে ভেবে যে সব পাথর এনেছে তা শেষ

পর্য্যন্ত দেখা গেছে—মূল্যহীন পাথর মাত্র। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে!

এ্যাসেসর লোকটি ঐ ছোট্ট অফিস ঘরে একটা নড়বড়ে ডেক্সের ধারে বসেছিল।—আমি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি কি?

গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে জেমি বলল, আমি এগুলোর মূল্য নির্দ্ধারণ করাতে চাই।

এ্যাসেসরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে জেমি এক এক করে সাতাশটা পাথর ডেক্সের ওপর সাজিয়ে রাখল। এ্যাসেসরের দৃষ্টি ক্রমে বিস্ময়ে পরিণত হয়ে গেল। কোথায়—কোথায় তুমি পেয়েছো এগুলো?

এগুলো হীরে কিনা আগে বলুন—তারপর বলব।

সবচেয়ে বড় পাথরটা তুলে নিয়ে এ্যাসেসর ভদ্রলোক জহুরীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে বলে উঠলেন—হে ভগবান! এতবড় হীরে আমি জীবনে প্রথম দেখছি। কোথায়—কোথায় পেয়েছ এগুলো? লোকটি মিনতিপূর্ণ গলায় প্রশ্ন করল।

পনের মিনিট পরে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে দেখা করবেন। বলব. জেমি হীরেগুলো তুলে নিয়ে পকেটে পুরে দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আরও তুটো দরজার পরে রেজিষ্ট্রেশন অফিসের দিকে সে পা বাড়াল।

আমি সলোমন ভ্যানডারমারে আর জেমি ম্যাকগ্রেগরের নামে একটা দাবী রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে চাই। কপর্দকহীন এক বালক হিসেবে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে—একটু পরে সেই দরজা দিয়েই যখন আবার বেরিয়ে এল তখন সে 'বহু কোটিপতি'।

ক্যান্টিনে ঢুকে জেমি দেখল এ্যাসেসর ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি নিশ্চয় খবরটা রটিয়ে দিয়েছেন। কারণ জেমি ভেতরে পা রাখতেই একটা সম্ভ্রমপূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। সকলের মনে তখন একটাই প্রশ্ন। জেমি বারটেণ্ডারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি আমার সফলতার জন্যে আজ পান করতে চাই। তারপর সে সকলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পারডম্প্যান!

জেমি যখন ঘরে ঢুকল, এলিস জার্ডিন তখন চা পান করছিলেন। জেমিকে

দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছ বলে ভগবানকে ধন্যবাদ, জেমি। তোমার সময়টা নিশ্চয় ভাল যায়নি। কি বল? যাকগে। এস, এক কাপ চা খাও। ভাল লাগবে।

কোন কথা না বলে জেমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় হীরে বার করে মিসেস জার্ডিনের হাতে দিল।—আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখলাম।

মিসেস জার্ডিন অনেকক্ষণ ধরে হীরেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ভিজে উঠল।—না, জেমি। না। খুব নরম গলায় তিনি বললেন, আমি এটা চাইনা। খোকা, তুমি কি বুঝতে পারছনা যে এটা আমার সবকিছু ধ্বংস করে ফেলবে!

ক্লিপড্রিফটে ফেরবার সময় জেমি নিজের পছন্দ মত ব্যবস্থা করল। ছোট একটা হীরে বেচে দিয়ে সে একটা ঘোড়া আর গাড়ী কিনে ফেলল। সে যাযা খরচ করল তা সব লিখে রাখল—যাতে তার অংশীদার না মনে করেন যে সে তাঁকে ঠকাচ্ছে। ক্লিপড্রিফটে ফিরে যাবার পথ খুবই স্বচ্ছন্দ এবং আরামদায়ক হল। জেমি ভাবল, এটাই বোধহয় ধনী দরিদ্রের পার্থক্য। ধনীরা গাড়ী চড়ে চায়। গরীবেরা পায়ে হাঁটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্লিপড্রিফট পালটায়নি—কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগর পালটিয়ে গেছে। সে যখন ভ্যানডারের দোকানের সামনে থাকল তখন লোকেরা তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। দামী ঘোড়া আর গাড়ীটা লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। করেছে যুবকটির উৎফুল্লতা।

সেই বিশাল কালো লোকটা তখনও সেখানে ছিল। জেমি মৃদু হেসে বলল, এই যে! আমি ফিরে এসেছি।

বণ্ডা কোন মন্তব্য না করে একটা খুঁটির গায়ে ঘোড়ার লাগামটা বেঁধে ভেতরে ঢুকে গেল। জেমিও তাকে অনুসরন করল।

ভ্যানডার কাউন্টারে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি জেমিকে দেখে

হাসলেন। তারপর খদ্দের মনোরঞ্জন শেষ করে এগিয়ে এসে বললেন, ভেতরে এস।

মার্গারেট উনুনে রান্না করছিল। জেমি বলল, এই যে মার্গারেট!

মার্গারেট লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বেশ। শুনলাম সুসংবাদ আছে। উজ্জ্বল মুখে ভ্যানডার বললেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলের ওপর থেকে প্লেট আর রূপোর বাসনকোসন গুলো সরিয়ে দিয়ে একটু জায়গা করলেন।

ঠিক তাই। গর্বিত স্বরে কথাগুলো বলে জেমি একটা চামড়ার থলে বার করে খাবার টেবিলটার ওপর হীরেগুলো ঢেলে দিল।

সম্মোহিতের মত ভ্যানডার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা ব্যাগে হীরেগুলো এক এক করে ঢুকিয়ে রেখে ব্যাগটা ঘরের কোণায় রাখা একটা লোহার সিন্দুকে পুরে রাখলেন।

খুব সন্তুষ্টির স্বরে তিনি বললেন, বা, চমৎকার কাজ হয়েছে।

ধন্যবাদ, স্যার। এইতো শুরু। আরও শ'য়ে শ'য়ে ওখানে আছে। আমি কল্পনা করতেও ভয় পাই ওগুলোর দাম কত হবে।

দাবীটা ঠিক মত রেজিষ্ট্রি করেছ?

হ্যাঁ, স্যার। জেমি পকেট থেকে রেজিষ্ট্রেশন স্লিপটা বার করে বলল, আমাদের দুজনের নামেই রেজিষ্ট্রি করেছি।

ভ্যানডার স্লিপটা পড়ে নিজের পকেটে রেখে বললেন, তোমার একটা উপরি লাভ পাওয়া উচিত। দাঁড়াও। দোকানে যাবার দরজাটার দিকে এগোতে এগোতে তিনি ডাকলেন, মার্গারেট, এস একবার।

ভয়ে ভয়ে মার্গারেট তাঁর পেছন পেছন চলল। জেমির মনে হল মার্গারেট যেন একটা ভয় পাওয়া বেড়াল ছানা।

কয়েক মিনিট পরে ভ্যানডার একাই ফিরে এলেন।—এই যে, বলে তিনি একটা টাকার ব্যাগ খুলে খুব সন্তর্পণে পঞ্চাশ পাউণ্ড গুণলেন।

জেমি বিভ্রান্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার?

তোমার জন্যে। সবটাই তোমার।

আ···আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু।

তুমি গেছ চব্বিশ সপ্তা হল। সপ্তাহে দু পাউণ্ড হিসেবে আটচল্লিশ পাউণ্ড।

আর তোমাকে উপরি হিসেবে আরও দু পাউণ্ড দিচ্ছি।

জেমি হেসে ফেলে বলল, আমার উপরি পাওনা চাইনা। আমার তো হীরের অংশ রয়েছেই।

তোমার হীরের অংশ ?

কেন ? হ্যাঁ। অর্ধেক আমার অংশ। আমরা অংশীদার।

ভ্যানডার তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, অংশীদার ? এসব ধারণা তোমার কি করে হল ?

বিভ্রান্ত হয়ে জেমি বলল, কেন ? আমাদের চুক্তি হয়েছে।

তা ঠিক। কিন্তু তুমি কি তা পড়েছ ?

না, স্যার। ওটা আফ্রিকান ভাষায় লেখা। কিন্তু আপনি তো বলেছেন আমাদের আধাআধি বখরা।

ভ্যানডার মাথা নেড়ে বললেন, তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি, ম্যাকগ্রেগর। আমার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই। তুমি আমার হয়ে কাজ করছিলে। আমি তোমাকে সরঞ্জাম দিয়ে আমার হয়ে হীরে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম।

জেমি অনুভব করল যে তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড রাগ তার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আপনি আমায় কিছু দেননি। আমি এ'সব সাজসরঞ্জামের জন্যে আপনাকে একশ কুড়ি পাউণ্ড দিয়েছিলাম।

ভ্যানডার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি আমার মূল্যবান সময় এরকমভাবে নষ্ট করতে চাইনা। বেশ, তোমায় পাঁচ পাউণ্ড বেশী দেব। আর ঝামেলা বাড়িও না। আমার মনে হয় এটাই যথেষ্ঠ উদারতার পরিচয়।

জেমি রাগে ফেটে পড়ল।—ওসব চালাকি ছাড়ুন। আমার অর্ধেক বখরা চাই—ই-চাই। আমি দুজনের নামে ওটা রেজিষ্ট্রি করেছি।

ভ্যানডার সূক্ষ্মভাবে হাসলেন, তার মানে তুমি আমাকে ঠকাতে চেয়েছিলে ? এর জন্যে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পারি। বলে তিনি টাকাগুলো জেমির হাতে গুঁজে দিলেন।—তোমার মজুরী নিয়ে এবার দূর হও।

আমি মামলা করব।

উকিল রাখার মত তোমার কি পয়সা আছে ? আমি এখানকার সব

উকিলকে কিনে রেখেছি, খোকা।

না-না। এসব সত্যিই নয়, দুঃস্বপ্ন। জেমি ভাববার চেষ্টা করল। মাসের পর মাস ধরে তার প্রাণান্তকর পরিশ্রমের কথা মনে পড়ল। সে মরতে বসেছিল, আর এই লোকটা কিনা তাকে তার হকের ধন থেকে ঠকাচ্ছে।

আপনাকে আমি এত সহজে পার পেতে দেবে না। হীরের বখরা আমার চাই। আমি ক্লিপড্রিফট ছেড়ে নড়ছি না। জনে জনে বলে বেড়াব আপনার জোচ্চুরীর কথা।

ভ্যানডার সরে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়ালেন, বৎস, তুমি একটা ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা কর। মনে হচ্ছে, রোদে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

জেমি পরমুহূর্তেই ভ্যানডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাল্কা দেহটা। দুহাতে শূন্যে তুলে বলল, আপনাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে। তারপর ভ্যানডারকে ফেলে দিয়ে টেবিলের ওপর টাকাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

জেমি যখন স্যাণ্ডোনার সেলুনটায় ঢুকল তখন সেটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। জেমির মনে এখন ক্রোধ আর হতাশা।—অবিশ্বাস্য। সে ভাবল, এই আমি কুবেরের ধণের মালিক, আর এই আমি নিঃস্ব ভিখিরী! ভ্যানডার একটা চোর। তাকে মজা দেখাতেই হবে। কিন্তু কেমন করে‥? ভ্যানডার ঠিক কথাই বলেছেন। জেমির উকিল ভাড়া করার মত পয়সা নেই। সে এখানে অপরিচিত আর ভ্যানডার এখানকার সমাজে একজন মাননীয় ব্যক্তি। জেমির হাতে একটাই মাত্র অস্ত্র সেটা হচ্ছে সত্য। দক্ষিণ আফ্রিকার সবাই জানুক ভ্যানডার তার কি করেছে। কি জোচ্চর সে।

বারটেণ্ডার স্মিট তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বল, কি চাই?

হুইস্কি।

দুপেগ হুইস্কি খাবার পর জেমির মনে পড়ল, এই স্মিটই তাকে সাহায্যের জন্যে ভ্যানডারের কাছে যেতে বলেছিল। তাই সে বলল, তুমি কি জান— বুড়োটা একটা চোর। সে আমার হীরেগুলো ঠকিয়ে নিয়ে নিতে চায়?

এ্যাঁ, তাই নাকি? খুব দুঃখের কথা তো।

তাকে হজম করতে দেব না আমি। সে যে একটা চোর আমি তা সবাইকে জানাব।

সাবধান। স্মিট বলল।—ভ্যানডার এই শহরের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে যেতে হলে তোমার একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। আমি একজনকে চিনি যে তোমার মতই ভ্যানডারকে ঘৃণা করে। তারপর স্মিট হেসে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল—কেউ তাদের কথা শুনছে কিনা।—এই রাস্তার শেষে একটা পুরোনো গোলাবাড়ী আছে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। সেখানে রাত দশটায় যেও।

ধন্যবাদ। তোমার কথা আমি ভুলবনা।

ঠিক রাত দশটায়। গোলাবাড়ীতে।

শহরের উপকণ্ঠে রাস্তা ধারে যাহোক তাহোক করে কিছু করোগেটও টিন জোড়া দিয়ে গোলাবাড়ীটা তৈরী করা হয়েছে। রাত দশটার সময় জেমি সেখানে হাজির হল। অন্ধকার। সতর্কভাবে সে ভেতরে পা রেখে জনান্তিকে ডাকল, এই যে ।

কোন উত্তর না পেয়ে জেমি আরও এগিয়ে গেল, হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই তার কাঁধের ওপর একটা লোহার রডের আঘাত এসে পড়তে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাথায় সশব্দে একটা লাঠির আঘাত লাগল। একটা দৈত্যাকার হাত তাকে টেনে তুলে ধরল। তারপর তার ওপর ঘুষি আর বুটের লাথি বর্ষিত হওয়া শুরু হল। জেমির মনে হল, অনন্তকাল ধরে তাকে মারা হচ্ছে। ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া হল। নিমীলিত চোখ খুলতে ভ্যানডারের চাকর বণ্ডার মুখটা সে এক পলকের জন্যে যেন দেখতে পেল। তারপর আবার মারপিট শুরু হয়ে গেল। জেমি অনুভব করল যে তার হাড় পাঁজরা ভেঙ্গে যাচ্ছে। পায়ের ওপর কিছু একটা আছড়িয়ে পড়ল। মড়মড় করে হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ সে শুনতে পেল।

যন্ত্রণায় আবার সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

তার দেহটাকে যেন আগুনের ওপর রাখা হয়েছে। শিরিষ কাগজ দিয়ে

কেউ যেন তার মুখটা ঘষছে। প্রতিবাদ করার জন্যে বৃথাই জেমি হাতটা তুলতে গেল। চোখ খোলার অনেক চেষ্টা করল জেমি কিন্তু ফুলে সে দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। দেহের প্রতি অণুপরমাণু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবু জেমি মনে করার চেষ্টা করল সব। ধীরে ধীরে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও জেমি কোন রকমে হাটু গেড়ে উঠে বসতে সক্ষম হল। ফুলে ওঠা চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে সে কিছু অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেল। বুঝতে পারল, সে অন্তহীন 'কায়া' মরুভূমির মধ্যে পড়ে রয়েছে উলঙ্গ অবস্থায়। এখন সবে প্রভাত কিন্তু সূর্যের উত্তাপ যেন তার শরীর পোড়াতে পোড়াতে ভেতরে ঢুকছে। তারা তাকে মৃত ভেবে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। বারটেণ্ডার স্মিট আর সলোমন ভ্যানডার। তাদের এর জন্যে মূল্য দিতে হবে। ঘৃণা তাকে উঠে বসবার শক্তি জোগাল। নিঃশ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। কটা পাঁজরা তারা ভেঙ্গেছে? জেমি দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করে পড়ে গেল। তার ডান পা টা ভেঙ্গে অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে রয়েছে। সে আর হাঁটতে পারবে না।

কিন্তু হামাগুড়ি তো দিতে পারবে।

হায়না শকুনী আর অন্যান্য পশুপক্ষীদের খাওয়ার জন্যে তার দেহটা তারা এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। দেখতে না পেলেও জেমি শকুনের ডানার ঝাপটার শব্দ শুনতে পেল। শকুনদের গন্ধ পেল, একটা আতঙ্ক তাকে অভিভূত করে ফেলল। সে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করল। যন্ত্রণার সমুদ্র সঙ্গে নিয়ে।

জেমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। শকুনেরা মাথার ওপর তাদের আবহমান কালের ধৈর্য নিয়ে পাক খেয়ে চলেছে। ক্রমেই শকুনের চিৎকারের শব্দ বাড়ছে—তারা অধৈর্য হয়ে উঠছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল জেমি। থামলেই ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জ্বরে আর গরম বালিতে তার দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল—যন্ত্রণায় শরীর টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিল যেন। তবু সে বাঁচার আশা ছাড়তে পারছিল না।—পারবে না, যতক্ষণ ভ্যানডারকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ না হচ্ছে। যতক্ষণ ভ্যানডার বেঁচে রয়েছে। ততক্ষণ সে বাঁচবেই।

জেমির সময়ের জ্ঞান ছিল না। দশগজের মধ্যেই সে চককর কাটছিল। সে তার সমস্ত ভাবনাচিন্তা নিবদ্ধ করল। শুধু মাত্র একজনের ওপর।—সে হচ্ছে ভ্যানডার।

জেমি চেতনা হারিয়ে আবার এক অসহ্য আর্ত চিৎকার করে জেগে উঠল। কেউ যেন তার পায়ে ছুরি মারছে। জেমির মনে করতে সময় নিল, সে কোথায়, কেন ? ফোলা একটা চোখ সে কোন রকমে খুলল। একটা বিশাল শকুনী তার ডান পাটাকে আক্রমন করেছে। বর্বরভাবে ঠোঁট দিয়ে তার পায়ের মাংস খাবলে নিচ্ছে। তাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। পাগলের মত সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল জেমি। অনুভব করল পা দিয়ে গরম রক্ত ঝরে পড়ছে। সে বিশাল বিশাল শকুনের ছায়া তার চার পাশে দেখতে পেল। তারা তাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে আসছে। সে বুঝল, আরও একবার জ্ঞান হারানো মানে চিরকালের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। যে মুহূর্তে সে থামবে—শকুনেরা তার মাংসের জন্যে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে ক্রমাগত হামাগুড়ি দিতে থাকল। ডানার ঝাপটার শব্দে বুঝল শকুনেরা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সে এত দূর্বল হয়ে পড়েছে যে আরও কোন বাধাই সে দিতে পারবে না। এগিয়ে যাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে জেমি জ্বলন্ত বালির ওপর পড়ে রইল।—আসুক মৃত্যু।

শকুনের দল তাদের ভোজের আশায় আরও এগিয়ে এল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার হচ্ছে কেপটাউনের বাজারের দিন। রাস্তাঘাট লোকে ভর্তি।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বণ্ডা হেঁটে চলেছিল খুব সাবধানে যাতে সাদাচামড়ার লোকদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়ে যায়। তাহলে খুব বিপদ হবে। সংখ্যালঘু সাদারা তাদের শাসক। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক উপজাতি আছে।—বাসুটোস, বেচুয়ানস, মেটাবেলে, এবং সর্বোপরী বাণ্টু। শব্দটা এসেছে আবাণ্টু মানে

'জন সাধারণ' থেকে। কিন্তু বাবলং মানে বণ্ডার প্রজাতি—এরা অভিজাত। বণ্ডার ঠাকুমা তাকে গল্প করতেন যে একসময় কালোদেরই বিশাল এক সাম্রাজ্য তাদের শাসন করত। তাদের দেশ—তাদের সাম্রাজ্য। এখন মুষ্টিমেয় সাদা শেয়ালের হাতে তারা ক্রীতদাস হয়ে দিন কাটাচ্ছে। সাদারা তাদের ক্রমশঃ ছোট থেকে আবও ছোট জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। তারা সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে।

বণ্ডা জানে না তার বয়স কত। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা বয়েসের প্রমাণ-পত্র সঙ্গে রাখে না। বণ্ডা জানত যে সে এক সর্দারের সন্তান। সুতরাং জন-সাধাবণের জন্যে তার কিছু করার রয়েছে। তারই জন্যে বাণ্টুরা আবার একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং শাসন করবে। এটাই বণ্ডার বিশ্বাস।

বণ্ডা শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে পূবদিকে কালোদেব জন্যে নির্দ্ধারিত স্থানের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল।

দু'সপ্তাহ আগে জেমি ম্যাকগ্রেগব তার চেতনা ফিবে পেযে নিজেকে আশ্চর্য এক ঘরে এক খাটিযাব ওপব আবিষ্কার করেছিল। তাব মনে পড়ছিল সেই 'কারু' মরুভূমি আব দৈহিক যন্ত্রণা—শকুনেব দল ·।

সেই মুহূর্তে বণ্ডাকে ঐ ছোট্ট শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে সে বুঝেছিল যে বণ্ডা তাকে হত্যা করতে আসছে। ভ্যানডাব বোধ হয় কোন রকমে জানতে পেবেছিল যে সে জীবিত রযেছে। তাই বণ্ডাকে পাঠিযেছিল তাকে শেষ করতে।

ভাঙ্গা গলায জেমি বলল, তোমাব মনিব এল না কেন?

আমাব কোন মনিব নেই।

ভ্যানডাব তোমাকে পাঠায নি?

না। জানতে পাবলে তিনি আমাদের দুজনকেই খুন কববেন।

মানে? কোথায় আমি? জানতে চাই আমি কোথায়?

কেপটাউনে।

অসম্ভব। কি করে এলাম এখানে?

আমি নিয়ে এসেছি।

কেন ?

তোমাকে আমার দরকার। আমি প্রতিশোধ চাই। বণ্ডা আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমার জন্যে নয়। আমার বোনের জন্যে। ভ্যানডার আমার বোনকে ধর্ষণ করেছিল। মাত্র এগার বছর বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সে মারা যায়।

জেমি হতবাক হয়ে এলিয়ে পড়ে বলল, হে ভগবান !

তার মৃত্যুর পরের থেকেই আমি এমন একজন সাদাচামড়ার লোকের খোঁজ করছি যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি সেই গোলাবাড়ীতে তার সন্ধান পেয়েছিলাম যেখানে তোমাকে আমি ঠেঙ্গাই। আমরা তোমাকে কারুতে ফেলে দিয়ে আসি। তোমাকে খুন করতে আমায় আদেশ করা হয়েছিল। সবাইকে বলেছিলাম যে তুমি মরে গেছ। তারপর যত শীঘ্র সম্ভব তোমার কাছে ফিরে গিয়েছিলাম। প্রায় দেরী হয়ে গিয়েছিল। শকুনেরা ভোজ শুরু করে দিয়েছিল। আমি তোমাকে একটা কাঠের চাকা গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের লোকজনের কাছে লুকিয়ে রাখি। আমাদের একজন ডাক্তার তোমার ভাঙ্গা পাঁজরা আর পায়ের হাড় ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে তোমার ক্ষত সারিয়ে তোলেন। তারপর আমার কিছু আত্মীয়ের গাড়ীতে করে কেপটাউন শহর হতে আমি তোমায় সঙ্গে নিই। থেকে থেকে তুমি যেভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলে যে আমি ভেবেছিলাম যে তুমি আর ভাল হয়ে উঠতে পারবে না।

যে লোকটা তাকে প্রায় হত্যা করতে বসেছিল—সেই লোকটার চোখের দিকে তাকাল জেমি। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না বণ্ডাকে। তবু লোকটা তার জীবন বাঁচিয়েছে। যা হোক, ভ্যানডার মারেকে তার কৃতকার্যের জন্যে ফল ভোগ করতেই হবে।

ঠিক আছে। ভ্যানডারের ওপর বদলা নেবার একটা রাস্তা আমি বার করবই।

এই প্রথম বণ্ডার ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল।—সে কি মরবে ?

না। বেঁচে থাকবে।

সেদিন বিকেলে বণ্ডার দেওয়া একটা আয়নায় মুখ দেখল জেমি। নিজেকে

সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হল তার। তার মাথার সব চুল তুষারশুভ্র হয়ে গেছে। লম্বা একগোছা এলোমেলো দাড়ি। নাক ভেঙে গেছে। পাশ দিয়ে একটা হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। তার বয়েস কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। গালদুটো তুবড়িয়ে ঢুকে গেছে। থুতনিতে একটা দগদগে ক্ষতচিহ্ন। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে চোখ দুটোর। সেখানে যেন অতি যন্ত্রণা, অতি অনুভব করার আর অতি ঘৃণার ছাপ ফুটে রয়েছে। ধীরে আয়নাটা নামিয়ে রেখে জেমি বলেছিল। আমি একটু বেবোবা।

দুঃখিত। তা সম্ভব নয়। সাদা চামড়ার লোকেরা এদিকে আসে না,—যেমন কালোরা সাদা চামড়াদের ওদিকে যায় না। আমাদের লোকজনেরা জানেনা যে তুমি এখানে আছ। তোমায় রাতে আনা হয়েছিল।

তবে কি করে যাব ?

আজ রাত্রে তোমায় বার করে নিয়ে যাব।

এই প্রথম জেমি উপলব্ধি করল যে তার জন্যে বণ্ডা কত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। লজ্জিত স্বরে জেমি বলল, আমার টাকা পয়সা নেই। আমার একটা কাজ দরকার।

আমি জাহাজঘাটায় একটা কাজ নিয়েছি। তাদের সব সময়ে লোকের দরকার। এই নাও কিছু টাকা।

জেমি টাকাটা নিয়ে বলল, তোমায় শোধ করে দেব।

আমাকে নয়, আমার বোনকে শোধ দিও।

রাতে বণ্ডার সঙ্গে বেরিয়ে এসে জেমি আবার সেই সরাইখানাটায় উঠল যেখানে সে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম উঠেছিল। মিসেস ভেনস্টার ডেকের পিছনে বসেছিলেন।

আমার একটা ঘর চাই জেমি বলল।

নিশ্চয়, স্যার। আমি মিসেস ভেনস্টার।

জানি। আপনার কি মনে পডছে না যে গত বছরে আমি এখানে ছিলাম ?

মিসেস ভেনস্টার তার দাগে ভরা ভাঙ্গা নাকওলা মুখের দিকে তাকিয়ে

বললেন, না, আপনাকে কখনও দেখিনি আগে। আমি কোন মুখ ভুলে যাই না। যা হোক, মশায়ের নামটা কি?

জেমি শুনতে পেল সে যেন নিজেই বলছে, ট্রাভিস। আইয়ান ট্রাভিস।

পরের দিন জাহাজ ঘাটায় কাজের খোঁজে গেলে ফোরম্যান বলল, আমাদের শক্তিশালী লোকের দরকার। সমস্যাটা হচ্ছে এ কাজের পক্ষে তোমার বয়সটা একটু বেশী।

আমার উনিশ বছর বয়েস, কথাটা বলতে গিয়েও জেমি থেমে গেল। আয়নায় দেখা মুখটার কথা তার মনে পড়ল। পরীক্ষা করে দেখই না।

মাল বহনকারী হিসেবে দিনে ন শিলিং মাইনেতে সে নিযুক্ত হল। সে জানতে পারল যে একই কাজের জন্য বণ্ডা বা অন্যান্য কৃষ্ণকায় লোকেরা পায় ছয় শিলিং।

প্রথম সুযোগেই জেমি বণ্ডাকে ধরে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, আমাদের কথা আছে।

---এখানে নয়, ম্যাকগ্রেগর। ডকের শেষে একটা পরিত্যক্ত গুদাম আছে। 'সিফট' শেষ হয়ে গেলে সেখানে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব।

জেম্মি পৌঁছে দেখল যে বণ্ডা অপেক্ষা করছে।

—বল, তোমার কি কথা আছে? বণ্ডা বলল।

—আমি ভ্যানডারের সম্বন্ধে জানতে চাই। সব কিছু।

বণ্ডা থুথু ফেলে বলল, সে হল্যাণ্ড থেকে এসেছিল। গল্প শুনেছি যে তার বউ দেখতে কুৎসিত হলেও ধনী ছিল। কোন রোগে তার বউ মারা যেতে ভ্যানডার তার টাকা পয়সা নিয়ে এখানে হাজির হয়। তারপর তো ক্লিপড্রিফটে দোকান খুলে—হীরে খননকারীদের ঠকিয়ে বেশ ধনী হয়ে গেছে।

—সবাইকে কি আমার মতই ঠকিয়েছে?

—এটাই তার একমাত্র রাস্তা।

—কেউ প্রতিবাদ করে নি কখনও?

—কেমন করে করবে? কোর্টের কেরাণীরা ভ্যানডারের টাকা খায়। আইন বলে, কোন দাবী যদি পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে উপস্থাপিত না করা হয় তাহলে তার আর কোন মূল্য থাকে না। কেরাণীরা ভ্যানডারকে খবরটা দেয় আর সম্পত্তিটা ভ্যানডার কব্জা করে নেয়। আর একটা চালাকি সে করে।

দাবী অনুযায়ী সমস্ত দাবীকৃত সম্পত্তির সীমারেখা বরাবর সোজা খুঁটি পুঁতে রাখতে হয়। যদি খুঁটিগুলো পড়ে যায় তাহলে যে কেউ তা দাবী করতে পারে। ভ্যানডারের যখন কোন সম্পত্তি পছন্দ হয় তখন সে রাত্রিবেলায় কাউকে পাঠিয়ে দেয়। সকালে পোঁতা খুঁটিগুলো মাটিতে পড়ে আছে।

—হায় ভগবান।

—বারটেণ্ডার স্মিটের সঙ্গে তার চুক্তি আছে। স্মিট প্রতিশ্রুতিবান হীরক খননকারীদের ভ্যানডারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারা অংশীদারী চুক্তিপত্রে সই করে। তারপর তারা যদি হীরে পায়—ভ্যানডার তা হাতিয়ে নেয়। যদি কেউ ঝ্যামেলা বাঁধায়, টাকা দিয়ে পোষা তার অনেক লোক রয়েছে তারা তার আদেশ মত কাজ করে।

—তাতো জানিই। জেমি মৃদু হাসল, আর কি জান?

—লোকটা ধর্মীয় উন্মাদ। সে সবসময়ে পাপীদের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করে।

—তার মেয়ের কথা কি জান?

—কুমারী মার্গারেট? সে বাপকে যমের মত ভয় করে। সে যদি কোন লোকের দিকে নজর দেয় তাহলে ভ্যানডার দুজনকেই খুন করবে।

জেমি দরজার কাজে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমরা আবার কাল কথা বলব।

সাদাকালোদের মধ্যেকার বিশাল বিরোধের বিষয়ে কেপটাউনেই জেমি প্রথম সজাগ হয়ে উঠল। সাদাদের দেওয়া কয়েকটা অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকার তাদের ছিল না।

একদিন জেমি বণ্ডাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এসব সহ্য কর কি করে?

ক্ষুধার্ত সিংহ তার খাবা লুকিয়ে রাখে। একদিন আমরা সবকিছু পালটিয়ে দেব। তুমি কি জন টেঙ্গো জাবাভুর নাম শুনেছ? বণ্ডা বেশ সসম্ভ্রমে নামটা উচ্চারণ করল।

—না।

—শুনবে, ম্যাকগ্রেগর। তুমি নিশ্চয় শুনবে। বণ্ডা যেন প্রতিশ্রুতি দিল।

বণ্ডা সম্পর্কে জেমির মনে একটা প্রশংসার ভাব ক্রমেই জেগে উঠছিল।

শুরুতে এমন একটা লোক যে তাকে খুন করতে চেয়েছিল—তাকে বিশ্বাস করাটা শক্ত হচ্ছিল। বণ্ডারও কষ্ট হচ্ছিল সুদীর্ঘকালের সাদা চামড়ার এক শত্রুকে বিশ্বাস করা। তবে জেমির দেখা অন্যান্য কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বণ্ডা হচ্ছে শিক্ষিত।

—কোথায় তুমি স্কুলে পড়েছ ?

—কোথাও নয়। ছোট থাকতেই আমি কাজ করছি। আমার ঠাকুমা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি একজন বুয়োর স্কুল মাষ্টারের কাছে কাজ করতেন। তিনি লিখতে পড়তে শিখেছিলেন—সুতরাং আমাকেও শিখিয়েছিলেন। আমার সব কিছু তাঁরই দয়ায়।

শনিবারের এক সন্ধ্যেতে জেমি প্রথম 'গ্রেটনামাকুয়াব্যাণ্ডের নামিব' মরুভূমির কথা শুনল। তখন তারা সেই পরিত্যক্ত গুদামে বসে বণ্ডার মায়ের রাঁধা ইম্পালা মাংসের স্টু খাচ্ছিল। নতুন হলেও জেমি শীঘ্রই বাটিটা শেষ করে দিয়ে পুরোন বস্তাগুলোর গায়ে হেলান দিয়ে প্রশ্ন করল, তোমার সঙ্গে ভ্যানডারের প্রথম পরিচয় কখন হয় ?

যখন আমি নামিব মরুভূমির হীরে ভর্তি তটভূমিতে কাজ করছিলাম, দুজন অংশীদারের সঙ্গে সে ঐ তটভূমির মালিক। অন্য এক গরীব হীরক সন্ধানীর কাছ থেকে সে ঐ অংশটা চুরি করে নিয়েছিল।

যদি ভ্যানডার এতই বড়লোক তবে দোকানটা রেখেছে কেন ?

দোকানটাই তার টোপ! ঐ দোকান দিয়েই সে নতুন নতুন হীরক সন্ধানীদের গাঁথে আর ক্রমশঃ আরও বড়লোক হয়ে উঠছে।

জেমি ভাবল, কি বোকাই না সে ছিল। কত সহজে ঠকে গেল। মার্গারেটের ডিম্বাকৃতি মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে বলেছিল, আমার বাবা বোধহয় তোমাকে সাহায্য করতে পারেন।

বল, তুমি ভ্যানডারের হয়ে কাজ করা শুরু করেছিলে কবে ?

একদিন মেয়েকে নিয়ে তিনি ওখানে এলেন, মেয়ের বয়েস তখন বোধহয় বছর এগার। বসে বসে বিরক্ত হয়ে সে সমুদ্রের জলে নামতেই স্রোতের মুখে পড়ে গেল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করলাম। আমি তখন অল্প বয়সী। ভাবলাম ভ্যানডার বোধহয় আমাকে মেরেই ফেলবেন।

জেমি অবাক হয়ে তাকাল, কেন ?

কারণ, আমি তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কালো বলে নয়—যেহেতু আমি একজন পুরুষ। কোন পুরুষ তার মেয়েকে স্পর্শ করেছে এটা তিনি চিন্তা করতে পারেন না। কেউ তাকে শান্ত করে মনে করিয়ে দিল যে আমি তার মেয়েকে বাঁচিয়েছি। তিনি সঙ্গে করে আমাকে চাকর হিসেবে ক্লিপড্রিফটে নিয়ে এলেন। বণ্ডা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, এর মাস দুই পরে আমার বোন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বণ্ডার স্বর খুব শান্ত হয়ে উঠল। —আমার বোনের বয়েস ভ্যানডারের মেয়ের বয়েসের সমান ছিল।

জেমি কিছুই বলতে পারল না।

শেষ পর্য্যন্ত বণ্ডা বলল, আমার নামিব মরুভূমিতে থাকা উচিত ছিল। কাজটাও সোজা ছিল। আমরা গুঁড়ি মেরে তটভূমিতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে হীরে তুলে জ্যামের একটা খালি টিনে রাখতাম।

দাঁড়াও, বাধা দিল জেমি, তুমি বলতে চাইছ বালির ওপর হীরেগুলো এমনিই পড়ে রয়েছে?

হ্যাঁ। তাই আমি বলছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা ভুলে যাও। কেউ ঐ হীরকক্ষেত্রের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। এটা সমুদ্রের ধারে এবং সেখানকার ঢেউগুলো তিরিশ ফুট উঁচু। তারা সমুদ্র তীরে প্রহরা রাখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। অনেক লোক সমুদ্র দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছে কিন্তু ঢেউ কিংবা প্রবাল প্রাচীর তাদের সবাইকে হত্যা করেছে।

ঢোকবার অন্য রাস্তা নিশ্চয় আছে?

না। নামিব মরুভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

হীরক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার গেটগুলো কেমন?

সেখানে প্রহরী, টাওয়ার আর কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে। ভেতরে বন্দুক আর কুকুর নিয়ে প্রহরীরা পাহারা দেয়। অনুপ্রবেশকারীদের দেখলেই কুকুরগুলো তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। ল্যাণ্ডমাইন বলে একরকমের বিস্ফোরক সমস্ত ক্ষেত্রটার ওপর পোঁতা রয়েছে। তোমার কাছে ম্যাপ না থাকলে তুমি বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হীরকক্ষেত্রটা কত বড়?

প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত।

পঁয়ত্রিশ মাইল ধরে হীরে পড়ে আছে··· হে ভগবান।

নামিবের হীরের কথা শুনে তুমিই প্রথম উত্তেজিত হচ্ছ না বা তুমিই শেষ নও। সমুদ্র পথে আসা মানুষের দেহাবশিষ্ট আমি দেখেছি। প্রবাল প্রাচীর তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। একটা মাত্র অসতর্ক পদক্ষেপের ফলে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে মানুষকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বা ঐ হিংস্র কুকুরগুলোকে মানুষের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতেও দেখেছি। ভুলে যাও, ম্যাকগ্রেগর। আমি ওখানে ছিলাম। ওখানে ঢোকবারও কোন ফাঁক নেই—বেরুবারও নয়। মানে জীবন্ত অবস্থার কথা আমি বলতে চাইছি।

ঐ রাত্রে জেমি ঘুমোতে পারল না। তার চোখের সামনে পঁয়ত্রিশ মাইল লম্বা বালুকাময় বেলাভূমির ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে থাকা হীরেগুলো ভাসতে থাকল। আর এসবই কিনা ভ্যানডারের সম্পত্তি। সে সমুদ্রের কথা, ভয়ানক প্রবাল প্রাচীর খুন করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকা কুকুরগুলোর কথাও ভাবল। ভাবল প্রহরী আর ল্যাণ্ডমাইনের কথা। বিপদকে সে ভয় পায় না মৃত্যুকেও নয়। সলোমন ভ্যানডার মারেকে উচিত শাস্তি দেবার আগেই মরে যাওয়াটাকেই সে কেবল মাত্র ভয় পায়।

পরের সোমবার জেমি একটা মানচিত্রের দোকানে গিয়ে নামাকুয়াল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ কিনে আনল। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ঘেঁষে সেই তটভূমি। উত্তরে লুভাররিজ আর দক্ষিণে অরেঞ্জ নদী। জায়গাটাকে লাল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করে লেখা রয়েছে—'নিষিদ্ধ অঞ্চল'।

জেমি বার বার ম্যাপের প্রতিটা খুঁটি নাটি বিষয় পড়ল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত তিন হাজার মাইল ব্যাপি নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্র—ঢেউগুলোকে মাঝখানে বাধা দেবার মত কিছু নেই। তাই ঢেউগুলো তাদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে দক্ষিণ আটলান্টিকের ঐ প্রবাল প্রাচীরের ওপর আছড়িয়ে পড়ে। উপকূলভূমির আরও চল্লিশ মাইল দক্ষিণে একটা মুক্ত তটভূমি রয়েছে। জেমি বুঝতে পারল যে নিষিদ্ধ অঞ্চলে যাবার জন্যে অভিযাত্রীরা নিশ্চয় এখান থেকেই তাদের নৌকা ভাসায়। ম্যাপটা দেখে সে বুঝতে পারল—কেন তটভূমিতে প্রহরা রাখার প্রয়োজন হয় না। প্রবাল প্রাচীরগুলোই কারোর পক্ষে তীরে অবতরণ করাটা অসম্ভব করে তোলে।

এবার জেমি ঐ হীরক ভূমিতে ডাঙ্গা দিয়ে প্রবেশ করার পথের দিকে নজর দিল। বণ্ডার কথামত জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চব্বিশ

ঘণ্টাই সশস্ত্র প্রহরীরা পাহাড়া দেয়। প্রবেশ পথের মুখেই একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। তবুও যদি কেউ সেই টাওয়ারের প্রহরারত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে কোন রকমে তীরে পৌছে যায় তবে সেখানে আবার ল্যাণ্ডমাইন আর পাহারা-দার কুকুরগুলোর মোকাবিলা করতে হবে।

পরের দিন বণ্ডার সঙ্গে দেখা হতে জেমি তাকে প্রশ্ন করল, তুমি বলছিলেনা —ল্যাণ্ডমাইনগুলোর একটা ম্যাপ রয়েছে, আর সেই ম্যাপ দেখে দেখে প্রহরীরা মজুরদের তীরে নিয়ে যায় কাজ করাতে ?

নামিব মরুভূমিতে ঐ ম্যাপগুলো সুপারভাইজারদের কাছে থাকে। তারাই মজুরদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। মজুররাও একটা মাত্র লাইন করে তাকে অনুসরণ করে। ফলে, কেউ মারা যায় না। বণ্ডার চোখে এক স্মৃতির ছবি ভেসে উঠল।—একবার আমার এক কাকা আমার আগে আগে যাচ্ছিল। কিন্তু হোঁচট খেয়ে সে একটা ল্যাণ্ডমাইনের ওপর পড়ে যায়। ফলে তার দেহের বেশী কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

জেমি শিহরিত হল।

এর পরেও আছে সমুদ্র কুয়াশা, ম্যাকগ্রেগর। নামিবে সেই কুয়াশা না দেখলে তাযে কি তা বুঝতে পারবে না। সমুদ্রের বুক থেকে সেই কুয়াশা এগিয়ে এসে মরুভূমির ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে বয়ে যায়। এবং সব কিছু যেন মুছে দেয়। একবার সেই কুয়াশার পাল্লায় পড়লে তুমি নড়বার সাহস পর্য্যন্ত করবে না। ল্যাণ্ড মাইন-ম্যাপ তখন কোন কাজে আসবে না। কারণ, তুমি দেখতেই পাবে না যে তুমি কোথায় যাচ্ছ। কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্য্যন্ত সবাই শুধু চুপচাপ বসে থাকে।

কতক্ষণ ধরে সেই কুয়াশা থাকে ?

বণ্ডা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কখনও কয়েক ঘণ্টা—কখনও বা কয়েক দিন।

বণ্ডা, তুমি ল্যাণ্ডমাইনের ম্যাপ কি কখনও দেখেছ ?

ওগুলো খুব সাবধানে রাখা হয়। বণ্ডার মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া ঘনাল। তোমাকে আবার বলেছি, তুমি যা ভাবছ সেরকম ভাবে ওখান থেকে কেউ পালাতে পারবে না। কোন মজুর যদি ওখান থেকে হীরে চুরি করে ধরা পড়ে যায়—তাহলে সেখানে বিশেষ একটা গাছ রয়েছে। আর যাতে হীরে চুরি না করে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে লোকটাকে সেই গাছে লটকে দেওয়া হয়।

জেমির কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব বলে মনে হল। যদি ঢোকাও যায় তবে জীবন্ত বেরিয়ে আমার পথ নেই। বণ্ডা ঠিকই বলেছে। এসব ভুলে যাওয়াই ঠিক।

কিন্তু, পরের দিন সে বণ্ডাকে আবার প্রশ্ন করল, শিফটের শেষে মজুররা যাতে চুরি করে না নিয়ে আসতে পারে তার জন্যে ভ্যানডার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেহের প্রতি খাঁচ খোঁচ পর্য্যন্ত তল্লাসী করে দেখা হয়।

তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহলে ঐ হীরের খনির কথা মন থেকে তাড়াও।

জেমি চিন্তাটাকে বর্জন করার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেটা যেন তাকে বিদ্রুপ করার জন্যেই ফিরে আসতে থাকল।—ভ্যানডারের হীরেগুলো অবহেলায় বালির ওপর তার কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। তারই জন্যে সেগুলো অপেক্ষা করছে। তাকে নিতেই হবে।

সেই রাত্রিতেই জেমির মনে সমাধানটা এল। বণ্ডার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিজের অধৈর্যতা ধরে রাখতে পারছিল না। তার সঙ্গে দেখা হতেই ভূমিকা ছাড়াই সে বলল, ঐ তটভূমিতে যে সব নৌকো অবতরণ করার চেষ্টা করেছে—সে সম্বন্ধে আমায় বল। কি ধরণের নৌকো সেগুলো?

কত রকমের নৌকো আছে বলে জান। কিন্তু প্রবাল প্রাচীর শুধু নৌকোগুলোকে চিরে ফেলেছে। সবাই ডুবে মারা গেছে।

জেমি একটু দম নিয়ে বলল, ভেলা? ভেলায় চড়ে কেউ চেষ্টা করেছে?

ভেলা?

হ্যাঁ। জেমির উত্তেজনা বাড়ছিল ক্রমশঃ।—চিন্তা কর। আজ পর্য্যন্ত কেউ নৌকায় করে তীরে পৌঁছোতে পারেনি—কারণ, প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা লেগে তাদের নৌকার তলা ফেঁসে গেছে। কিন্তু, একটা ভেলা স্বচ্ছন্দে প্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়ে তীরে পৌঁছোতে পারবে।

বণ্ডা অনেকক্ষণ ধরে জেমির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হ্যাঁ, ম্যাকগ্রেগর, এটা একটা কথা বটে…।

পরের সপ্তাহে তারা কাজে ইস্তফা দিয়ে একটা গরুর গাড়ীতে চড়ে পোর্ট

নল্লোথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

বাজারের পেছনে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করল জেমি। বণ্ডা কৃষ্ণকায়দের গ্রামে গিয়ে উঠল।

ঐদিনই বিকেল বেলায় তারা একটা পরিত্যক্ত গুদামঘর আবিষ্কার করল। ভেলা তৈরী করার পক্ষে এই জায়গাটাই আদর্শ হবে।

—না, দাঁড়াও। এক বোতল হুইস্কি কেনা যাক আগে।

--কেন?

—দেখতেই পাবে। বণ্ডা হাসল।

পরের দিন সকালে এক জেলা কনস্টেবল জেমির সঙ্গে দেখা করতে এল। —সুপ্রভাত। আমরা খবর পেলাম যে এখানে একজন আগন্তুক এসেছে। তাই ভাবলাম, তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে যাই। আমি কনস্টেবল মাণ্ডি।

—আমি আইয়ান ট্রাভিস। জেমি বলল।

—উত্তরে যাচ্ছেন।

—না দক্ষিণে। জেমি বলল, আমি আর আমার চাকর কেপটাউনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। আপনাকে কি একটু পান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে পারি, কনসটেবল?

—ডিউটিতে থাকা অবস্থায় আমি কখনও পান করিনা। তবে এটা একটা ব্যতিক্রম হতে পারে। এই একবারই। কি বলেন?

—নিশ্চয়। জেমি হুইস্কির বোতলটা নিয়ে এল। মনে মনে সে অবাক হচ্ছিল, বণ্ডা ব্যাপারটা জানল কিভাবে?

- আপনার কোথায়? পান করবেন না?

দুঃখময় স্বরে জেমি বলল, আমার পান করা চলবে না। ম্যালেরিয়া। আর সেই জন্যই তো কেপটাউন যাচ্ছি। ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন।

—আপনাকে তো বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। মাণ্ডি বলল।

—যখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে তখন দেখবেন অবস্থাটা।

দুপেগ হুইস্কি পান করে যাবার সময়ে কনষ্টেবল মাণ্ডি বলে গেল যে শুক্রবার আবার সে আসবে।

সেইদিন রাতেই জেমি আর বণ্ডা গুদাম ঘরটায় বসে ভেলা তৈরী করা শুরু করল।

তারা বাজার থেকে পঞ্চাশ গ্যালন তেলের চারটে কাঠের পিপে চুরি করে গুদোমে নিয়ে এল। চার কোণ চারটে পিপে আটকিয়ে তারা একটা চৌকো ফ্রেম তৈরী করল। তারপর ফাঁকা জায়গাগুলো—গাছের ডাল, বড় বড় গাছের পাতা ইত্যাদি যা পারল তাই দিয়ে ভর্তি করল।

—তবু এটাকে ভেলার মত দেখাচ্ছে না। বণ্ডা বলল।

একটা পাল খাটালে এটাকে খানিকটা ভদ্রস্থ দেখাবে। পড়ে থাকা একটা ইয়োলোউড গাছের ডাল দিয়ে মাস্তুল আর দুটো চ্যাপ্টা ডাল দিয়ে দাঁড় তৈরী করল তারা।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বণ্ডা পালের জন্যে একটা বড় কাপড়ের টুকরো জোগাড় করে আনল! স্থির হল যে একেবারে ভোরের দিকে যখন সব গ্রামবাসীরা ঘুমিয়ে থাকবে– সেই সময় তারা যাত্রা শুরু করবে।

রাত দুটোর সময়ে তারা গুদোম ঘরে এসে অনেক কসরৎ করে ভেলাটাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে এসে ভাসাল। দিনের আলো ফোটার আগে তাদের গ্রাম-বাসীদের চোখের আড়ালে সরে যেতে হবে। তাদের সঙ্গে সামান্য খাবার দাবার আর যন্ত্রপাতি বলতে একটা মাত্র কম্পাস।

বেনগুয়েলা স্রোত তাদের উত্তর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। জেমি পাল তুলে দিল।

দুপুরের দিকে হঠাৎ গোটা ছয়েক হাঙ্গর এসে হাজির হল।

– কালো পাখনাওলা হাঙ্গর। এরা মানুষ খায়। বণ্ডা বলল।

জেমি দেখল হাঙ্গরগুলো ক্রমশঃ ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে। – আমরা এখন কি করব?

বণ্ডা কাঁপা গলায় বলল, সত্যি বলতে কি জেমি, এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমারও এই প্রথম।

একটা হাঙ্গর পিঠ দিয়ে ভেলাটাকে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটা প্রায় উল্টে যাবার মত হল। জেমি একটা দাঁড় দিয়ে একটা হাঙ্গরের মুখের উপর মারল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়টাই দু টুকরো হয়ে গেল। হাঙ্গররা ইতিমধ্যে ভেলাটাকে ঘিরে অলসভাবে চক্কর কাটতে শুরু করেছে। তাদের গায়ের সঙ্গে

প্রতিটা ধাক্কায় ভেলাটার উল্টে যাবার মত অবস্থা হল।

—আমাদের জলে ডোবাবার আগেই কোন রকমে পালাতে হবে। জেমি বলল।

—কিন্তু কেমন করে? বণ্ডা প্রশ্ন করল

—মাংসের একটা টিন দাও।

—এক টিন মাংসে ওদের কিছু হবে না। বণ্ডা ব্যঙ্গ করল। ওরা আমাদের খেতে চায়।

আর একটা ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটা প্রায় হেলে পড়ল। মাংসের টিনটা—শীঘ্রি। ব্যাগ্রভাবে জেমি বলল।

পরের মুহূর্তেই বণ্ডা টিনটা বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ডভাবে ভেলাটা নড়ছিল তখন।

—টিনটার আর্ধেকটা খুলে ফেল।

বণ্ডা পকেট ছুরি বার করে টিনটার ঢাকনাটা অর্ধেক খুলে ফেলল। জেমি সেটা হাতে ধরে কাটা টিনের ঢাকনাটার ধার অনুভব করল। তারপর, ভেলার প্রান্তে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করে রইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা হাঙ্গর তার বিশাল মুখ ব্যাদন করে এগিয়ে এল। তার ভয়ঙ্কর ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যেতে লাগল। জেমি তার সর্বশক্তি দিয়ে হাঙ্গরটার একটা চোখ টিনের পাতটা দিয়ে চিরে দিল। হাঙ্গরটার বিশাল দেহ ভেসে উঠল। ভেলাটা প্রায় উল্টে যেতে যেতে বেঁচে গেল মুহূর্তের জন্যে। চারপাশের জল রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল। ভেলাটাকে ভুলে গিয়ে বাকি হাঙ্গরগুলো তাদের আহত সঙ্গীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই অবসরে ভেলাটা ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে সরে গেল।

বণ্ডা গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, কোন এক সময় আমি নিশ্চয় আমার নাতিনাতনীদের কাছে এই গল্পটা করব। তোমার কি মনে হয় যে তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে?

দুজনে সশব্দে হেসে উঠল। তাদের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের দিকে জেমি পকেট ঘড়ি দেখে বলল, আমরা তটভূমির কাছে মধ্যরাত্রি নাগাদ গিয়ে পৌছাব।

—তুমি ঠিক বলছো তো তীরভূমির দিকে প্রহরী নেই।

বণ্ডা উত্তর না দিয়ে অদূরে প্রবাল প্রাচীরটাকে দেখিয়ে দিল। জেমি বুঝল, বণ্ডা বলতে চাইছে যে মানুষেব তৈরী ফাঁদেব চেয়েও ঐ ফাঁদ আরও ভয়ানক। জেমি ভাবল, বেশ—প্রবাল প্রাচীর. তোমাকে আমরা কলা দেখাব। তোমাব উপর দিয়ে ভেসে যাব।

তীরভূমি যেন দ্রুতবেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

আমরা খুব বেশী জোরে এগিয়ে চলেছি। বণ্ডা বলল।

চিন্তা কোর না। আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পালটা নামিয়ে ফেলব—তাতে আমাদের গতি কমে যাবে। আমরা প্রবাল প্রাচীরের ওপর দিয়ে সহজে এবং সুন্দর ভাবে গড়িয়ে যাব।

ঢেউ এবং বাতাসের গতি বৃদ্ধি হতে থাকাব ফলে তা ভেলাটাকে ভয়ংকর প্রবাল প্রাচীরের দিকে দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। জেমি মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করে ভাবল যে স্রোতই তাদেব তীরভূমিতে পৌছে দেবে। পালেব আব কোন দরকার নেই। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাল নামিয়ে নিল। কিন্তু তাতে ভেলার গতি কিছু মাত্র কমল না। ভেলাটা এখন ঢেউয়ের কবলে। নিয়ন্ত্রণ বিহীন হয়ে ভেলাটা এক ঢেউয়ের মাথা থেকে আর একটা ঢেউয়ের মাথায় গিয়ে পৌছোচ্ছে। সেটা এত ভীষণ জোরে নড়ছে যে তাদের রীতিমত জোর করে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে হচ্ছিল। তীরে পৌছোনাটা যে শক্ত হবে তা জেমি আন্দাজ করেছিল। তবে যে প্রচণ্ড আবর্তের সম্মুখীন তারা এখন হল—তা অকল্পনীয় ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে—ঢেউগুলো প্রবাল প্রাচীরের খাঁজকাটা পাথরের গায়ে আছড়িয়ে পড়ে ভীষণভাবে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে ভেলাটাকে নিরাপদে প্রবাল প্রাচীর পার করিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর যাতে তারা আবার ফিরে আসতে পারে। তা না হলে ধবে নেওয়া যেতে পারে যে তারা মারা পড়েছে।

ঢেউয়ের প্রচণ্ড শক্তিতে তারা এখন প্রাচীরের ওপর এসে পড়েছে। বধির করে দেবার মত বাতাসের ভীষণ গর্জন। হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ এসে ভেলাটাকে তুলে নিয়ে যেন পাথরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিল।

—বণ্ডা, ধরে থাকো। আমরা তীরের দিকে চলেছি। জেমি চিৎকার করল।

দৈত্যাকৃতি ঢেউটা একটা দেশলাইয়ের কাঠির মতই তাদের অবলীলাক্রমে ভাসিয়ে নিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। ভেলার নীচে প্রাচীরের ক্ষুরধার পাথরগুলোকে এখন দেখা যাচ্ছে। বাঁচবার জন্যে তারা দুজনে ভেলাটাকে প্রাণপণে আঁকড়িয়ে রইল। জেমি দেখল, আর এক মুহূর্তের মধ্যেই তারা প্রাচীরটাকে টপকিয়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রাচীরের একটা পাথরে ধাক্কা লেগে ভেলার একটা ব্যারেল ছিঁড়ে বেড়িয়ে চলে গেল। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগল। পরমূহূর্তে আর একটা ব্যারেল। বাতাস, গর্জনশীল তরঙ্গ, ক্ষুধার্ত প্রবাল প্রাচীর সবাই যেন ভেলাটাকে নিয়ে খেলায় মাতাল। ভেলাটা একটু এগোয়, একটু পেছোয়—শূন্যে ঘুরপাক খায়। জেমি আর বণ্ডা অনুভব করতে পারল যে তাদের পায়ের তলায় কাঠের তক্তাগুলোও আলাদা হয়ে যেতে শুরু করেছে।

—ঝাঁপ দাও। জেমি চিৎকার করল।

জেমি ভেলার পাশে ঝাঁপ দিতেই একটা বিশাল ঢেউ তাকে তুলে নিয়ে যেন গুলতি ছোঁড়ার মত করে তীরের দিকে ছুঁড়ে দিল। যা ঘটতে চলেছে তার ওপর জেমির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কখনও সে ঢেউয়ের ওপরে কখনও নীচে কখনও মধ্যে। তার দেহ দোমড়াচ্ছিল—মোচড়াচ্ছিল। একটু বাতাসের জন্যে ফুসফুস যেন ফেটে পড়ছিল। মাথার ভেতর যেন অসংখ্য আলোর ঝলকানি বিস্ফোরিত হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত জেমির দেহ তীরের বালির ওপর আছড়িয়ে পড়ল। তার বুক আর পা বালিতে ছেঁচে গেছে। জামা কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। এক সময়ে ধীরে ধীরে জেমি উঠে বসে বণ্ডার খোঁজে চারদিকে তাকাল। দশগজ দূরে বণ্ডা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সমুদ্রের লোনা জল বমি করে বার করছে।

টলমল করতে করতে জেমি এগিয়ে গেল, তুমি ঠিক আছ তো বণ্ডা?

বণ্ডা মাথা নাড়ল, জল খেয়ে ফেলেছি। আমি সাঁতার কাটতে জানি না জেমি।

জেমি তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল। তারপর তারা দুজনে তাকাল প্রবাল প্রাচীরের দিকে। ভেলাটার কোন চিহ্ন নেই। আদিম সমুদ্র আক্রোশে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তারা হীরের বেলাভূমিতে প্রবেশ করতে পেরেছে। কিন্তু বেরোবার কোন পথ আর নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাদের পিছনে গর্জনশীল সমুদ্র, সামনে নিরবিচ্ছিন্ন মরুভূমি যা দূরের পাহাড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র পথে পালানো যাবে না। একমাত্র নামিব মরুভূমিই খোলা রয়েছে তাদের জন্যে।

—বেশ, আমাদের মরুভূমিই পাব হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। জেমি বলিল।

বণ্ডা মাথা ঝাঁকাল। —দেখতে পেলেই হয় প্রহরীরা আমাদের গুলি করবে না হয় ফাঁসিতে লটকিয়ে দেবে। যদি আমরা প্রহরী আর কুকুরগুলোর চোখে ধুলো দেবার মত সৌভাগ্যবানও হই তাহলেও ল্যাণ্ডমাইনের হাত থেকে নিস্তার নেই। আমাদের মরতেই হবে। বণ্ডার স্বরে কোন ভীতির ছোঁয়াচ নেই—রয়েছে ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার প্রশান্তি।

গভীর অনুশোচনার চোখে জেমি বণ্ডার দিকে তাকাল। সে এই কৃষ্ণকায় লোকটিকে এখানে মৃত্যুর মুখে টেনে এনেছে। অথচ বণ্ডা একবারও অভিযোগ করেনি। এমনকি পালাবার কোন পথ নেই জেনেও সে তাকে তিরস্কারের একটা ভাষাও ব্যবহার করেনি। জেমি ক্রুদ্ধ তরঙ্গগুলোর দিকে ফিরে তাকাল। সন্দেহ নেই যে দৈবক্রমেই সে এতদূর পর্য্যন্ত এসে পৌচেছে। এখন রাত দুটো। প্রভাত বা ধরাপডার জন্যে এখনও চার ঘণ্টা বাকি রয়েছে। এবং এখনও পর্য্যন্ত তারা সম্পূর্ণ সুস্থই আছে। সুতরাং সব আশা ত্যাগ করার আগে নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত বলে সে মনে করল।

—চল, বণ্ডা। আমরা কাজ শুরু করি।

বণ্ডা চোখ পিট পিট করল, কি করব?

—আমরা এখানে হীরে কুড়োতে এসেছি। তাই নয় কি? চল, এখন তাই করি।

বণ্ডা সাদাচুলো বন্যদৃষ্টিওলা লোকটির দিকে এক দৃষ্ট তাকিয়ে রইল।

—তুমি কি যা-তা বলছ, জেমি?

—তুমি বলেছ যে তারা আমাদের দেখতে পেলেই গুলি করবে। ঠিক কি না? সুতরাং, তারা আমাদের গরীব বা ধনী হওয়ার অবস্থাতেও গুলি করবে। দৈবক্রমে আমরা এখানে এসে পৌচেছি। আবার দৈবক্রমে বেরিয়েও তো যেতে পারি। এবং যদি বেরিয়ে যেতে পারি তখন খালি হাতে যাওয়ার

জন্য আমি আফশোষ করতে রাজি নই।

—তুমি উন্মাদ। বণ্ডা নরম গলায় বলল।

জেমি তাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলল, তা না হলে আমরা এখানে আসতাম না। বলে সে তার জীর্ণ জামাটা ছিঁড়ে ফেলল। বণ্ডাও ব্যাপারটা বুঝে নিজেরটাও ছিঁড়ে ফেলল।

—এখন বল, বড় বড় হীরে যার কথা তুমি বলেছিলে সেগুলো কোথায়? কোথায় পাওয়া যাবে?

—কুকুর আর প্রহরীদের মত সেগুলোও সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

—তাদের কথা পরে ভাবা যাবে। কখন তারা তীরের দিকে আসে?

জেমি একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, আমরা লুকোতে পারি এমন জায়গা আছে কি?

—একটা মাছি লুকিয়ে লুকিয়ে রাখার মতও জায়গা নেই কোথাও।

—জেমি বণ্ডার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, বেশ, তবে কাজ শুরু করা যাক।

জেমি দেখল বণ্ডা উবু হয়ে বসে হাতে করে বালি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এগিয়ে চলেছে। দু মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সে থেমে গিয়ে একটা পাথর উঁচু করে ধরল। —একটা পেয়েছি। বণ্ডা বলল।

জেমিও উবু হয়ে বসে হীরে খোঁজা শুরু করে দিল। প্রথম দুটো হীরে ছোট। কিন্তু তার তৃতীয় হীরেটা ১৫ ক্যারাটের মত হবে। বসে পড়ে সে ভাবল, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এত সহজেই ভাগ্যকে এখানে মুঠোয় ধরা যায়! জেমি আবার হীরে খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরবর্তী তিনঘণ্টায় দুজনে দু ক্যারাট থেকে তিরিশ ক্যারাটের মধ্যে প্রায় চল্লিশটা হীরে জোগাড় করল। পূব আকাশে আলোর আভাষ দেখা দিচ্ছে। ঠিক এই সময়েই জেমি ভেলায় করে পালাবার মতলব করে রেখেছিল। ভেবেছিল, এই সময়ে তারা ভেলায় লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যাবে। সেকথা এখন চিন্তা করা অর্থহীন।

—শীঘ্রি ভোর হয়ে যাবে। দেখা যাক, আরও কতগুলো হীরে আমরা জোগাড় করতে পারি। জেমি বলল।

—আমরা জীবনে এর একটাও খরচ করার সুযোগ পাব না। তুমি খুব ধনী হয়ে মরতে চাও। তাই না, জেমি?

—আমি মোটেই মরতে চাইনা।

অন্যমনস্কভাবে তারা আবার হীরের পর হীরে বেছে চলল। হীরের গাদা স্ফীত হয়ে উঠল। তাদের ছেঁড়া জামার পুটলীতে এখন রাজার সম্পদ—ষাট ষাটটা হীরে!

—আমাকে কি এগুলো বইতে হবে? বণ্ডা প্রশ্ন করল।

—না, আমরা দুজনেই বইব। পরমুহূর্তেই জেমি বুঝতে পারল বণ্ডা কি বলতে চাইছিল। হীরে সমেত ধরা পড়ার অর্থ আরও যন্ত্রনাদায়ক এবং ধীর মৃত্যু। তাই সে বলল, থাক। আমিই বইব।

পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠছিল। —এরপর কি? এই প্রশ্নটার কি উত্তর হতে পারে? দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খেয়ে মরবে না কি মরুভূমির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মৃত্যুবরণ করবে। —চল, আমরা এগোই। জেমি বলল।

জেমি আর বণ্ডা পাশাপাশি—সমুদ্র থেকে ওপর দিকে হেঁটে চলল।

—ল্যাণ্ড মাইনগুলো কোথায় শুরু হয়েছে?

—তীর থেকে একশ গজ ওপরে। দূরাগত এক কুকুরের ডাক শোনা গেল। —আমাদের ল্যাণ্ড মাইনস নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কুকুরগুলো এদিকেই আসছে। সকালেব সিফটের লোকেরা কাজ শুরু করবে। সুতরাং।

—কতক্ষণ সময় লাগবে তাদের আসতে?

মিনিট পনের। দশ মিনিটেও হতে পারে। স্বাভাবিক স্বরে বণ্ডা বলল।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে। লুকোবার কোথাও কোন জায়গা নেই। একটা সিফটে কতজন প্রহরী থাকে, বণ্ডা?

বণ্ডা একটু ভেবে বলল, জনা দশেক।

—এরকম বড় একটা বেলাভূমির পক্ষে দশজন খুব বেশী নয়।

—একজন প্রহরীই যথেষ্ট। তার বন্দুক রয়েছে। কুকুরের দল রয়েছে, প্রহরীরা অন্ধ নয়। আমরাও অদৃশ্য নই।

কুকুরের ডাক আরও কাছে এগিয়ে এল। জেমি বলল, বণ্ডা আমি দুঃখিত। তোমাকে আমার এখানে আনা উচিত হয় নি।

—তুমি তো আননি। বণ্ডা পরিস্কার ভাবে উত্তর দিল।

—জেমি বুঝতে পারল বণ্ডা কি বলতে চাইছে।

জেমি আর বণ্ডা একটা ছোট বালিয়াড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। —যদি আমরা বালি দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলি ?

ওরকম চেষ্টা আগেও করা হয়েছে। কুকুরগুলো আমাদের খুঁজে বার করে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। আমি চাই আমার মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাক ! আমি ওদের দেখা দিয়ে দৌড়োব। তারা তখন গুলি করবে। কুকুরে ছিঁড়ে খাক— এ আমি চাই না।

জেমি বণ্ডার হাত চেপে ধরে বলল, আমরা মরব ঠিকই। কিন্তু দৌড়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া আমার মোটেই পছন্দ নয়। তাদেরই চেষ্টা করতে দাও।

দূরের কথাবাতাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।—এই কুড়েব বেহদ্দ। এগিয়ে চল। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলছে, আমায় অনুসরণ কর। এক লাইনে থাক। সারারাত বেশ ভাল করে ঘুমিয়েছিল এখন একটু কাজ করতো দেখি।

নিজের সাহসী কথাবার্তা সত্ত্বেও জেমির মনে হল সে যেন ভেতর ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ভাবল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরাটাই কি সোজা হবে ? জেমি লক্ষ্য করল ভয়াল প্রাচীরটা যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ঢেউগুলোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। কিন্তু ঢেউয়ের পিছনে ওটা কি ? বুঝতে পারছে না সে। বণ্ডা দেখ···। দেখ।

দূর সমুদ্রে একটা অভেদ্য ধূসর দেওয়াল যেন শক্তিশালী পশ্চিমা বাতাসে তাড়িত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

—এই সেই সমুদ্র কুয়াশা। সপ্তাহে দুতিনবার আসে।

কথা বলতে বলতেই কুয়াশাটা দিগন্তের কোল বেয়ে যেন এক বিশাল পর্দার মত আকাশকে ঢাকতে ঢাকতে আরও কাছে এসে পড়ল। কথাবার্তার শব্দগুলোও আরও কাছে এগিয়ে এল— উচ্ছন্নে যাক এই কুয়াশা। আরও কাজের সময় নষ্ট হল। মালিকেরা তো তা শুনবে না··। স্পষ্ট সব কথাবার্তা কানে শোনা যাচ্ছে।

—আমাদের একটা সুযোগ জুটল। জেমি ফিসফিস করে বলল।

—কিসের সুযোগ ?

—কুয়াশা ! ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

—এতে কোন লাভ নেই। এক সময়ে তো কুয়াশা সরে যাবে। তখনও তো আমরা ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। প্রহরীরা যদি ল্যাণ্ডমাইনের ভেতর দিয়ে না যেতে পারে—তো আমরাও পারব না। এই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তুমি মরুভূমি পার হবার চেষ্টা করলে—দশটা গজ যাওয়া মাত্রই বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তুমি তোমার একটা দৈবচক্রের আশায় রয়েছ—তাই না? বণ্ডা বলল।

— তুমি একেবারে ঠিক কথাটাই বলেছ। আমি তাই চাইছি।

মাথার ওপরকার আকাশ কালো হয়ে এলো। কুয়াশা আরও কাছে এসে গেছে। সমুদ্রকে ঢেকে ফেলে বেলাভূমিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। জেমি উৎসাহভরে বলে উঠল, এটাই আমাদের বাঁচাবে।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল, এই—এই তোরা দুজন—কি সর্বনাশ তোরা করছিস এখানে?

—জেমি আর বণ্ডা ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় একশ গজ দূরে একটা বালিয়াড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা রাইফেলধারী এক প্রহরী। জেমি বেলা-ভূমির দিকে তাকাল। কুযাশার আস্তরণ দ্রুত এগিয়ে আসছে।

—এই। এই—তোরা এদিকে আয়। বন্দুক তুলে প্রহরীটা চেঁচাল।

—জেমি হাত তুলে বলল, আমার পা মচকিয়ে গেছে। আমি হাঁটতে পারছি না।

—যেখানে আছিস, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি যাচ্ছি। প্রহরীটা আদেশ করে বন্দুক নামিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করল।

চট করে জেমি তাকিয়ে দেখে নিল যে তীরভূমি পার করে খুব দ্রুতই কুয়াশার আস্তরণটা এগিয়ে আসছে।

—দৌড়াও। ফিসফিস করে কথা বলে সে তীরের দিকে ছোটা শুরু করল।

—থাম, থাম। প্রহরী গর্জন করল।

এক সেকেণ্ড পরেই তারা একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল। তাদের সামনের বালিগুলো ছিটকিয়ে উঠল। আর একটা—আরও একটা গুলির শব্দ—তারপর মুহূর্তে দুজনেই কুয়াশার ভেতর গা ঢাকা দিল। ঠাণ্ডা গাঢ় অন্ধকার। কিছুই

দেখা যাচ্ছে না আর।

কথাবার্তাগুলো এখন অস্পষ্ট। দূরাগত। কুয়াশার আস্তরণে ধাক্কা খেয়ে তা যেন সবদিক দিয়েই আসছে।

—ক্রুগার···। আমি ব্রেণ্ট। শুনতে পাচ্ছ ?

—শুনতে পাচ্ছি ক্রুগার।

—ওরা দুজন আছে। প্রথম গলাটা চেঁচিয়ে বলল। —একটা কালো আর একটা সাদা। বেলাভূমির দিকে গেছে। সবাইকে ছড়িয়ে দাও। দেখতে পেলেই গুলি করবে।

—আমার কাছাকাছি থাক। জেমি ফিসফিস করে বলল বণ্ডাকে।

বণ্ডা তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ ?

—এখান থেকে বেরিয়ে যাব। জেমি কম্পাসটা মুখের কাছে ধরল। খুব অস্পষ্টভাবে সেটাকে সে দেখতে পাচ্ছিল। যতক্ষণ না কম্পাসটা পূর্বদিক নির্দিষ্ট করল ততক্ষণ সে ঘুরতে থাকল। —এই দিকে।

—দাঁড়াও। আমরা হাঁটতে পারি না। কোন কুকুর বা প্রহরীর সঙ্গে ধাক্কা নাও লাগে তবে—ল্যাণ্ডমাইন ।

—তুমি তো বলেছ একশ গজ দূর থেকে ল্যাণ্ডমাইন শুরু হয়েছে। তবে চল।

ধীরে ধীরে টলমল পায়ে তারা মরুভূমির দিকে এগোন শুরু করল। যেন অন্ধ লোক—অপরিচিত জায়গার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। কয়েক ফুট করে এগিয়েই জেমি কম্পাসটা লক্ষ্য করে। তারপর যখন তার মনে হল যে একশ গজের মত তারা এসে গেছে তখন থেমে গেল। —এখান থেকেই বোধহয় মাইনগুলো শুরু হয়েছে। কিভাবে এগুলো সাজানো হয়েছে তাকি তুমি জান, বণ্ডা ? সাহায্যে লাগতে পারে—এমন কিছু কি তুমি মনে করতে পার ?

প্রার্থনা। মাইনগুলো সারামাঠে ছড়িয়ে আছে। মাটির ছ' ইঞ্চি নীচে।

দূরাগত শব্দগুলো ভেসে আসছে তখনও।

ক্রুগার ! কথাবার্তা বলে যোগাযোগ রাখ।

ঠিক আছে ব্রেণ্ট।

জেমি মরিয়া হয়ে পালাবার পথে সন্ধান করা শুরু করল। কুয়াশা সরে গেলেই তাদের গুলি খেয়ে মরতে হবে। অথচ এই মাইনের ওপর দিয়ে যাওয়া

মানেই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মাইনগুলো কিভাবে কাজ করে ?

আশি পাউণ্ডের বেশী চাপ পড়লেই ওগুলো বিস্ফোরিত হয়। সেইজন্যে কুকুরগুলোর কিছু হয় না।

জেমি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বলল, বণ্ডা, আমি এখান থেকে পালাবার একটা উপায় বার করতে পারি। আমি সফল নাও হতে পারে। তুমি কি আমার সঙ্গে জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে রাজী ?

তোমার মতলবটা কি ?

আমরা বুকে হেঁটে এই প্রান্তরটা অতিক্রম করব। তাহলে আমাদের শরীরের ওজন ভাগ হয়ে বালিতে ছড়িয়ে পড়বে।

—হে ভগবান। তোমার সঙ্গে কেপটাউন থেকে আসাটাই পাগলামী হয়েছিল।

যাবে কি ?

অন্য উপায়ও তো কিছু রাখনি।

তবে চল। জেমি লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। যখন এগোবে, জেমি ফিসফিস করে বলল, হাত বা পায়ের চাপ না দিয়ে সারা দেহটার সাহায্যে এগোবার চেষ্টা করবে।

কোন উত্তর এল না। বণ্ডা জীবন বাঁচাবার একাগ্রতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বুকে হেঁটে তারা এগোতেই থাকল। ইঞ্চি ক্রমশঃ গজে, গজ ক্রমশঃ মাইলে পরিণত হল। সময়ের ধারনা তাদের মন থেকে মুছে গেছে। তারা জানে না কতক্ষণ ধরে এইভাবে এগিয়ে চলেছে। মাথাটা বালির কাছাকাছি নীচু করে রাখতে তারা বাধ্য হয়েছিল ; ফলে, তাদের চোখ, কান, নাক বালিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রহরীদের দূরাগত স্বর তখনও ভেসে আসছিল, ক্রুগার·· ব্রেণ্ট·· ক্রুগার·· ব্রেণ্ট·· ।

কয়েক মিনিট পর পরই তারা বিশ্রাম নেবার জন্যে থেমে কম্পাসটা দেখে নিচ্ছিল। দ্রুত এগোবার বাসনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেও তারা ধীরে ধীরেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে বড় লোমওলা একটা কিছু জেমির ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেমি বুঝতে পারল একটা বড় এ্যালসেসিয়ান কুকুর তার হাত কামড়িয়ে ধরেছে। হীরের পুঁটলীটা ছেড়ে দিয়ে সে কুকুরটার চোয়াল ফাঁক করার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা হাতে সুবিধে হচ্ছিল না। কুকুরটার কামড় ক্রমশঃ গভীর হয়ে বসছিল। জেমির মনে হল সে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। সেই মূহূর্তে জেমি একটা ভোঁতা ঠক করে শব্দ শুনল—তারপরে আরও একটা শব্দ। কুকুরটার চোয়াল ঢিলে হয়ে চোখদুটো উলটিয়ে গেল। যন্ত্রণার আচ্ছন্নতার মধ্যেও জেমি দেখতে পেল যে বণ্ডা হীরের পুঁটলীটা দিয়ে দিয়ে কুকুরটার মাথায় আঘাত করছে। শেষ পর্য্যন্ত কুকুরটা একটা মাত্র অস্ফুষ্ট শব্দ করে স্থির হয়ে গেল।

ঠিক আছে? বণ্ডা উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করল।

জেমি কথা বলতে পারছিল না। যন্ত্রনার ঢেউটা কমবার আশায় সে চুপ করে পড়ে রইল। বণ্ডা তার পাতলুন থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে তার হাতটা বেঁধে দিল যাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আমাদের এগোতে হবে। এই একটা ছাড়া আরও কুকুর ধারে কাছে থাকতে পারে। বণ্ডা সাবধান করল জেমিকে।

জেমি ঘাড় নেড়ে হাতের দপদপে যন্ত্রণাটাকে অস্বীকার করে দেহটাকে আবার প্রসারিত করল। এগোতে এগোতে এমন একটা সময় এল যখন তাদের কারোরই এক ইঞ্চি এগোবার শক্তি রইলো না। তারা চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল।

জেমি চোখ মেলে আবিষ্কার করল যে তারা হীরের প্রান্তরের প্রবেশ মুখের গেটের কাছে পৌছে গেছে। কুয়াশাও ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে; বণ্ডার কথামত উঁচু টাওয়ার আর কাঁটা তারের বেড়াও রয়েছে। জনা ষাটেকের এক কৃষ্ণকায় মজুর দল গেটের দিকে এগোচ্ছে। তাদের সিফট শেষ হয়ে গেছে। অন্য সিফটের লোকেরা আসছে। জেমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বণ্ডাকে জাগিয়ে তুলল।

অবিশ্বাস্য।

আমরা প্রায় পার হয়ে এসেছি। পুঁটলীটা আমার হাতে দাও আর আমাকে অনুসরণ কর। জেমি বলল।

গেটের বন্দুক হাতে প্রহরীরা বুঝতে পারবে যে আমরা এখানকার নই।

এবং সেটাই আমি চাইছি। জেমি বলল।

আসা যাওয়া দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে জেমি আর বণ্ডা গেটের কাছে গিয়ে হাজির হল। দুজন লম্বা চওড়া বন্দুকধারী প্রহরী সিফট শেষ করা মজুরদের একটা কুঁড়ের দিকে তাড়াচ্ছিল। সেখানে তাদের উলঙ্গ করে তল্লাসী করা হবে। জেমি জামার পুঁটলীটা আরও শক্ত করে ধরে ভিড় ঠেলে একটা প্রহরীর কাছে এগিয়ে গেল। — আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার। এখানে একটা কাজের জন্যে আমরা কার সঙ্গে দেখা করব ?

বণ্ডা একদৃষ্টে ভীত চোখে তাকিয়ে রইল।

প্রহরীটা জেমির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এই বেড়ার ভেতরে কি সর্বনাশ করতে তুমি ঢুকেছ ?

আমরা কাজ খুঁজতে এখানে এসেছি। শুনেছিলাম, একটা প্রহরীর কাজ খালি আছে আর আমার চাকরটা হীরে খোঁজার কাজও জানে। তাই···।

প্রহরীটা দুটো ভিখিরীর মত হতচ্ছাড়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে হুংকার দিল, দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

প্রতিবাদ করে জেমি বলল, আমরা বাইরে যাব না। আমরা কাজ চাই। শুনেছিলাম যে ··।

এটা নিষিদ্ধ এলাকা, মিষ্টার। সাইনবোর্ডটা কি দেখনি ? এখান থেকে দূর হও দেখি। বলে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড় গরুর গাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করল। সেই গাড়ীটায় সিফট শেষ করা মজুরদের ভর্তি করা হচ্ছিল। —গাড়ীটা করে নোল্লথ বন্দরে চলে যাও। যদি কাজ চাও তাহলে ওখানে কোম্পানীর অফিসে দরখাস্ত করতে হবে।

ও, ধন্যবাদ স্যার। জেমি বণ্ডাকে ইশারা করে মুক্তির গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রহরীটা তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে বলল, বোকা বেল্লিক কোথাকার।

দশ মিনিট পরেই জেমি আর বণ্ডা পোর্ট নোল্লথ অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। তারা সঙ্গে করে যা হীরে নিয়ে যাচ্ছিল—তার দাম হবে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুন্দরভাবে মানানসই দুটো পিঙ্গলবর্ণের ঘোড়ায় টানা দামী গাড়ীটা ক্লিপ-ড্রিফটের ধূলি ধূসরিত প্রধান পথ দিয়ে এগিয়ে চলল। লাগাম ধরেছিলেন একজন পাতলা খেলোয়াড়-সুলভ চেহারার ভদ্রলোক। তাঁর মাথার সব চুল তুষার শুভ্র—দাড়ি আর গোঁফও সাদা। তাঁর পরণে ছিল কেতাদুরস্ত ধূসর বর্ণের স্যুট জামাটা কোঁচকালো গলবন্ধে একটা হীরের টাইপিন। মাথায় ধূসর বর্ণের টুপি এবং তাঁর কড়ে আঙ্গুলে ছিল ঝকঝকে এক হীরের আংটি। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি এই শহরে নবাগত। কিন্তু তিনি তা নয়।

এক বছর আগে জেমির এই শহর ছেড়ে চলে যাবার পর জায়গাটা অনেক পালটিয়ে গেছে। সনটা ১৮৮৪। তাঁবু থেকে জায়গাটা ক্রমশঃ একটা শহরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে! কেপটাউন থেকে হোপটাউন পর্য্যন্ত রেলপথ হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে ক্লিপড্রিফট পর্য্যন্ত একটা শাখা লাইনও তৈরী হয়েছে। এরই ফলে জায়গাটায় নতুন অধিবাসীদের জোয়ার এসেছে। জেমি যতদূর মনে করতে পারে তার চেয়েও শহরটায় ভীর বেশী হয়ে গেছে। তবে লোকগুলোকে ভিন্ন বলে মনে হয়। জায়গাটায় এখনও যথেষ্ট হীরক সন্ধানী রয়ে গেছে। তবু অনেক ব্যবসায়ী পোষাক পরা এবং সুসজ্জিত মহিলাদের দোকানে ঢুকতে এবং বেরুতে দেখা যাচ্ছে। ক্লিপড্রিফট কিছুটা সম্ভ্রান্ততা অর্জন করেছে।

জেমি তিনটে নাচঘর এবং আধ ডজন নতুন সেলুন পার করে গেল। অধুনা তৈরী একটা গির্জা একটা নাপিতের দোকান আর 'গ্র্যাণ্ড' নামে একটা নতুন হোটেলের পাশ দিয়ে ও গাড়ি চালিয়ে গেল। তারপর একটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে থেমে অবহেলায় গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ঘোড়ার লাগামটা একটা স্থানীয় ছেলের হাতে ছুঁড়ে দিল।—ঘোড়াদুটোকে জলপান করাও।

জেমি ব্যাংকে ঢুকে উঁচু গলায় ম্যানেজারকে বলল, আমি আপনার ব্যাংকে এক লাখ পাউণ্ড জমা করতে চাই।

* * *

জেমি যেমন আশা করেছিল কঠিন তেমনি দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সাণ্ডোনার সেলুনে ঢোকার মধ্যেই তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সেলুনের ভেতরটার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সেলুনটায় ভিড ছিল এবং জেমি বারের দিকে এগিয়ে যাবার সময় অনেক চোখ তাকে অনুসরণ করা শুরু করল। স্মিট আপ্যায়নমূলক হাসি হাসল, আপনার কি পছন্দ স্যার ? স্মিটের মুখে তাকে চিনতে পারার কোন অভিব্যক্তিই নেই।

হুইস্কি। সবচেয়ে ভাল যেটা আছে।

ঠিক আছে; স্যার। হুইস্কিটা ঢালতে ঢালতে সে প্রশ্ন করল, শহরে কি আপনি নতুন এসেছেন ?

হ্যাঁ।

যাবার পথে হয়ে যাচ্ছেন, তাই কি ?

বারটেণ্ডারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—এর থেকে ভাল শহর পাবেন না। টাকাওলা লোক এখানে ভাল ভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারে।

সত্যি ? কিন্তু কেমন করে ?

স্মিট ঝুঁকে পডল। তার গলার স্বর ষড়যন্ত্রকারীদের মত হয়ে উঠল, এই শহরটা যে চালায় তার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তিনি বার কাউন্সিলের সভাপতি এবং নাগরিক কমিটির প্রধান। দেশের এই অঞ্চলের তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণমানুষ। তার নাম সলোমন ভ্যানডার মারে।

জেমি এক চুমুক পান করে বলল, কই তার নাম তো শুনিনি।

রাস্তার ওধারে সবচেয়ে বড় জেনারেল স্টোর্সটার তিনি মালিক। তিনি আপনার সঙ্গে কোন ভাল বোঝাপড়ায় আসতে পারেন। তার সঙ্গে দেখা করাটা আপনার সময়ের পক্ষে মূল্যবানই হবে।

জেমি আর এক চুমুক পান করে বলল, তাকে এখানে আসতে বলতে পার।

স্মিট জেমির আঙ্গুলের বড় হীরের টাইপিনটা একবার দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে স্যার আপনার নাম ?

ট্রাভিস। আইয়ান ট্রাভিস।

ঠিক আছে, স্যার। আপনি পান করুন। মনে করুন এটা নিজের বাড়ী। আমি আসছি। সেলুনের সবাই তাকে লক্ষ্য করছে। এখান থেকে লোক ধনী হয়ে গেছে। কিন্তু কোন ধনীকে তারা ক্লিপড্রিফটে আসতে দেখেনি। এটা তাদের একরকম নতুন অভিজ্ঞতা।

পনের মিনিট পরে ভ্যানডারকে সঙ্গে নিয়ে স্মিট ফিরে এল। ভ্যানডার জেমির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সলোমন ভ্যানডার মারে।

আইয়ান ট্রাভিস।

জেমি ভ্যানডারের মুখে পরিচিতের ভাব ফুটে ওঠবার জন্যে অপেক্ষা করল। কিন্তু সে রকম কোন ভাবই দেখা গেলো না। অর্থাৎ চিনতেই পারে নি।

আমি শুনলাম, আপনি নতুন বিনিয়োগ করার রাস্তা খুঁজছেন।

সম্ভবতঃ।

আমি কিছু সাহায্য করতে পারব। তবে সাবধান হতে হবে। এই শহরে অনেক অসাধু লোক রয়েছে।

জেমি তার দিকে তাকিয়ে বলল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তারা আছে।

যদি মনে না করেন, কত টাকা লগ্নী করতে চান ?

ও। শুরুতে এক লাখ পাউণ্ডের মত। তাচ্ছিল্যময় স্বরে জেমি কথা গুলো বলে লক্ষ্য করল যে ভ্যানডারের ঠোঁট ভিজে গেছে। তারপরে আরও তিন চার লাখ পাউণ্ড।

বা। ভাল হবে। খুব ভালই হবে। সঠিক নির্দেশমত চললে আপনি ভাল লাভ করতে পারবেন। আপনার কি কোন ধারনা আছে কিসে আপনি টাকাটা বিনিয়োগ করতে চান ?

আমার মনে হয় এখানে একটু ঘুরে টুরে দেখি কোন বিষয়টা ভাল হবে।

সাধুর মত ভ্যানডার বললেন, সেটা তো খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। সম্ভবতঃ আপনি আজ রাতে আমার ওখানে নৈশ ভোজ করতে রাজী হবেন। আমার মেয়ে চমৎকার রাঁধে। ওখানে বসেই আমরা আলোচনা করতে পারি। আপনাকে পাওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে।

জেমি হাসল, আমিও নিশ্চয় খুশী হব, মিঃ ভ্যানডার মারে। মনে মনে জেমি ভাবল, আমি যে কত আনন্দিত হব তা তোমাব ধারনাই নেই।

শুরু হয়েছে।

*　　　*　　　*

হীরের খনি থেকে কেপ টাউনে ফিরে যাওয়াটা ঘটনাহীন। জেমি প্লেইন স্ট্রীটের রয়্যাল হোটেলে গিয়ে উঠল। জেমি বণ্ডাকে তার সঙ্গে থাকবার জন্যে

অনুরোধ জানাল।

বণ্ডা, তার সুন্দর সাফা দাঁত বার করে হেসে বলল, জেমি, জীবনটা তোমার কাছে বৈচিত্রহীন। কিছু উত্তেজনার খোরাক জোগাড় করার জন্যে আমায় কোথাও যেতে হবে।

তুমি এখন কি করবে?

আমি একটা খামার কিনব। একটা বউ জোগাড় করব যাতে অনেকগুলো ছেলেপুলের বাপ হতে পারি।

বেশ, চল কোন হীরে ব্যবসায়ীর কাছে যাই। তোমার হীরের অংশটা দিয়ে দিই।

না। বণ্ডা বলল, আমি ওসব চাইনা।

জেমির কপাল কুঁচকে গেল।—কি বলছ তুমি? অর্ধেক হীরে তোমার। তুমি লক্ষপতি।

না। আমার চামড়ার দিকে তাকাও জেমি। আমি যদি লক্ষপতিও হয়ে যাই—তবু আমার জীবনের এক পয়সাও দাম হবে না।

তুমি কিছু হীরে লুকিয়ে রাখতে পার—তুমি··।

একটা খামার আর বউ আমার দরকার আর দুটো বলদ কেনার মত টাকাই কেবলমাত্র চাই। বাকি সবটাই তোমার।

অসম্ভব। তুমি তোমার অংশ আমায় দিয়ে দিতে পারনা।

হ্যাঁ। পারি, জেমি। কারণ, তুমি আমায় সলোমন ভ্যানডার মারেকে দেবে বলে।

জেমি দীর্ঘ সময়ের জন্যে বণ্ডার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তাহলে আমি বিদায় জানাচ্ছি, বন্ধু।

দুজনে করমর্দন করল।

আবার আমাদের দেখা হবে। তখন আরও রোমাঞ্চকর কোন কিছু করার কথা চিন্তা করা যাবে।

বণ্ডা পকেটে তিনটে মাত্র ছোট হীরে সাবধানে রেখে চলে গিয়েছিল।

* * *

জেমি কুড়ি হাজার পাউণ্ডের একটা ব্যাংক ড্রাফট তার বাবা মার নামে

পাঠিয়ে দেবার পর একটা সুন্দরতম গাড়ী কিনে ক্লিপড্রিফটের পথ ধরেছিল। প্রতিশোধ নেবার সময় এসে গেছে।

*   *   *

মিঃ ট্রাভিস। স্বাগতম।

ধন্যবাদ মিঃ · । আপনার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

ভ্যানডার মারে। সলোমন ভ্যানডার মারে। ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। ওলন্দাজী নাম মনে রাখা একটু কষ্টকর। আসুন নৈশভোজ প্রস্তুত।

মার্গারেট, ইনি আমাদের অতিথি—মিঃ ট্রাভিস।

হঠাৎ খদ্দের আসার ঘণ্টা বাজতে ভ্যানডার বললেন, মিঃ ট্রাভিস। ক্ষমা করবেন। আমি এক্ষুনি আসছি।

মার্গারেট একবছরেই যেন যুবতী নারীতে পরিণত হয়ে গেছে।

একটু পরেই ভ্যানডার আবার ফিরে এলেন এবং খাবার পরিবেশন করা শুরু করলেন।—ক্লিপড্রিফট মহা সুযোগশালী জায়গা, মিঃ ট্রাভিস।

আমি দেখতে চাই।

যদি কিছু মনে না করেন, মিঃ ট্রাভিস। আপনি এত সৌভাগ্যশালী কিভাবে হলেন?

বাবার সম্পত্তি পেয়েছি।

আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের দেখা হয়েছে। আমার লাভজনক কিছু ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আপনার টাকা দ্বিগুন হয়ে যাবে।

আমি শুনেছি যে ক্লিপড্রিফটের আশপাশ খুব আকর্ষনীয়। এটা কি খুব জবরদস্তির ব্যাপার হবে যদি বলি, আপনার মেয়ে আগামীকাল আমাকে চারপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবে?

ভ্যানডার চিন্তাগ্রস্ত ভাবে বললেন, আমি জানিনা। সে ।

ভ্যানডারের লৌহ নিয়ম হচ্ছে কোন লোককে তিনি তার মেয়ের সঙ্গে একা হতে দেবেন না। তাই তিনি ভাবলেন, অবশ্য মিঃ ট্রাভিসের ক্ষেত্রে নিয়মটার ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।—মার্গারেট তুমি কি কাল অতিথিকে চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখতে পারবে?

যদি আপনি সেইরকম আদেশ করেন। শান্তস্বরে মার্গারেট বলল।

সুচারু পোষাক পরিহিত লম্বা অতিথিটি চলে যাবার পর মার্গারেট আচ্ছন্নের মত ডিসগুলো পরিষ্কার করল।—আমার এরকম মনে হচ্ছে কেন? দোকানে এরকম শয়ে শয়ে পুরুষের মুখোমুখি হয়েছে সে—কিন্তু কই? নিজেকে এরকম বোকা বোকা লাগেনি। অবশ্য ট্রাভিস তার দিকে যেমন ভাবে তাকিয়েছেন তারা কেউ ঠিক সেইরকম ভাবে তাকায় নি। —পুরুষদের মধ্যে শয়তান বাস করে। তাদের আমি আমার পবিত্রতাকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেবোনা।

বাবার কথা মনে পড়ল মার্গারেটের। রাতে তার ছোট্ট কুঠুরীর মত শয়ন কক্ষের দেওয়ালে ঝোলান গোল আয়নাটায় নিজের মুখটা নিরীক্ষণ করল মার্গারেট। সে যে দেখতে সুন্দরী নয় এ সম্বন্ধে তার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। তবে তাকে আকর্ষণীয় দেখতে। সুন্দর চোখ, সুন্দর দেহ। আইয়ান ট্রাভিস তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন! আস্তে আস্তে সে পোষাক খুলতে শুরু করে কল্পনা করল আইয়ান ট্রাভিস যেন ঘরের মধ্যে থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকে গিলছে। ক্রমে হস্তমৈথুন শুরু করল মার্গারেট। এক সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রাভিসের নাম স্মরণ করে বিছানায় আশ্রয় নিল।

জেমি তার গাড়ীতে সারা সকাল মার্গারেটকে নিয়ে ঘুরে বেড়াল। মার্গারেটের মধ্যে এমন একটা উষ্ণতা আর সরল বন্ধুত্বের ভাব জেগে উঠেছিল যা সে তার বাবার সঙ্গে থাকলে তার ভেতরটা দেখা যায় না।

সন্ধ্যের দিকে জেমি আর মার্গারেট ফিরল। দোকানের সামনে গাড়ী থামিয়ে জেমি বলল, আজ নৈশভোজে যোগদান করার জন্যে আপনি আর আপনার বাবা যদি আমার হোটেলে আসেন তাহলে নিজেকে খুব বাধিত বোধ করব।

মার্গারেট রাঙ্গা হয়ে উঠল।—বাবাকে জিজ্ঞাসা করব। আশা করি তিনি হ্যাঁ বলবেন। একটা সুন্দর দিনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ ট্রাভিস। কথাটা শেষ করে মার্গারেট ছুটে পালাল।

নিউ গ্র্যাণ্ড হোটেলের বড় চৌকা ভোজনকক্ষে তিনজন নৈশভোজে বসল।

ভোজনকক্ষের ভিড দেখে ড্যানডার গজগজ করলেন, আমি বুঝতে পারি না লোকে এত খরচা করে কি করে ?

জেমি মেনুটা হাতে নিয়ে দেখল। এ'কটা ষ্টিকের দাম এক পাউণ্ড দশ শিলিং। একটা আলু চার শিলিং। এক টুকরো আপেল পাইয়ের দাম দশ শিলিং।

ডাকাত এবা। অভিযোগ করলেন ড্যানডার।

জেমি লক্ষ্য করল, সবচেয়ে দামী খাবারটার অর্ডার দিলেন কিন্তু ড্যানডার। মার্গারেট একটা সাদামাটা স্যুপের অর্ডার দিল। সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে খেতেই পারছিলনা।

আমার নৈশভোজের দাম দেবার সঙ্গতি আছে। জেমি খোঁচা দিয়ে বলল, আপনার যা খুশী তাই অর্ডার দিন না কেন।

লজ্জিত হল মার্গারেট। বলল, ধন্যবাদ। আসলে আমার খিদে নেই।

আজ আকর্ষণীয় কিছু দেখলেন কি ? ড্যানডার প্রশ্ন করলেন।

না। বিশেষ কিছুই নয়।

ড্যানডার ঝুঁকে পড়ে বললেন, আমার কথা খেয়াল করে রাখবেন, স্যার। জগতের মধ্যে এই জায়গাটা খুব দ্রুত উন্নতি করতে চলেছে। এখানে লগ্নী করাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। নতুন রেলপথ এই জায়গাটাকে দ্বিতীয় কেপ-টাউনে পরিবর্তিত করতে চলেছে। সিদ্ধান্ত নেবার কিছু নেই অবশ্য। তবে একটা স্বর্ণ সুযোগ আপনার হাতছাড়া হয়ে যাক এও আমি চাই না।

বোধ হয় আমি তাড়াহুড়ো করছি। মার্গারেট, আপনি কি জায়গাগুলো কালও একবার ঘুরিয়ে দেখাতে পারবেন ?

ড্যানডার প্রতিবাদ করতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেললেন। ব্যাংকার থোরেনসনের কথাটা তাঁর মনে পডল। লোকটা ব্যাংকে ঢুকে পড়ে নির্বিকার চিত্তে এক লক্ষ পাউণ্ড জমা দিয়ে দিল। আর বলেছে যে আরও টাকা নাকি আসছে।

লোভ ড্যানডারকে জয় করল। তিনি বললেন, নিশ্চয় পারবে বইকি।

* * *

আজ জেমি উল্টো দিকে চলল, নতুন উন্নতি আর নতুন নতুন বাড়ী ঘরদোরের সব উত্তেজক দৃশ্য। জেমি ভাবল, এ অঞ্চলে যদি খনিজের আবিষ্কার চলতেই থাকে—এবং তা যে চলবে এমন ভাবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে।--তাহলে এখানে সোনা বা হীরের চেয়েও বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা থেকে আরও বেশী টাকা রোজগার করা সম্ভব। ক্লিপড্রিকটের চাহিদা হবে আরও বেশী। ব্যাংক, হোটেল, সেলুন, বেশ্যাবাড়ী ·। অনন্ত তালিকা··। এবং সুযোগও অনন্ত · ।

জেমির খেয়াল হল যে মার্গারেট তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।— কোন অসুবিধা? জেমি প্রশ্ন করল।

না-না। চট করে মার্গারেট মুখ ঘুরিয়ে নিল।

জেমি মার্গারেটকে পর্য্যবেক্ষন করল। তার উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করল। মার্গারেট তার সান্নিধ্য এবং পুরুষাকার সম্পর্কে সজাগ। সে তার মনোভাব বুঝে নিল।— মার্গারেট পুরুষহীন এক স্ত্রীলোক।

দুপুরবেলায় জেমি প্রধান রাস্তা ছেড়ে নদীর পাড়ে একটা গাছপালায় ছাওয়া জায়গায় গিয়ে একটা বাওবাব গাছের তলায় থামল। হোটেল থেকে সে খাবার দাবার বেঁধে নিয়ে এসেছে। মার্গারেট একটা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে ঝুড়ি থেকে খাবারগুলো বার করে সাজাল।—একে রীতিমত ভোজ ·। আমার মনে হয় আমি এত সবের যোগ্য নই। মিঃ ট্রাভিস।

তুমি আরও অনেক বেশী কিছুর যোগ্য।

মার্গারেট ফিরে দাঁড়িয়ে খাবার গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জেমি দুহাতের ভেতর তার মুখটা নিয়ে বলল, আমার দিকে তাকাও।

ও। না। মার্গারেট কাঁপছিল।

তাকাও।

ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে জেমির চোখের দিকে তাকাল। জেমি তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে—তাকে আরও নিঃশেষিত করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে মার্গারেট কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, হে ঈশ্বর, কখনই নয়। আমরা নরকে যাব তাহলে।

স্বর্গে যাব।

আমার ভয় করছে।

ভয় পাবার কিছু নেই। আমার চোখ দুটো তোমার ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। তুমি চাইছ যে আমি আদর করি। আমি তাই করছি। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই—কারণ, তুমি আমার। বল, মার্গারেট, বল,—আমি আইয়ানের।

আমি আইয়ানের…।

জেমির ঠোঁট আবার মার্গারেটের ঠোঁটের ওপর। সে তার ব্রার হুক খোলা শুরু করল…মুহূর্তের মধ্যে নগ্ন হয়ে গেল মার্গারেট। জেমি ধীরে ধীরে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।…কুমারীত্ব থেকে পরিণতা স্ত্রীতে পরিবর্তিত হতে হতে মার্গারেট যেন নিজেকে আরও সজীব বলে অনুভব করল। এই উত্তেজক অনুভবত্ব তার জীবনে এই প্রথম। দ্বিতীয়বার আবার তারা মিলিত হল আসঙ্গ লিপ্সায়। দ্বিতীয়বারের অনুভবত্ব প্রথম বারের চেয়ে আরও মধুর আরও রমনীয়। মার্গারেট ভাবল, আমি এই লোকটাকে যত ভালবাসি সেই রকমভাবে কোন মেয়ে আর কোনও পুরুষকে ভালবাসতে পারেনা।

*　　　*　　　*

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জেমি সাণ্ডোনার সেলুনে বসে ভ্যানডারকে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানকার সম্ভাবনা আমার চিন্তার চেয়েও বেশী।

আমি জানতাম, আপনার মত বুদ্ধিমান এটা বুঝতে পারবে।

আপনি আমায় ঠিক কি করতে বলেন?

ভ্যানডার চারদিকে দেখে নিয়ে গলার স্বর নীচু করে বললেন, আজই আমি খবর পেলাম যে পিনেলের উত্তরে একটা নতুন বড় হীরক ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দশটা খনি। আমরা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারি। আপনি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেবেন আমিও পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেব। রাতারাতি আমরা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড রোজগার করতে পারব। কি ভাবছেন?

জেমি সঠিক ভাবেই ভাবছিল যে ভাল খনিগুলো ভ্যানডারের ভাগ্যে যাবে—খারাপগুলো তার ভাগ্যে। এছাড়াও, জেমি তার জীবনটাই বাজি ধরে বলতে পারে যে ভ্যানডার প্রকৃতপক্ষে এক পয়সাও লগ্নী করবেন না।

বেশ ভাল মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। ক'জন হীরক সন্ধানী এর সঙ্গে জরিয়ে?

দুজন।

এত টাকা কেন লাগবে?

বা! বেশ বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছেন। কারণ, ঐ দুজন তাদের আবিষ্কারের মূল্য জানে—অথচ খনি চালু করার টাকা তাদের নেই। তাইতো এর মধ্যে আমরা এসে পড়ছি। আমরা দুজনে তাদের এক লক্ষ পাউণ্ড দেব। তারা মাত্র কুড়ি শতাংশ খনির অংশ রাখতে পারবে।

জেমি নিশ্চিত যে দুজন হীরক সন্ধানীকে তাদের হীরে বা টাকা উভয়দিক দিয়েই ঠকান হবে এবং সবটা ভ্যানডারের গর্ভে প্রবেশ করবে।

আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।—খবরটা ফাঁস হয়ে যাবার আগেই।

আমরা সুযোগটা হারাতে চাইনা।

ভ্যানডার জানালেন,—চিন্তা করবেন না। আমার চুক্তিপত্র এখনই তৈরী করা হয়ে আছে।

নিশ্চয় আফ্রিকান ভাষায়। জেমি ভাবল।

জেমি যখন পরের দিনও মার্গারেটকে তাকে গ্রামাঞ্চলের দিকে ঘোরাতে নিয়ে যাবার কথা বলল—নতুন অংশীদারকে খুশী রাখবার জন্যে ভ্যানডার আপত্তি করলেন না। মার্গারেটও যেন প্রতিদিন আরও বেশী করে জেমিকে ভালবাসতে শুরু করেছিল। জেমিই হচ্ছে শেষ মানুষ যার কথা সে রাতে বিছানায় চোখ বোঁজার সময় চিন্তা করে—আর জেমিই হচ্ছে সেই লোক যার কথা সে চোখ খুলেই প্রথম মনে করে।

পুনঃপুনঃ মিলনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল মার্গারেট। সে জানে, জগতে দু জাতের মেয়েছেলে আছে। সৎ আর বেশ্যা। সৎ মেয়েরা বিয়ের আগে কোন পুরুষকে নিজেদের খুশী করতে দেয় না। তাই সেদিন ভাল্ নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় সে জেমিকে বলল, বিয়ের সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?

জেমি জোরে হাসল, আমি তো তাই চাই, মার্গারেট। তাই চাই।

মার্গারেট হাসিতে যোগ দিল। তার জীবনে এটাই চরমতম সুখের মুহূর্ত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জেমি স্যাণ্ডোনার সেলুনে গেল। স্মিট বারের

পেছনে বসে পানীয় সরবরাহ করছিল। জেমিকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ট্রাভিস। আপনাকে কি দেব ?

—আজ পানীয় নয়। পেছনের ঘরে বসে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

—নিশ্চয়। টাকার গন্ধ পেল স্মিট।

পেছনের ঘরে গিয়ে স্মিট বলল, বলুন, স্যার। আপানাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

—তোমাকেই আমি সাহায্য করতে এসেছি, স্মিট।

—আ—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মিঃ ট্রাভিস।

—ট্রাভিস নয়। নামটা হচ্ছে জেমি ম্যাকগ্রেগার। মনে পড়ে এক বছর আগে তুমি আমায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে।

—আমি ঠিক '

চুপ করে থেকে আমার কথা শোন। চাবুকের মত জেমির কণ্ঠস্বর যেন আছড়িয়ে পড়ল। —আমি এখনও বেঁচে আছি। এবং ধনী। তোমার এই জায়গাটার সঙ্গে তোমাকেও পুড়িয়ে মারার জন্যে লোক জোগাড় করার পক্ষে যথেষ্ট ধনী। তুমি ভ্যানডারের কাছে হীরক সন্ধানীদের পাঠাও যাতে তিনি তাদের ঠকাতে পারেন, তাই কিনা ? তোমায় কত টাকা দেন ?

—শতকরা দু ভাগ। বাধ্য হয়ে স্মিট বলল।

—আমি তোমাকে শতকরা পাঁচ ভাগ দেব। এবার থেকে সম্ভবনাময় হীরক সন্ধানীরা এলে তাদের আমার কাছে পাঠাবে। আমি তাদের ওপর টাকা লগ্নী করব। তফাৎটা হবে, তারা তাদের সঠিক অংশ পাবে—তুমিও। তুমি কি ভাবছো, ভ্যানডার তোমাকে সঠিকভাবে শতকরা দু ভাগ দেন ? তুমি একটা গাধা।

—ঠিক আছে মিঃ ট্রা মিঃ ম্যাকগ্রেগার। আমি বুঝতে পেরেছি।

জেমি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সবটা বোঝনি। তুমি ভাবছ যে কথাটা ভ্যানডারকে বলে দুতরফেই টাকা কামাবে। এতে একটাই মাত্র বিপদ রয়েছে। ফিসফিস করে জেমি বলল, তুমি যদি তাই কর, তাহলে জেনে রেখ, তুমি মারা গেছ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জেমি পোশাক পড়ছিল—তখনই দরজায় ঠকঠক শব্দটা শোনা গেল।

দরজাটা খুলতেই দেখা গেল মার্গারেট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— ভেতরে এস, ম্যাগি। কোন দুঃসংবাদ ?

মার্গারেট এই প্রথম তার হোটেলের ঘরে এল। সারারাত ধরে জেগে জেগে সে ভেবেছে, কথাটা কেমন করে বলবে ? তার ভয় হচ্ছিল যে কথাটা শুনে জেমি হয়ত আর তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না।

—তোমার সন্তানের জন্ম দিতে চলেছি আমি।

জেমির ভাবলেশহীন মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল মার্গারেট। ভাবল, সে বোধ হয় জেমিকে হারাতে চলেছে। কিন্তু হঠাৎ জেমির এমনই এক আনন্দময় ভাবান্তর ঘটল যে তার সমস্ত সন্দেহ মুছে গেল। জেমি তার হাত ধরে বলল, অপূর্ব। অপূর্ব, ম্যাগি। তোমার বাবাকে কি জানিয়েছ ?

সতর্ক হয়ে মার্গারেট হাত ছাড়িয়ে নিল। — ও—না। তুমি বাবাকে চেন না। তিনি তিনি কখনই ব্যাপারটা বুঝতে চাইবেন না।

জেমি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে বলল, চল, তাকে কথাটা আমরা এখনই জানাব।

—তুমি কি ভাবছ, সব ঠিক হয়ে যাবে, আইয়ান ?

আমি আমার জীবনে অন্য কোন ব্যাপারে এত নিশ্চিত হইনি কখনও।

সলোমন ভ্যানডার বললেন, এই সুন্দর দিনে সবকিছু ঠিক আছে তো ?

জেমি বলল, এর থেকে ভাল হতে পারেনা। আপনার ম্যাগি সন্তান সম্ভবা হয়েছে।

হঠাৎ যেন একটা নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল —আমি আমি। তোতলালেন ভ্যানডার।

—খুব সোজা। আমি ওকে গর্ভবতী করে দিয়েছি।

ভ্যানডারের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।—সত্যি সত্যি বলছ, আইয়ান ? তার

মেয়ে পবিত্র কুমারীত্ব হারিয়ে গর্ভবতী · সারা শহরের লোক হাসবে· ·। ম্যাগি, এখনই তুমি আইয়ানকে বিয়ে করবে।

বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গীকরে জেমি বলল, বিয়ে! এমন একটা বোকালোক যে নিজেকে ঠকতে দিয়েছিল—তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন ম্যাগিকে?

—কি বলছ আইয়ান । আমি এখনও ।

—আমার নাম আইয়ান নয়। আমি জেমি ম্যাগগ্রেগর। আমাকে চিনতে পারছেন না? কর্কশস্বরে জেমি বলল। সে ভ্যানডারের চোখে হতচকিতের দৃষ্টি দেখতে পেল।—অবশ্য পারবেন না। কারণ, সেই ছেলেটা মারা গেছে। তাকে আপনি হত্যা করেছেন। তবু আমি বিদ্বেষ মনে রাখার মত লোক নই। তাই আপনাকে এই উপহারটা দিচ্ছি, ভ্যানডার মারে। আমার বীজ প্রোথিত করেছি আপনার মেয়ের গর্ভে। তুজনকে মুখোমুখী নির্বাক অবস্থায় ফেলে রেখে জেমি বেরিয়ে গেল।

মার্গারেট অবিশ্বাসের বেদনা নিয়ে কথাগুলো শুনল।—ও নিশ্চয় আসলে ওসব কথা বলতে চায়নি। ও তাকে ভালবাসে।

সলোমন ভ্যানডার প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে পডলেন, খানকী। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে ।

মার্গারেট অনড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি ভীষণ ঘটনা ঘটে গেল--তা যেন তার বোধগম্য হচ্ছিল না।—আইযান তার বাবাকে তাঁর কিছু কৃতকর্মের জন্যে দোষারোপ করছিল। কে এই জেমি ম্যাকগ্রেগর? কে? সে কি মনে করতে পারছে?

—চলে যা। ভ্যানডার তার গালে চড মেরে বললেন, তোর মুখ আর কখনও দেখতে চাই না—আমি যতদিন বেঁচে থাকব।

মার্গারেট একবারও পেছন না ফিরে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হতাশায় ডুবে গিয়ে সেখানে দাঁডিয়ে দাঁড়িয়েই ভ্যানডার ম্যাগিকে চলে যেতে দেখলেন। অন্য সবায়ের কলঙ্কী মেয়েদেব ভাগ্যে কি ঘটেছে তা তিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন। তাদের জোর করে গীর্জায় দাঁড় করিয়ে ভৎর্সনা করা হয়েছে। তারপর তাদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। মেয়ের বেশ্যা হয়ে যাবার পরিণতিটুকু যেন তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারছিলেন। দোকান বন্ধ করে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর আর নড়বাব শক্তি ছিল না। তিনি

প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান, তোমার বিশ্বস্ত সেবকের প্রতি এ তোমার কি বিচার ? ও মরে যাক। ওরা দুজনে মরে যাক । ওদের মৃত্যু দাও।

জেমি স্যাণ্ডোনার সেলুনে ঢুকে ঘোষণা করল, সবাই শুনুন। সবাইকে আমি আজ পান করাব।

—কেন ? স্মিট প্রশ্ন করল, নতুন হীরের খনি পাওয়া গেছে কি ?

জেমি হাসল, সলোমন ভ্যানডারের কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে। মিঃ ভ্যানডার মারে চান সবাই যেন তাঁকে উৎসব পালন করতে সাহায্য করেন।

—হে যীশু ! স্মিট আর্তনাদ করল।

--যীশুর এতে করণীয় কিছু নেই। আছে জেমি ম্যাকগ্রেগরের।

শহরের সবাই জেনে গেল যে আইয়ান ট্রাভিস হচ্ছে আসলে জেমি ম্যাকগ্রেগর।--এবং কেমন করে সে ভ্যানডারের মেয়েকে গর্ভবতী করেছে।

সবাই হাসাহাসি শুরু করে দিল।

জেমি স্যাণ্ডোনার সেলুনে বসে পান করতে করতে ভাবছিল যে বণ্ডা এখানে থাকলে ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারত। তার বোনের গর্ভবতী হওয়ার প্রতিশোধ সে নিয়েছে। কিন্তু ভ্যানডারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত তার প্রতিহিংসা স্পৃহা শেষ হবে না। মার্গারেটের জন্যেও তার কোন সহানুভূতি নেই। তার বাবার দুষ্কর্মের সঙ্গে সেও জড়িত। সেও বলেছিল, আমার বাবা তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। সে সব জানে, সেও এক ভ্যানডার। জেমি দুজনকেই ধ্বংস করবে।

স্মিট এগিয়ে এসে বলল, একটা কথা আছে। আমি দুজন হীরক সন্ধানীকে জানি যারা পিনিলে দশটা খনি আবিষ্কার করেছে। তাদের কাজ শুরু করার মত টাকা নেই—তাই এক অংশীদার খুঁজছে তারা।

—এদের কথাই কি তুমি ভ্যানডার মারেকে বলেছিলে ?

—হ্যাঁ, স্যার। আমি আপনার প্রস্তাবের কথা ভেবে দেখেছি। আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই এবার থেকে।

—বেশ বল।

স্মিট বলে চলল

প্রথম দিকে ক্লিপড্রিফটে কালো মেয়েরাই দেহ পসারিনীর কাজ করত : ক্লিপড্রিফটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাদা মেয়েরাও এসে জুটেছে আজকাল।

ক্লিপড্রিফটের উপকণ্ঠে গোটা ছয়েক বেশ্যালয় ছিল। তার মধ্যে ব্রী স্ট্রীটের ম্যাডাম আগনেসের দোতলা কাঠের বাড়ীটাই সম্ভ্রান্ত। বাড়ীউলী ম্যাডাম আগনেসের পুরুষ মানুষ চেনার গর্ব ছিল। কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগর হচ্ছে তার কাছে এক বাঁধা বিশেষ। জেমি প্রায়ই আসত, দুহাতে পয়সা ওড়াত, মেয়েদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করত। তবু যেন সে কেমন ছাড়োছাড়ো দূরের মানুষ—অদ্ভুত ধরনের। তার চোখ দুটোই ম্যাডাম আগনেসকে আকর্ষণ করে। জেমির চোখ দুটো হাল্কা—তলহীন জলাশয়ের মতই ঠাণ্ডা। সে কখনও নিজের বা নিজের অতীত সম্পর্কে গল্প করে না। কয়েক ঘণ্টা আগে ম্যাডাম আগনেস শুনতে পেয়েছেন যে এই হেন জেমি ম্যাকগ্রেগর ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্যানডারের কুমারী কন্যার গর্ভসঞ্চার করেও তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে।

জেমি হোটেলে ফিরে এসে দেখতে পেল যে মার্গারেট তার ঘরে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—এই যে জেমি। ম্যাগির গলার স্বর কেঁপে উঠল।

—তুমি এখানে কি করছ?

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—আমাদের কোন কথা থাকতে পারেনা।

মার্গারেট কাছে এগিয়ে এসে বলল, জানি, তুমি কেন এরকম করছ? তুমি আমার বাবাকে ঘৃণা কর। কিন্তু, তোমার জানা উচিত যে তিনি তোমার যা ক্ষতিই করে থাকুন না কেন—আমি তা জানি না। বিশ্বাস কর। আমাকে ঘৃণা কোর না। আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

জেমি শীতলদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা তোমার সমস্যা। তাই

নয় কি ?

—দোহাই, আমার দিকে ওরকমভাবে তাকিও না। তুমিও আমাকে ভালবাস।

জেমি কোন কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তার চোখে ভাসছিল, সে পারডস্পানে মরতে মরতে গিয়ে পৌঁছেছে। · নদীর তীরের পাথরের চাঁই গুলো সরাচ্ছে · এবং শেষে দৈবক্রমে হীরেগুলো পেয়ে গেছে ·। হীরেগুলো ভ্যানডারের হাতে দেবার পর সে শুনতে পেল, ভ্যানডার বলছেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, খোকা। আমার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই। তুমি আমার হয়ে কাজ করেছ তোমাকে আমি এই শহর ছেড়ে যাবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তারপর সেই নৃশংসভাবে মার খাওয়া শকুনের গন্ধ তার নাকে এসে পৌছোচ্ছে তাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট তার গায়ের মাংস খাবলে নিচ্ছে···।

বহু দূর থেকে সে যেন শুনতে পেল, মার্গারেট বলছে, তোমার কি মনে পড়ছে না ?— আমি তোমার·· তোমাকে আমি ভালবাসি।

নিজের আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে সোজা করে নিল জেমি। —ভালবাসা ? কথাটার কি মানে তা আর সে জানেনা। ঘৃণা ছাড়া ভ্যানডার মারে তার অন্যসব অনুভূতিগুলো কেড়ে নিয়েছেন। ঘৃণা নিয়েই সে বেঁচে আছে। এটাই তার সঞ্জীবনী সুধা—তার জীবন শোনিত। এই ঘৃণাই তাকে হাঙ্গরদের সঙ্গে সংগ্রাম করার সময়, প্রবাল প্রাচীর অতিক্রম করার সময়, নামিব মরুভূমির ল্যাণ্ড মাইনগুলোর ওপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দেবার সময় বাঁচিয়ে রেখেছিল। কবিরা ভালবাসার কথা লিখেছেন। গায়কেরা প্রেমের সঙ্গীত গায়। সত্যি বোধ হয় 'ভালবাসা' বাস্তব জিনিষ। কিন্তু ভালবাসা অন্য লোকেদের জন্যে। জেমি ম্যাকগ্রেগরের জন্যে নয়।

—তুমি সলোমন ভ্যানডার মারের মেয়ে। তুমি তাঁর দৌহিত্র সন্তানকে তোমার গর্ভে বহন করছ। বেরিয়ে যাও।

মার্গারেটের যাবার কোন জায়গা ছিল না। পিতার ক্ষমাও সে পাবে না বলে জানে। তবু হোটেল থেকে বেরিয়ে সে দোকানের দিকে হাঁটল। সে অনুভব করল যে পথচারী সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। তবু সে মাথা উঁচু

করেই হেঁটে গেল। ইতঃস্তত করে নির্জন দোকানের ভেতর পা রাখল।
—বাবা।

—তুই। তাঁর কণ্ঠস্বরের ঘৃণা যেন একটা চড়ের থেকেও তীব্র। মুখে হুইস্কির গন্ধ নিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন, আমি চাই আজ রাতেই তুই এই শহর ছেড়ে চলে যাবি। কোনদিন এমুখো আর হবিনা। একমুঠো টাকা ছুঁড়ে দিলেন ভ্যানডার, দূর হ।

—আমার গর্ভে তোমার নাতি।

—শয়তানের সন্তান।

মার্গারেট অন্ধের মত টলমল পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

—খানকি, টাকাগুলো নিয়ে যা। ভ্যানডার চিৎকার করলেন।

শহরের উপকণ্ঠে একটা সস্তা বোর্ডিং হাউস ছিল। মিসেস ওয়েন নামে এক পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক তার মালকিন। মার্গারেট সেই বোর্ডিং হাউসের দিকে এগোল।

মিসেস ওয়েন শহরের অজস্র মানুষকে নানান বিপদে পডতে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর সামনে দাঁডিয়ে থাকা সতের বছর বয়েসের এই মেয়েটার মত বিপদে পড়তে আর কাউকে তিনি দেখেননি।

—আমার একটা কাজ চাই। মার্গারেট বলল।

—কি কাজ করবে?

—যে কোন কাজ। আমি ভাল রাঁধুনী। আমি টেবিলে খাবার দিতে পারব। বিছানা তৈরী করতে পারব যে কোন একটা কিছু কাজ।

—বেশ। একটা কাজ তোমার দেওয়া যেতে পারে। তবে খাওয়া দাওয়া আর থাকা সমেত মাসে এক পাউণ্ড দুশিলিং এগার পেন্স মাইনে পাবে, চলবে?

—চমৎকার হবে। কৃতজ্ঞস্বরে মার্গারেট বলল।

সলোমন ভ্যানডার এখন কদাচিৎ রাস্তায় বেরোন। তার দোকান প্রায়ই বন্ধ থাকে। খদ্দেররা ধীরে ধীরে অন্য দোকানে চলে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে।

তবু, তিনি প্রতি রবিবার গীর্জায় যান একবার।

ভ্যানডারের ব্যবসা যতই পড়তে থাকল—জেমির ব্যবসার ততই উন্নতি হতে থাকল। এখন হীরে বার করার জন্যে গভীর করে খোঁড়া খুঁড়ির প্রয়োজন হচ্ছিল—তার জন্যে খরচও বেড়ে যাচ্ছিল। আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির দাম যোগানো হীরক সন্ধানীদের সামর্থে কুলোচ্ছিল না। কথাটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল যে জেমি ম্যাকগ্রেগর খরচ পত্র জোগাবে— পরিবর্তে তার খনির অংশ চাই। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জেমির অংশীদারদের কিনে নেওয়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকল। ভূসম্পত্তি, ব্যবসায় আর সোনার পেছনে সে টাকা লগ্নী করল। ব্যবসার ব্যাপারে সে গভীর সততা বজায় রাখতো—তাই তার সুনাম যতই ছড়িয়ে পড়তে থাকল— ততই নতুন নতুন লোক তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে এগিয়ে আসতে থাকল।

শহরে দুটো ব্যাংক ছিল। অযোগ্য পরিচালনার জন্যে একটা 'ফেল' করতে জেমি সেটা বেনামীতে কিনে নিয়ে নিজের লোক বসিয়ে দিল। কিন্তু নিজেকে তার লেনদেনের সঙ্গে জড়ালো না।

জেমি যা ছোঁয় তাই যেন ফুলে ফেঁপে ওঠে। সে তার বাল্যকালের স্বপ্নের চেয়েও বেশী ধনী— বেশী সফল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু সেসব তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হোত। সে তার সফলতা—ভ্যানডারের পতনের নিরিখে বিচার করত। তার প্রতিশোধ নেওয়া সবে শুরু হয়েছে।

মাঝে মধ্যেই রাস্তায় তার সঙ্গে মার্গারেটের দেখা হোত। কিন্তু সে তার দিকে তাকাতই না। যেন চেনেই না তাকে।

জেমিকে দেখতে পেলেই মার্গারেটের যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। দাড়িয়ে পড়ে সে দম নেবার চেষ্টা করত। সে এখনও জেমিকে একান্ত ভাবে ভালবাসে। কোন কিছুই তাকে এই ভালবাসা থেকে সরাতে পারবে না। মার্গারেট জানে যে জেমি তার বাবাকে শাস্তি দেবার জন্যে তার দেহটাকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই দেহটাই দুদিকে 'ধার' ওলা তলোয়ারে পরিণত হতে পারে। সে জেমির সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে। রক্তের সন্তানকে দেখলে—জেমি নিশ্চয় তাকে বিয়ে করে ছেলের পিতৃ পরিচয় দেবে। মার্গারেট হবে মিসেস জেমি

ম্যাকগ্রেগর। জীবনের কাছ থেকে সে এর থেকে বেশী কিছু আশাও করে না।

তবু মার্গারেটের উদর যত বেশী স্ফীত হতে থাকল ততই সে ভীত হয়ে পড়তে থাকল। কারোর সঙ্গে কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু শহরের মেয়েরা তার সঙ্গে কথা বলে না। ধর্ম তাদের ভয় পেতে শিখিয়েছে—ক্ষমা শেখায়নি।

জেমি শহরের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি কিনে তার সব উদ্যোগগুলোর অফিস বানিয়েছে। একদিন হ্যারী ম্যাকমিলন নামে জেমির প্রধান হিসেব রক্ষক তার সঙ্গে আলোচনায় বসল।

—আমরা আমাদের সমস্ত কোম্পানীগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে ফেলছি। এর জন্যে একটা নাম চাই। আপনার কি নাম দেবার ইচ্ছে?

—ভাবতে হবে। জেমির মনে হীরক প্রান্তরের কুয়াশার মধ্যে শোনা সেই শব্দ দুটো হঠাৎ ভেসে উঠল—ক্রুগার ব্রেণ্ট। ক্রুগার ব্রেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে সে হিসেব রক্ষক কে বলল, নতুন কোম্পানীর নাম হবে—ক্রুগার ব্রেণ্ট লিমিটেড।

জেমির ব্যাংক ম্যানেজার আলভিন কোরী তার সঙ্গে দেখা করে বলল, ভ্যানডারের ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপার। অনেক বাকী পড়ে গেছে। আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। আমার মনে হয় তাঁকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

—না।

অবাক হয়ে কোরী তাকাল, আজ সকালে তিনি এসে আরও টাকা চাইছিলেন।

—টাকাটা দিয়ে দিন। তিনি যা চান সবই দেবেন।

ম্যানেজার উঠে পড়ে বললে, যে রকম বলবেন। তাকে আমি জানাব যে আপনি · ।

—তাকে কিছুই বলবেন না। শুধু টাকা দিয়ে যাবেন।

মার্গারেটের প্রসবের সময় এগিয়ে আসছিল। খুব তাড়াতাড়ি এখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পেটের ভেতর বাচ্চার নড়াচড়াটাই তার কাছে একমাত্র আনন্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পেটের ছেলের সঙ্গে কথা বলে।

একদিন সন্ধেয় এক কৃষ্ণকায় কিশোর তার কাছে একটা চিঠি নিয়ে এল।
—আমি অপেক্ষা করছি। এর উত্তরটা নিয়ে যাব।

মার্গারেট বার বার পড়ার পর বলল, এর উত্তর, হ্যাঁ।

পরের শুক্রবার দিন দুপুর বেলায় মার্গারেট ম্যাডাম আগনেসের বেশ্যালয়ের সামনে হাজির হল। দরজায় টোকা দিয়ে সে চিন্তা করল, এখানে আসতে রাজী হয়ে সে কোন ভুল করেছে কিনা। ম্যাডাম আগনেসের চিঠিটা আবার সে পড়ল :—

"যদিও এটা আমার কোন ব্যাপারই নয়, তবু আমি আর আমার মেয়েরা তোমার এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করে দেখেছি। আমরা তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে সাহায্য করতে চাই। যদি তুমি সংকুচিত না হও তবে শুক্রবার দুপুরে এখানে খেতে এলে আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।"

ম্যাডাম আগনেস বেরিয়ে এসে মার্গারেটের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা ফিতে আর বেলুনে দিয়ে সাজান হয়েছিল। কাঁচা অক্ষরে একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, "হে শিশু স্বাগতম "। ছেলে হবে·· শুভ জন্মদিন। ঘরে ম্যাডাম আগনেসের ভিন্ন বয়সী ভিন্ন রঙের আটজন মেয়ে ভিড় করে ছিল। মার্গারেট বেশ্যাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এদের অনেককেই সে চেনে। তাদের দোকানে অনেকবার গেছে। মেয়েগুলোও খুব সংযত হয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে—বেঁফাস কিছু না যেন বলে ফেলে। কারণ, তারা জানে যে শহরের লোক যাই বলুক না কেন—মার্গারেট এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাদের সঙ্গে মার্গারেটের অনেক ব্যবধান।

মার্গারেট জানে জেমি এখানে আসে, কিন্তু কোন মেয়েটা? একটা ঈর্ষার প্রবাহ তাকে গ্রাস করেছিল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ম্যাডাম আগনেস তাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা নানান উপহারে ভর্তি। — দোলনা, বাচ্চাদের জুতো-জামা — নানান কিছু।

অভিভূত হয়ে মার্গারেট কেঁদে ফেলল।

একটু পরে মার্গারেট নিজেকে সামলিয়ে নিলে ম্যাডাম আগনেস বললেন, তুমি এসেছ বলে আমরা নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি।

—আমি কোন দিন এই দিনটার কথা ভুলব না। আমার ছেলে বড় হলে তাকেও বলব।

—মনে হয় উচিত হবে না।

—আমার মনে হয় উচিত হবে। মার্গারেট হাসল। ধন্যবাদ, আপনাকে।

মার্গারেট বিদায় নেবার এক ঘণ্টা পরে ম্যাডাম আবার ব্যবসা শুরু করে দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—এবার ঢাকনাটা বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। বিগত ছ'মাসে জেমি ভ্যানডারের বিভিন্ন ব্যবসার অংশীদারদের নিজের দলে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নামিব মরুভূমির হীরক প্রান্তরটা দখল করা।

ভ্যানডার গভীর থেকে গভীরতর ঋণে ডুবে গেছেন। শহরের সবাই তাকে ধার দিতে অস্বীকার করে। শুধুমাত্র জেমির গোপন মালিকানার ব্যাংকই তাকে টাকা দিয়ে চলে।

ভ্যানডারের "জেনেরাল স্টোর্সের" দোকানটা আজকাল প্রায় খোলেই না। ভ্যানডার সকালে পান করেন আর সন্ধ্যেবেলায় ম্যাডাম আগনেসের ওখানে যান। এবং কখনও কখনও রাতও কাটান সেখানে।

ভ্যানডার বুঝতে পারেন না যে তার কি হচ্ছে। তিনি জানেন যে কোন দোষ ছাড়াই তার জীবনটা ধ্বংস হতে চলেছে। ভগবান তাকে এক সময়ে প্রচুর দিয়েছেন। আজ তাই বোধহয় পরীক্ষা করতে চাইছেন। তার শুধু চাই কিছু সময় আর কিছু টাকা। তার "জেনেরাল স্টোর্স" তিনি বাঁধা দিয়েছেন। বাঁধা দিয়েছেন তাঁর দুটো ছোট হীরের খনি, গাড়ী, ঘোড়া সব। শেষ পর্য্যন্ত বাঁধা দেবার মত রইল শুধু নামিবের হীরের খনিটা। যে দিনে তিনি সেটাও বাঁধা রাখলেন জেমি তার ব্যাংক ম্যানেজারকে বলল, ভ্যানডারের সব হিসেব জড়ো করো। তাকে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দাও।

—মিঃ ম্যাকগ্রেগর, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর তিনি কি ।

—চব্বিশ ঘণ্টা।

পরের দিন ঠিক বেলা চারটের সময় সহকারী ব্যাংক ম্যানেজার ভ্যানডারের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার জন্যে আদালতের হুকুম নামা নিয়ে গিয়ে জেনেরাল

স্টোর্সে হাজির হল। সঙ্গে পুলিশ।

অফিস থেকেই জেমি দেখতে পেল যে বৃদ্ধ ভ্যানডারকে বার করে দেওয়া হল। ভ্যানডার বাইরে এসে চোখ পিট পিট করে দোকানটার দিকে তাকিয়ে সম্ভবতঃ ভাবছেন কোথায় যাবেন। লোকটার সর্বস্ব গেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত। কিন্তু জেমি অবাক হল—কই আমি তো কোন বিজয় আনন্দ অনুভব করছি না। মনের মধ্যে গভীর শূন্যতা। যে লোকটাকে সে ধ্বংস করল, সেই আগে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

সে রাত্রে জেমি যখন ম্যাডাম আগনেসের কাছে গেল তখন ম্যাডাম তাকে বলল, জেমি, শুনেছ কি ? ঘণ্টাখানেক আগে সলোমন ভ্যানডার মাথে গুলি করে নিজের মাথা উড়িয়ে দিয়েছেন।

কবরখানায় কবর দেবার লোকজন ছাড়া আর দুজন মাত্র লোক উপস্থিত ছিল। মার্গারেট আর জেমি ম্যাকগ্রেগর। তারা কবরের দুদিকে দাঁড়িয়েছিল। মার্গারেটকে অসুস্থ আর বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। জেমি লম্বা আর ঋজু—তাকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

দুজনের চোখাচোখি হল। জেমির দৃষ্টি শীতল—অভিব্যক্তিহীন। যেন মার্গারেট অপরিচিত কেউ। মার্গারেটের ঘৃণা হল,—তুমি—আমি দুজনেই সমান দোষী। আমরা তাকে হত্যা করেছি। ভগবানের দৃষ্টিতে আমি তোমার স্ত্রী। আমরা দুজনেই অশুভত্বের অংশীদার।

কফিনের ওপর কোদালের শেষ মাটিটুকু ঝরে পড়তে মার্গারেট ফিসফিস করে বলল, ঘুমোও, তুমি ঘুমোও। সে চোখ তোলার পর দেখল যে জেমি চলে গেছে।

মার্গারেট পুত্র সন্তান প্রসব করল। তার নাম রাখল সে, জেমি।

মার্গারেট জানত যে তার সন্তানের খবর খুব শীঘ্রই জেমির কাছে পৌঁছে যাবে। তাই সে জেমির ডাকের অপেক্ষায় রইল। কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরেও যখন জেমির কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন সে জেমিকে

একটা খবর পাঠাল। সংবাদ বাহকটি তিরিশ মিনিট পরই ফিরে এল।

মার্গারেট প্রচণ্ড অধৈর্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, মিঃ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

—তাকে চিঠিটা দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

তিনি কি বললেন? জানতে চাইল মার্গারেট।

ছেলেটি সংকুচিত হয়ে বলল, তিনি বললেন যে তার কোন ছেলে নেই।

সেদিন সারাদিন রাত মার্গারেট নিজেকে ঘরে বন্ধ করে রাখল। ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, তোর বাবা একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোকে দেখার পর আমাদের নিশ্চয় তার কাছে নিয়ে যাবে। ভালবাসবে। সব ঠিক হয়ে যাবে, সোনা।

পরের দিন সকালে মার্গারেট ম্যাডাম আগনেসদের দেওয়া সুন্দর প্যারাম্বুলেটরটায় ছোট জেমিকে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ল—যদি জেমির সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়। সাতদিন চেষ্টা করার পরও দেখা না হতে সে বুঝতে পারল যে জেমি তাকে এড়িয়ে চলছে।

তারপরের দিন সকালে সে মিসেস ওয়েনকে বলল, আমি কয়েকদিনের জন্যে ক্লিপড্রিফটের বাইরে যাব।

—ছেলেটা যে খুবই ছোট—পথের ধকল।

—ছেলেটা এখানেই থাকবে।

—মানে, আমার এখানে?

—না। মিসেস ওয়েন। এখানে নয়।

জেমি ম্যাকগ্রেগর ক্লিপড্রিফটের কাছে একটা পাহাড়ের ওপর সুন্দর বড় এক ভিলা বানিয়েছে। গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখা শোনা করার জন্যে ছিল বিশাল এক মধ্যবয়সী বিধবা মহিলা। নাম ইউজেনিয়া ট্যালী।

সেদিন সকাল দশটার সময় মার্গারেট ছেলেকে কোলে করে এসে হাজির হল।

মিসেস ট্যালী দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলেন। শহরের সবাই এই দুজনকে চেনে।—আমি দুঃখিত। মিঃ ম্যাকগ্রেগর এখন বাড়ী নেই। বলে দরজাটা বন্ধ করার উপক্রম করলেন মিসেস ট্যালী।

—দাঁড়ান। আমি মিঃ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি তার ছেলেকে দিতে এসেছি।

—আমি এসব কিছু ।

—আমি এক সপ্তাব জন্যে বাইরে যাব। ফিরে এসে তার সঙ্গে দেখা করব। হাত বাড়িয়ে সে ছেলেটাকে এগিয়ে ধবল।—এব নাম জেমি।

ভীষণ ভয়ে পেয়ে মিসেস ট্যালী বললেন, আপনি একে এখানে এইভাবে ছেড়ে রেখে যেতে পারেন না। মিঃ ম্যাকগ্রেগব ।

আপনার দুটো রাস্তাই রয়েছে। একটা, হয় ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে যান। নয়ত, আমি তাকে এই দোরগোড়ায় ফেলে রেখে যাচ্ছি। মিঃ ম্যাকগ্রেগাব সেটাও খুব একটা পছন্দ করবেন না। আর কোন কথা না বলে মার্গারেট মিসেস ট্যালীর কোলে ছেলেটাকে গুঁজে দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

জেমির এই রকম মূর্তি কখনও দেখেনি মিসেস ট্যালী।— আপনার এরকম বোকা বনা উচিত হয়নি। তার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াটা আপনার উচিত ছিল। হুংকার দিল জেমি।

—সে আমাকে কোন সুযোগই দেয়নি, ম্যাকগ্রেগার।

—তার ছেলেকে আমি আমার বাড়াতে রাখব না। অশান্তভাবে পায়চারী করতে করতে জেমি বলল, এর জন্যে আপনাকে আমার বরখাস্ত করা উচিত।

—এক সপ্তা পরেই সে ছেলেটাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসছে।

—সে কবে আসছে বা না আসছে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। জেমি চিৎকার করে উঠল। —ছেলেটাকে এখান থেকে বিদায় করুন।

—কিন্তু কেমন করে?

—রাস্তার ফেলে দিয়ে আসুন।

মিসেস ট্যালীর হাতে পুঁটলীর মত করে ধরে থাকা শিশুটা চিৎকারের শব্দে কেঁদে উঠল। ছেলেটাকে কোলে দোলাতে দোলাতে মিসেস ট্যালী বললেন,

ছেলেটাকে দেখবার জন্যে কাউকে তো চাই। ক্লিপড্রিফটে তো একটা অনাথ আশ্রমও নেই। ছেলেটার কান্না আর জোর হয়ে উঠল।

জেমি নিজের মাথার চুল দুহাতে মুঠো করে ধরে বলল, জাহান্নামে যাক। ঠিক আছে। আপনিই যখন উদার ভাবে ছেলেটাকে নিয়েছেন তখন আপনিই এর দেখা শোনা করুন। আমার চোখের আড়ালে রাখবেন —যেন মনে করতে পারি যে ছেলেটা এই বাড়ীতে নেই।

—ঠিক আছে, মিঃ ম্যাকগ্রেগার। দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ট্যালী। ছেলেটা আরও ভীষণ জোরে কাঁদতে শুরু করেছে।

জেমি ব্রাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবল, বোকা মেয়েছেলে কোথাকার! সে ভেবেছে বুঝি ছেলেটাকে দেখলে আমার মন গলে যাবে। আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে বলব, আমি তোমাকে ভালবাসি। শিশুটাকে ভালবাসি। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।

জেমি শূন্যতা বোধ করছিল। —আমার নতুন কিছুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজন। স্বপ্নের বাইরে সে ধনী হয়ে উঠেছে। শতশত একর খনিজ সম্পদে ভরা জমি—সোনা। প্ল্যাটিনাম আরও ডজনখানেক দুষ্প্রাপ্য খনিজ। তার ভূসম্পত্তি নামিব মরুভূমি থেকে শুরু করে কেপটাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তবু যেন কোথায় একটা অতৃপ্তি।

দুদিন পরে জেমি বার থেকে ব্র্যাণ্ডি ঢালতে গিয়ে একটা শিশুর উঁ-আঁ শব্দ শুনতে পেল। মিসেস ট্যালী কথা মত বাচ্ছাটাকে আগলিয়ে রেখেছেন! তার সামনে আনেনি বা সে সে তার কোন সাড়া শব্দও পায়নি।

পায়ে পায়ে জেমি মিসেস ট্যালীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মিসেস ট্যালী আধো গলায় শিশুটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দোর গোড়ায় মনিবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকিয়ে থেমে গেলেন।

—আপনার কি কিছু চাই, মিঃ ম্যাকগ্রেগর ?

—না, জেমি বাচ্ছাটার খাটের দিকে এগিয়ে গেল, এখানকার চেঁচামেচিতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল। জেমি এই প্রথম তার ছেলের দিকে তাকাল। সে যা আশা করেছিল তার চেয়েও বড়সড এবং সুগঠিত ছেলেটা।

আমি দুঃখিত। শিশুটা সত্যিই চমৎকার এবং স্বাস্থ্যবান। আঙ্গুলটা এগিয়ে দিয়ে দেখুন · ।

কোন কথা না বলে জেমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

জেমির জনা পঞ্চাশ কর্মচারীর মধ্যে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল নামে একজন বুদ্ধিমান, কর্মঠ আমেরিকান যুবক ছিল। মুখ বন্ধ করে রাখতে পারার মত একটা গুণও তার ছিল। তাই জেমি ব্ল্যাকওয়েলকেই কাজের ভারটা দিল।

—ডেভিড, তুমি মিসেস ওয়েনের বোর্ডিং হাউসে যাবে। সেখানে একজন স্ত্রীলোক থাকে। নাম মার্গারেট ভ্যানডার মারে।

ডেভিড তাকে চেনে কি না চেনে সে বিষয়ে তার কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। সে শুধু বলল, ইয়েস, স্যার।

—তার সঙ্গে দেখা করে বলবে, সে যেন আজই তার ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে চলে যায়।

আধঘণ্টা পরে ডেভিড ফিরে এসে জানাল যে মিস ভ্যানডার ওখানে এখন নেই। দুদিন হল তিনি ক্লিপড্রিফটের বাইরে গেছেন। দিন পাঁচেক পরে ফিরবেন।

জাহান্নমে যাক। জেমি মনে মনে ভাবল, ফিরে এসে সে এক চমক খাবে। তার ছেলে ফিরবে নিয়ে যেতে হবে তাকে। চালাকী বেরিয়ে যাবে।

*　　　　*　　　　*

পরের দিন সন্ধ্যে বেলায় জেমি এক ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে গিয়েছিল। নতুন একটা রেল পথের সে অংশ কিনছিল। মাঝরাতে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সবে তার চোখ লেগেছে হঠাৎ তার মনে হল সে যেন কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। উঠে বসে সে ভাবল, বাচ্চাটা কাঁদছে নাকি? খাট থেকে পড়ে যায়নি তো? মিসেস ট্যালীর যে কুম্ভকর্ণের ঘুম। ছেলেটা যখন তার বাড়ীতে রয়েছে—তখন দায়িত্ব তারই। বিছানা থেকে নেমে জেমি মিসেস ট্যালীর ঘরের দিকে এগোল। দরজাটা ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। মিসেস ট্যালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। জেমি খাটটার কাছে এগিয়ে গেল। শিশুটা চিৎ হয়ে বড় বড় চোখ করে শুয়েছিল। জেমি আরও কাছে গিয়ে নীচু হয়ে দেখল। অনেক মিল রয়েছে

তার সঙ্গে। বিশেষ করে মুখ আর থুতনীর। ছোট হাতদুটো শূন্যে তুলে শিশুটা জেমির দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করে হাসল।—ব্যাটা সাহসী দেখছি খুব। অন্য বাচ্চার মত চেঁচাচ্ছে না কাঁদছেও না। জেমি আরও ভাল করে তাকাল।—হ্যাঁ। এ একজন ম্যাকগ্রেগরই। ঠিক আছে। জেমি একটা আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল। শিশুটা দুহাতে তা ধরে চাপতে থাকল। ব্যাটা ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী দেখছি। তারপরই হঠাৎ শিশুটির মুখে বেগের ছাপ ফুটতে আর টক একটা গন্ধ জেমির নাকে আসতে সে বুঝল যে শিশুটির এখন পরিচর্য্যার দরকার।—মিসেস ট্যালী।

ধড়মড় করে মিসেস ট্যালী উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, কি কি ব্যাপার, মিঃ ম্যাকগ্রেগর ?

বাচ্ছাটাকে দেখুন। আমাকেই কি সবকিছু করতে হবে? কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে জেমি ঘর থেকে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

* * *

ডেভিড তুমি কি শিশুদের সম্পর্কে কিছু জান ?

কি বিষয়ে, স্যার ?

এই মানে, কি নিয়ে খেলতে ভালবাসে ওরা।

ওরা ঝুমঝুমি ভালবাসে খুব।

ডজন খানেক ঝুমঝুমি তাহলে কিনে নিয়ে আসবে।

ঠিক আছে, স্যার। ডেভিড চলে গেল।

কোন অহেতুক প্রশ্ন নেই। জেমি এটাই পছন্দ করে।—ব্ল্যাকওয়েল অনেক উন্নতি করবে। জেমি ভাবল।

* * *

সেই সন্ধেতে জেমি একটা ছোট বাদামী রংয়ের মোড়ক নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল। মিসেস ট্যালী বললেন, গতরাতের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। আমি বুঝতে পারছি না যে অতকাণ্ডের মধ্যেও আমি কি করে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। বাচ্ছাটা নিশ্চয় ভীষণ জোরে চেঁচাচ্ছিল—তা না শুনতে পেলে আপনি আর আপনার ঘর থেকে চলে আসবেন কেন ?

উদার ভাবে জেমি বলল, ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।—কেউ না কেউ তো শুনতে পেয়েছে। তারপর মোড়কটা তাঁর হাতে দিয়ে জেমি বলল,

কয়েকটা ঝুমঝুমি রয়েছে এর মধ্যে। খাটের মধ্যে দিন রাত বন্দী হয়ে থাকাটা বাচ্ছাটার কাছে নিশ্চয় আনন্দদায়ক ব্যাপার নয়।

ও! না, স্যার। বন্দী কেন হবে? আমি তো তাকে বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাই।

জেমি চিন্তিতভাবে বলল, গতকাল রাতে তাকে দেখে আমার খুব সুস্থ বলে মনে হয়নি। আমি চাইনা যে তার মা এসে তাকে নিয়ে যাবার আগেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ুক।

ও। না, স্যার। তা কেন হবে?

বরং আমি আর একবার দেখলে বুঝতে পারব।

তা ঠিক। আমি কি বাচ্ছাটাকে এখানে নিয়ে আসব?

আনুন।

মিসেস ট্যালী কয়েক মিনিট পরেই বাচ্ছাটাকে কোলে করে নিয়ে এলেন। বাচ্ছাটার হাতে একটা সবুজ রংয়ের ঝুমঝুমি।—বেশ ভালই তো আছে, দেখছি।

আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে। ওকে আমার কাছে দিন।

জেমি এই প্রথম নিজের ছেলেকে কোলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে একটা বাৎসল্যের অনুভূতির স্রোত বয়ে গেল তাতে জেমি আশ্চর্য হল। ব্যাপারটা এমন মনে হল যেন সে এই মুহূর্তটার জন্যেই বেঁচে ছিল, অপেক্ষা করেছিল অথচ সে নিজেই জানত না। হাত দিয়ে যাকে সে ধরে আছে সে রক্ত মাংসে গড়া—তারই ছেলে জেমি ম্যাকগ্রেগর, জুনিয়র।– উত্তরাধিকার সূত্রে কারোর হাতেই যদি পৌছে না দিতে পারে তাহলে, হীরে, সোনা, রেলপথে ভর্তি এই সাম্রাজ্য এই রাজত্ব গড়ে তুলে কি লাভ? ইস! আমি কি ভয়ংকর বোকা! জেমি চিন্তা করল। এই মুহূর্তের আগে সে কখনও অনুভব করতে পারেনি যে তার কি খোয়া যাচ্ছে—সে কি হারাচ্ছে। ঘৃণায় সে এত অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শিশুর ছোট্ট মুখটার দিকে তাকাতে তার অন্তঃস্থলের গভীরে কোথাও লুকিয়ে থাকা এতদিনের এক কঠিনতা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস ট্যালী। জেমির খাটটা আমার শোবার ঘরে দিয়ে যান।

তিনদিন পরে মার্গারেট যখন ছেলেকে নিয়ে যেতে এল তখন মিসেস ট্যালী বললেন, মিঃ ম্যাকগ্রেগর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

মার্গারেট জেমিকে কোলে করে বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে থাকল। ছেলের জন্যে এই একদিন তার ভীষণ মন কেমন করছিল। ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ছেলের শরীর খারাপ হল বা কোন দুর্ঘটনা ঘটল। পরিকল্পনা ভেঙে সে বারবার ক্লিপড্রিফটে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসেনি। আজ সে দেখতে পাচ্ছে যে তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। জেমি তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। তারা তিনজনে আবার এক সঙ্গে থাকতে পারবে। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

জেমি বসবার ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্গারেট তার মধ্যে সেই পুরোন উচ্ছ্বাস বোধ করল।— হে ভগবান! আমি ওকে এত ভালবাসি। সে ভাবল।

কেমন আছ, ম্যাগি?

তুমি কেমন, জেমি। সুখের হাসি হাসল মার্গারেট।

আমি আমার ছেলেকে চাই।

মার্গারেট দমে গেল, নিশ্চয় তুমি তোমার ছেলেকে চাইবে। এ বিষয়ে আমার কোনদিনই সন্দেহ হয়নি।

আমাকে দেখতে হবে যে সে যেন ঠিকমত মানুষ হয়ে ওঠে। অবশ্য তোমার ব্যবস্থাও কিছু করতে হবে।

বিভ্রান্ত হয়ে মার্গারেট তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনা।

আমি আমার ছেলে চাই।

আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর আমি ।

না। শুধু বাচ্চাটাকেই আমি চাই।

মার্গারেট হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল আচ্ছা তাই নাকি? আমি ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে দেব না তোমাকে।

জেমি মার্গারেটকে একটু লক্ষ্য করে বলল, বেশ। এস, আমরা তাহলে একটা সমঝোতা করি। তুমি এখানে বাচ্চাটার ধাত্রী হয়ে থাকতে পার। আর কি চাও তুমি?

মার্গারেট তীব্রভাবে বলল, আমি আমার ছেলের একটা নাম চাই।—তার

বাবার নাম।

ঠিক আছে। আমি ওকে দত্তক নেব।

মার্গারেট তার দিকে তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, আমার ছেলেকে দত্তক নেবে? না। তুমি আমার ছেলেকে পাবে না। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। হে মহান জেমি ম্যাকগ্রেগর, তোমার অর্থ তোমার শক্তি সত্ত্বেও তুমি অর্থহীন। এক ভিখিরী। তুমি এক করুনার পাত্র।

জেমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল যে ছেলেকে কোলে নিয়ে হেঁটে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে মার্গারেট।

* * *

পালিয়ে যাওয়াটা কোন সমস্যার সমাধান করে না। মিসেস ওয়েন যুক্তি দিলেন।

আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমি এমন এক নতুন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আমি আর আমার ছেলে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারব।

কবে যাচ্ছ?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একটা গাড়ী করে ওরচেস্টারে যাব। সেখানে থেকে ট্রেনে করে কেপটাউন। কেপটাউন থেকে নিউইয়র্ক।

অনেক দূরের পথ।

এর সঠিক মূল্যও-আমি পাব। আমেরিকাকে সুযোগের দেশ বলা হয় না কি? সুযোগটাই এখন আমাদের প্রয়োজন।

* * *

জেমির গর্ব ছিল যে চাপের মুখেও সে অবিচল থাকতে পারে। এখন কিন্তু সে সামনে যাকে দেখছে তার ওপরেই চেঁচামেচি করছে। অফিসে এখন সব সময় চিৎকার হল্লা। কারোর কোন কিছুতেই তাকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছিল না। সবকিছুর বিরুদ্ধেই সে গর্জন আর অভিযোগ করা শুরু করেছে। তিন রাত্রি ধরে সে ঘুমোয় নি।

চুলোয় যাক মার্গারেট। তার বোঝা উচিত ছিল যে ম্যাগি তাকে বিয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। চালাক। বাপের মতই চালাক। কথাবার্তা বলার সময় সে একটু গণ্ডগোল করে ফেলেছে। পরিষ্কারভাবে তার টাকার কথাটা বলা উচিত ছিল।—এক হাজার পাউণ্ড, দশ হাজার পাউণ্ড—আরও বেশী

টাকা । কত চায় ম্যাগী ?

তোমাকে একটা কঠিন কাজ দেব, ব্ল্যাকওয়েল।

বলুন, স্যার।

আমার হয়ে তুমি মিস স্যানডার মারেকে বলবে যে আমি কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিতে চাই। কিসের বিনিময়ে তা সে জানে। জেমি একটা চেক লিখতে লিখতে ভাবল যে হাতে টাকা যে কি প্রলোভন আনে তা সে বহুকাল আগেই জানে।—এটা তাকে দেবে।

ঠিক আছে, স্যার, ব্ল্যাকওয়েল চলে গেল।

পনের মিনিট পরে সে ফিরে এসে চেকটা মালিককে ফিরিয়ে দিল। সেট আর্ধেকটা ছেঁড়া। জেমি অনুভব করতে পারল যে তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে- ধন্যবাদ, ডেভিড। ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।

তাহলে মার্গারেট আরও টাকা চায়। খুব ভাল কথা। সে তাইই দেবে। তবে এবার নিজেই ব্যাপারটা হাতে নেবে। আর ডেভিড নয়।

বিকেল বেলায় জেমি ম্যাকগ্রেগর মিসেস ওয়েনের বোর্ডিং হাউসে গিয়ে বলল, আমি মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিসেস ওয়েন বললেন, তা সম্ভব নয়। সে আমেরিকা যাবার পথে পাড়ি দিয়েছে।

জেমির মনে হল, কেউ বুঝি তার পেটে সজোরে আঘাত করল। অসম্ভব ! এ হতে পারে না। কখন সে গেছে ? কখন ?

দুপুরের গাড়ীতে তারা ওরচেস্টারের পথে রওনা হয়ে গেছে।

* * *

ওরচেস্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেছে। মার্গারেট জানলার ধারে এক 'সিট' জোগাড় করেছিল যাতে ভীড়ের চাপে জেমি চেপ্টে না যায়। ছেলেকে কোলে নিয়ে সে অনাগত নতুন জীবনের কথা ভাবছিল। সে জীবন সোজা হবে না ঠিকই। যেখানেই সে থাক না কেন--সে পরিচিত হবে সন্তান সহ এক কুমারী মেয়ে ব'লে যা কিনা সমাজের কাছে গর্হিত। তবে নিশ্চয় সে এমন একটা পথ খুঁজে বার করতে সক্ষম হবে যাতে তার ছেলে এক সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে শেষ পর্য্যন্ত। মার্গারেট শুনতে পেল কণ্ডাক্টর সবাইকে উঠে পড়তে বলছে। ট্রেন ছাড়বে এবার।

হঠাৎ মার্গারেট তাকিয়ে দেখল সামনে জেমি দাঁড়িয়ে।—জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। তোমাকে নামতে হবে। জেমি আদেশ করল।

মার্গারেট ভাবল, জেমি এখনও ভাবছে যে সে আমাকে টাকা দিয়ে কিনতে পারে।—এবার কতটাকা দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ জেমি ?

মার্গারেটের কোলে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়া ছেলের দিকে তাকাল জেমি।—এবার আমি বিয়ের প্রস্তাব রাখ ছি।

নবম পরিচ্ছেদ

তিন দিন পরে এক সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত আয়োজনের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। একমাত্র সাক্ষী রইল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল।

বিবাহ উৎসবের সময় জেমির মন মিশ্র অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল সে অপরকে পরিচালনা এবং বাধ্য করতে অভ্যস্থ ছিল। এবার তাকে বাধ্য করা হল। মার্গারেটের দিকে সে তাকাল। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মার্গারেটকে সুন্দরী লাগছে। সে মার্গারেটের সেই সময়কার কামনার কথা মনে করল। কিন্তু তা শুধু স্মৃতি মাত্র। প্রতিশোধ নেবার জন্যে যন্ত্র হিসেবে সে মার্গারেটকে ব্যবহার করেছিল। ফল স্বরূপ, সে তার উত্তরাধিকারীর জন্ম দিয়েছে।

পুরোহিত বলল, আমি তোমাদের স্বামী স্ত্রী বলে ঘোষণা করছি। তুমি এখন তোমার স্ত্রীকে চুম্বন প্রদান করতে পার।

জেমি ঝুঁকে পড়ে সংক্ষিপ্তভাবে মার্গারেটের গালে ঠোট ছোঁয়াল।

বাড়ীতে এসে জেমি মার্গারেটকে আলাদা একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল। গৃহস্থালীর জন্যে আমি আর একজন মহিলাকে নিযুক্ত করব। মিসেস ট্যালী বাচ্ছার দেখাশোনা করবেন। তোমার যা কিছু প্রয়োজন ডেভিডকে বলতে পার।

মার্গারেটের মনে হল জেমি যেন তাকে আঘাত করল। আমার সঙ্গে ঝি এর মত ব্যবহার করছে। তবে এটা কোন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়! আমার ছেলে তার পিতৃ পরিচয় পেয়েছে। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট।

সেদিন রাত্রে জেমি বাড়ীতে খেতে এল না। মার্গারেট একাই খেয়ে শুয়ে পড়ল। জেগে থাকতে থাকতে রাত চারটের সময় সে শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমোবার আগে চিন্তা করল, ম্যাডাম আগনেসের কোন মেয়েটাকে জেমি পছন্দ করেছে ?

*　　　*　　　*

যদি জেমির সঙ্গে মার্গারেটের সম্পর্ক বিয়ের পরও অপরিবর্তিত থেকে থাকে তবুও ক্লিপড্রিফট শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে মার্গারেটের সম্পর্ক যেন ভোজবাজীর মত পালটিয়ে গেল। রাতারাতি সে এক অচ্ছুত থেকে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠল। শহরের বেশীর ভাগ লোকই জেমি ম্যাকগ্রেগরের ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানীর ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। তাই তারা ভাবল যে মার্গারেট যদি ম্যাকগ্রেগরের স্ত্রী হবার উপযুক্ত হয় তবে তাদের কাছেই বা সে কেন ভাল হবে না ? তাই, মার্গারেট জেমিকে নিয়ে রাস্তায় বেরুলে সবাই হেসে তাকে অভিনন্দন জানাত। নিমন্ত্রণের বন্যা আসতে থাকল। শহরের নানান সংগঠনের প্রধান হবার জন্যে তাকে জোর করা হতে থাকল। সে যদি একটু অন্যরকম করে চুল বাঁধে— শহরের অসংখ্য মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা অনুকরণ করা শুরু করে দেয়। তার পোষাকের রং সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লোকেদের বিরুদ্ধাচরণকে যে ভাবে মার্গারেট মোকাবিলা করেছিল—ঠিক সেই শান্ত সম্ভ্রমতার সঙ্গে সে এখন লোকেদের তোষামোদকেও মোকাবিলা করে চলল।

*　　　*　　　*

জেমি ঘরে ফিরত শুধু ছেলের সঙ্গে সময় কাটাবার জন্যে। প্রতি সকালে প্রাতঃ ভোজনের টেবিলে মার্গারেটকে চাকর বাকরদের দেখাবার জন্যে সুখী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে হত। টেবিলের অপর প্রান্তে শীতল—নিরাসক্তের ভাব নিয়ে বসে থাকত জেমি। সে বেরিয়ে গেলে মার্গারেট কখনও জেমির ঘরে ঢুকলে উত্তেজনায় ঘামে সে ভিজে উঠত। নিজেকে তার ঘৃণা হোত, ছিঃ! তবু মার্গারেট জানত যে সে জেমিকে ভালবাসে। সবসময়েই ভালবেসে যাবে, ভগবান যেন তাকে সহায়তা করেন।

*　　　*　　　*

তিন দিনের এক ব্যবসায়িক ভ্রমণে জেমি কেপটাউনে গিয়েছিল। রয়াল হোটেল থেকে বেরোন মাত্র— এক শীর্ণ কৃষ্ণকায় ড্রাইভার তাকে প্রশ্ন করল, গাড়ী চাই, স্যার ?

—না। আমি হাঁটব।

—বণ্ডা ভেবেছিল যে আপনি গাড়ী চড়াটা পছন্দ করবেন।

জেমি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—বণ্ডা ?

—হ্যাঁ, মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

জেমি গাড়ীতে উঠে পড়তে গাড়ীটা ছেড়ে দিল। বসে বসে জেমি ভাবতে লাগল বণ্ডার কথা। বিগত দুবছর ধরে সে বণ্ডার বহু খোঁজ করেছে—কিন্তু পায়নি।

মিনিট পনের পরে জেমি বুঝতে পারল গাড়ীটা সেই পরিত্যক্ত গুদামের দিকে যাচ্ছে—একদিন যেখানে বসে তারা নামিব মরুভূমিতে অভিযান করার পরিকল্পনা করেছিল। কি দুর্ধর্ষ বোকাই না তারা ছিল তখন।

বণ্ডা ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

কয়েক মুহূর্ত তারা দাঁড়িয়ে থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার পর তারা আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে গেল।

তোমাকে বেশ চকচকে দেখাচ্ছে। জেমি বলল।

হ্যাঁ। যে খামারটার কথা বলেছিলাম সেটা আমি কিনেছি। আমার বউ আর দুটো বাচ্চা আছে। আমি গম আর অষ্ট্রীচ পাখির চাষ করি।

অষ্ট্রীচ ?

ওদের পালক বেচে অনেক পয়সা পাওয়া যায়।

তোমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, বণ্ডা। আমি তোমারই খোঁজ করছিলাম।

বণ্ডা কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি ব্যস্ত ছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করে সাবধান করে দেবার জন্যে তোমাকে খুঁজছিলাম। তুমি ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চলেছ, জেমি।

কি রকম ঝঞ্ঝাট ?

তোমার নামিবের হীরের খনির প্রধান সুপারভাইজার হান্স জিমারমান লোকটা বদমায়েস। মজুররা তাকে ঘৃণা করে। তারা কাজ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছে। আর তা করতে গেলে তোমার প্রহরীরা বাধা দেবে—ফলে একটা দাঙ্গা লেগে যাবে। জেমি তোমার কি মনে পড়ে, আমি একবার জন টেংগো জাভাবুর নাম বলেছিলাম।

হ্যাঁ। রাজনৈতিক নেতা। তাঁর সম্বন্ধে আমি পড়েছি। তিনি বিপ্লবের চেষ্টা করছেন।

আমি তাঁর একজন অনুগামী।

জেমি বলল, ও বুঝতে পেরেছি। যা করার তা আমি করব।

ধন্যবাদ। তুমিও বেশ শক্তিশালী লোক হয়ে উঠেছ, জেমি। আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমার সুন্দর একটা ছেলেও আছে।— তাই না?

তুমি কি করে জানলে?

পুরোন বন্ধুদের খবর আমায় রাখতে হয়। বণ্ডা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার একটা মিটিং রয়েছে। যেতে হবে, জেমি। আমি তাদের বলব যে নামিবের ব্যাপারটার সুরাহা হয়ে যাবে।

হ্যাঁ। আমি দেখব ব্যাপারটা। আবার কবে দেখা হবে?

বণ্ডা হাসল, আমি আশপাশেই থাকব। সহজে আমার নাগালছাড়া হতে পারবে না তুমি।

বণ্ডা চলে গেল।

*　　　*　　　*

ক্লিপড্রিফটে ফিরে এসে জেমি ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে ডেকে পাঠাল।— নামিবের হীরের খনিতে কোন গণ্ডগোল হচ্ছে কি?

না, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। তারপর একটু ইতঃস্তত করে সে বলল, অবশ্য আমি গুজব শুনেছি যে সেখানে গণ্ডগোল হতে পারে।

ওখানকার সুপারভাইজার হচ্ছে হান্স জিমারমান। খোঁজ করে দেখ সে মজুরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে কিনা? তাই যদি করে তবে ব্যাপারটার সেখানেই ইতি টেনে দিয়ে আসবে। আমি চাই তুমি নিজে সেখানে যাবে।

*　　　*　　　*

ডেভিড নামিবে পৌছে দুঘণ্টা ধরে প্রহরী আর শ্রমিকদের সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলল। সে যা শুনতে পেল তাতে তার ভেতরে ভয়ংকর এক রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হান্সের সঙ্গে তারপর দেখা করতে গেল সে।

হান্স জিমারমান আকারে দৈত্যাকৃতি। তিনশ পাউণ্ড তার ওজন। মাথায় ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি লম্বা। মুখটা তার ঘামে ভেজা শুয়োরের মত। চোখের লাল রক্তজালকগুলো দেখা যাচ্ছে। ডেভিডের দেখা কুৎসিৎতম লোকেদের মধ্যে

সে একজন। কিন্তু ক্রুগার ব্রেণ্ট কোম্পানীর নিয়োজিত সুপারভাইজারদের মধ্যে সে অন্যতম।

—আমরা কি মালিককে খুশী করার মত যথেষ্ট হীরে সংগ্রহ করছি না? গর্ব করে জিমারমান বলল, আমি অন্যান্য সুপারভাইজারদের চেয়ে কাফ্রিদের দিয়ে বেশী কাজ আদায় করি।

—আমরা এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ পাচ্ছি।

জিমারমানের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল. কি ধরনের অভিযোগ?

—মজুরদের সঙ্গে এখানে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।

জিমারমান রেগে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলল. ওরা মানুষ নয়। ওরা কাফ্রি।

—আমার কথা শোন

—তুমি আমার কথা শোন আমি কোম্পানীর সকলের চেয়ে বেশী হীরে সংগ্রহ করাই। এবং তা কেমন করে জানো? এই লোকমানদের মনে আমি ভগবানের ভয় ঢুকিয়ে দিই।

—আমাদের অন্য খনিতে আমরা মজুরদের মাসে উনষাট শিলিং মাইনে দিই। আর তুমি এখানে দাও পঞ্চাশ শিলিং।

—এ তে তো বোঝা যাচ্ছে যে কোম্পানীর বেশী লাভ আমি দিচ্ছি।

—জেমি ম্যাকগ্রেগর তা মানতে রাজী নন ওদের মাইনে বাড়িয়ে দাও। ডেভিড বলল।

জিমারমান মুখ গোমর করে বলল বেশ মালিকের টাকা।

—আমি শুনেছি এখানে প্রচণ্ড চাবুক চালানো হয়।

—হে যীশু। তুমি, কাফ্রিদের কিছুতেই আহত করতে পারবে না। ওদের চামড়া ভীষণ মোটা। আমি শুধু ভয় দেখাবার জন্যে।

ভয় দেখিয়ে তুমি তিনজন মজুরকে মেরে ফেলেছ।

আরও লাখো লাখো মজুর পাওয়া যাবে।

—ডেভিড ভেবে দেখল যে লোকটা আস্ত জানোয়ার এবং বিপজ্জনকও বটে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, যদি আবার অভিযোগ শোনা যায় তাহলে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তুমি মজুরদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা শুরু কর। শাস্তিমূলক সব ব্যবস্থা এখুনি বন্ধ করে দাও। আমি তাদের বসবাস করা

ঘরগুলোর অবস্থা দেখেছি—ওগুলোর অবস্থা দেখেছি—ওগুলো শুয়োরের খোঁয়াড়। এখুনি সব পরিষ্কার করাও।

জিমারমান নিজের মেজাজ আপ্রাণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে করতে বলল, আর কিছু ?

—হ্যাঁ, তিন মাস পরে আবার আমি আসব। এসে যদি অপছন্দকর কিছু দেখি বা শুনি তাহলে তুমি অন্য কোন কোম্পানীতে চাকরী নিতে বাধ্য হবে। শুভ দিন। বলেই ডেভিড বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে লাগল জিমারমান। সে একজন বুয়োর। তার বাবাও একজন বুয়োর ছিল। এই রাজ্য ছিল তাদের। ভগবান কালোদের তাদের সেবা করবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ভগবান যদি তাদের সঙ্গে মানুষের মতোই ব্যবহার করতেই বলবেন—তাহলে তাদের চামড়া সাদা আর ওদের কালো তৈরী করতেন না। বাইরে থেকে আসা জেমি ম্যাকগ্রেগর এসব কথা বুঝবেন কি করে ? যাহোক তাকে একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। সে বুঝিয়ে দেবে যে নামিবের আসল কর্তা কে ?

* * *

ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানীর উন্নতি অব্যাহত রইল। জেমি কানাডায় একটা কাগজের কল আর অষ্ট্রেলিয়ায় একটা জাহাজ ঘাটা কিনল। বাড়ীতে জেমি সব সময় ছেলের সঙ্গেই সময় কাটায়। ছেলেটাকে দিনে দিনে বাবার মতই দেখতে হচ্ছে। কোন কিছু বোঝবার আগেই এক এক করে ছেলের তিনটে জন্ম এসে গেল। জেমি অবাক হল। কি দ্রুত সময় কেটে যাচ্ছে। এটা ১৮৮৭।

মার্গারেটের দুটো বছর টেনে হিঁচড়ে কাটল। সপ্তাহে একবার জেমি অতিথিদের নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানায় আর মার্গারেট সুন্দরী গৃহস্বামীনীর ভূমিকা পালন করে। অতিথিরা বিদায় নেবার পর জেমি ছেলেকে একবার দেখে তারপরই বাড়ী থেকে চলে যায়।

রাতের পর রাত মার্গারেট বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের জীবনের কথা ভেবে চলে। সে জানে শহরের প্রতিটা স্ত্রীলোক তাকে কত হিংসে করে। অথচ তারা জানেনা সেটা মার্গারেটের পক্ষে কত কষ্টকর। তাকে হিংসে করার মত কিছুই নেই।

১৮৯০ সাল নাগাদ ক্লিপড্রিপট এত রমরমা হয়ে উঠল যে তা জেমির কল্পনার বাইরে। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে এখনও খনি সন্ধানীরা রিক্ত অবস্থায় এখানে এসে হাজির হয়। টাকা জোগায় জেমি। ডজন ডজন হীরে আর সোনার খনির সে অংশীদার হয়ে পড়ে। তার সুনাম ছড়ায়।

একদিন, 'ডে বিরস্' নামে যে কোম্পানী কিম্বারলীর বিশাল হীরের খনিটা পরিচালনা করে—তাদেব একজন এ্যাটর্নী তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

—আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। আমার কোম্পানী আপনাকে কিনে নিতে চায়। দাম বলুন।

খুব চিত্তাকর্ষক মূহুর্ত সেটা। জেমি মৃদু হেসে উত্তব দিল, আপনাদের দামটাই কেন বলুন না আমাকে। আমি কিনব।

* * *

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল জেমির কাছে ক্রমশঃই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। ছেলেটা সৎ, কর্মঠ, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান। জেমি প্রথমে তাকে তার সেক্রেটারী করল। তারপরে ব্যক্তিগত সহায়ক এবং শেষে যখন ডেভিডের বয়স হল একুশ বছর, সে তাকে তাব কোম্পানীব জেনারেল ম্যানেজার করে দিল।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলের কাছে জেমি ম্যাকগ্রেগর ছিল ধর্ম পিতাব মত। তার নিজের বাবা হৃদপীড়ায় আক্রান্ত হলে জেমিই হাসপাতালের সব খরচা বহন করে। বাবা যাবার পবও তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সব খরচের ভার ছিল জেমির। পাঁচ বছর ধরে ক্রুগার ব্রেণ্টে কাজ করছে। কিন্তু সে জেমির চেয়ে প্রশংশনীয় অন্য কোন লোককে এ পর্য্যন্ত দেখেনি। সে জেমি আর মার্গারেটের ভেতরকার ব্যাপারও জানত এবং কষ্ট পেত। কারণ সে দুজনকেই ভালবাসত।

* * *

জেমি এখন ক্রমশঃ ছেলের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে ব্যস্ত থাকে। ছোট্ট জেমি পাঁচ বছরে পড়েছে। জেমি তাকে তার সাম্রাজ্য দেখাতে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ষষ্ঠ জন্ম দিনে জেমি ছেলেকে বলল, পরের সপ্তাহে তোমাকে আমি কেপটাউনে নিয়ে যাব। দেখবে আসল শহর কাকে বলে।

—মা কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না? শিকার করতে ভাল না বাসলেও শহর দেখতে তো মায়ের ভাল লাগবে।

ছেলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে জেমি বলল, তোমার মা এখানে ভীষণ

ব্যস্ত। শুধু তুমি আর আমি যাব।

বাবা মায়ের মধ্যেকার দূরত্বে ছেলেটা অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু তখন ব্যাপারটা সে বুঝতে পারত না।

* * *

জেমি তার ব্যক্তিগত রেল-কোচে করে ছেলেকে কেপটাউনে নিয়ে এল। বন্দরে আধ ডজন জাহাজকে দেখিয়ে বলল, ওগুলো সব আমাদের। ক্লিপড্রিফটে ফিরে এসে ছোট জেমি আনন্দে ফেটে পড়ল।—বাবা সমস্ত শহরটার মালিক। তোমার দেখে খুব ভাল লাগবে মা। পরের বার তোমাকে নিয়ে যাব।

—মার্গারেট ছেলেকে কাছে টেনে নিল, হ্যাঁ সোনা।

জেমি রাতের পর রাত বাড়ীর বাইরে থাকে। মার্গারেট জানে যে সে ম্যাডাম অ্যাগনেসের বাড়ীতে যায়। সে এও শুনেছে যে জেমি ম্যাডাম আগনেসের একটা মেয়েকে একটা বাড়ীও কিনে দিয়েছে যাতে সে গোপনে সেখানে যেতে পারে। সত্য মিথ্যা জানবার তার কোন উপায়ই ছিল না। মার্গারেট শুধু এটুকু বলতে পারে যে সে যেই হোক না কেন— তাকে সে নিজের হাতে খুন করতে চায়।

নিজে যাতে পাগল না হয়ে যায় সে জন্যে মার্গারেট শহরের নানান কাজে মন দিল। নতুন একটা গীর্জা বসাবার জন্যে চাঁদা তুলল, খনিজ সন্ধানীদের দুস্থ পরিবারদের সাহায্যকল্পে একটা তহবিল গঠন করল। সে এও দাবী জানাল যে নিঃস্ব খনিজ সন্ধানীদের কেপটাউনে বিনে পয়সায় ফিরে যাবার জন্যে যেন জেমি তার ব্যক্তিগত রেল কোচটা ব্যবহার করতে দেয়। জেমি চেঁচাল,—এভাবে টাকা নষ্ট করবে? তারা পায়ে হেঁটে এসেছে পায়ে হেঁটেই ফিরে যাবে।

—তাদের সে ক্ষমতা নেই। তাহলে শহরকেই তাদের খাওয়া দাওয়া জামা কাপড়ের ব্যয় বহন করতে হবে।

শেষ পর্য্যন্ত জেমি বলতে বাধ্য হল, ঠিক আছে। কিন্তু এটা মহা বোকামোর কাজ।

মার্গারেট ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মার্গারেটের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে জেমি একটু গর্ব অনুভব না করে থাকতে পারল না। সে ভাবল, অন্য কারোর সুন্দর বউ হতে পারত মার্গারেট।

যে সুন্দরী বেশ্যাটিকে জেমি আলাদা বাড়ীতে রেখেছে তার নামও ম্যাগী। জেমি ভাবে ভাগ্যের আশ্চর্য পরিহাস যে তার স্ত্রীর নামে এরও নাম। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কোন মিল নেই। এই ম্যাগীর বয়েস একুশ বছর। লাল চুল, কামনাময় মুখ। বিছানায় বাঘিনী বিশেষ।

—সেদিন জেমি কোন আনন্দ পাচ্ছিল না। তাই সন্ধ্যেবেলায় ম্যাগীর কাছে গেল। ম্যাগীর মেজাজও ঠিক ছিল না। সে বিছানায় এলিয়ে শুয়েছিল। পরণের গাউনটা বিস্রস্ত হওয়ায় তার সোনালী স্তন আর উরু সন্ধির সেই পশমী ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছিল গাউনের ফাঁকে।

—আমি এই বাড়ীতে বন্দী থেকে পাগল হয়ে যাচ্ছি। ম্যাডাম আগনেসের ওখানে বরং ভাল ছিলাম। এ যেন কোন ক্রীতদাসী আমি। তুমি যখন বাইরে যাও তখন আমায় সঙ্গে নাও না কেন?

—কারণটা তো বলেছি, ম্যাগী।

তীব্র বেগে বিছানা ছেড়ে ম্যাগী উঠে দাঁড়াল। গাউনটা একেবারে ফাঁক হয়ে সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ল। —তুমি তোমাব ছেলেকে সব জায়গায় নিয়ে যাও। আমিও কী তোমাব ছেলেব মতই তোমাব প্রিয় নই?

—না। ভয়ংকর শীতল গলায় জেমি বলল। —তুমি তা নও।

—আমার কোন মূল্যই কি নেই তোমার কাছে? মাথা হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল ম্যাগি, বাঃ চমৎকার নীতিবাগিশ স্কচম্যান তো তুমি।

—স্কচ। স্কচম্যান।

—যীশুর দোহাই। সব সময়ে আমাকে বিদ্রূপ করা তুমি থামাবে? তুমি নিজেকে কি ভাব? আমার বাবা?

জেমিব যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল।—তুমি ম্যাডাম আগনেসেব কাছে কালই ফিরে যাবে। আমি তাকে বলে দেব। টুপিটা তুলে নিয়ে সে দোড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

—আমার কাছ থেকে তুমি এত সহজে নিস্তার পাবে না, বেজন্মা কোথাকার।

—আমি পাব। বলে জেমি বেরিয়ে গেল।

—রাস্তায় বেরিয়ে জেমি অবাক হয়ে দেখল যে তার পা টলছে। অনেক বেশী ব্র্যাণ্ডি খাওয়া হয়ে গেছে। ম্যাগি তাকে মিলনের জন্য প্রস্তুত করেছিল

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঝগড়াটা বাধল। অতৃপ্ত হয়ে সে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল।

বাড়ী ফিরে নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে জেমি দেখতে পেল যে মার্গারেটের ঘর থেকে আলোর রেখা আসছে। ও এখনও জেগে রয়েছে। হঠাৎ জেমির অরেঞ্জ নদীর গাছতলায় দেখা মার্গারেটের দেহসৌষ্ঠবের কথা মনে পড়ে গেল। মার্গারেট হয়ত এখন পাতলা নাইট গাউন বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। মদের নেশায় প্রভাবিত হয়ে জেমি দরজা ঠেলে মার্গারেটের ঘরে ঢুকে পড়ল।

—কেরোসিনের একটা ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছিল মার্গারেট! জেমিকে দেখে সে চমকে উঠে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে জেমি—কোন বিপদ ?

—জড়ানো গলায় জেমি বলল, বউকে দর্শন দিতে আমার সিদ্ধান্তটা কি অন্যায় ?

মার্গারেট একটা পাতলা নাইট গাউন পরেছিল। জেমি দেখতে পেল যে তার পরিপূর্ণ স্তনদুটো বস্ত্রের অভ্যন্তরে ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। বা! ওর দেহটা তো সুন্দর! জেমি পোষাক খুলতে শুরু করল।

মার্গারেট বিছানা থেকে লাফ মেরে নেমে এসে বিস্ফারিত চোখে বলল, এ তুমি কি করছ ?

জেমি লাথি মেরে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হেঁটে কাছে এগিয়ে এল। পরের মুহূর্তেই তাকেই তাকে বিছানায় ফেলে দিয়ে তার পাশে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ল, তোমাকে আমার চাই, ম্যাগি।

মদের আচ্ছন্নতায় সে বুঝতে পারছিল না কোন ম্যাগিকে সে চায়। শেষ পর্য্যন্ত জেমি মার্গারেটের হাত পা দুটোকে নিরস্ত করতে সক্ষম হল। মার্গারেট তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। —আমার সোনা। আমার জেমি প্রিয়। তোমাকে আমি ভীষণভাবে কামনা করি। গুমরিয়ে উঠল মার্গারেট।

জেমি ভাবল, না, তোমার ওপর এত অভদ্রতা করা আমার উচিত হয়নি। সকালে গিয়েই ম্যাডাম আগনেসকে বলব যে তুমি ওখানে যাচ্ছ না।

সকাল বেলায় মার্গারেট ঘুম থেকে উঠে দেখল যে সে বিছানায় একা। সে তখনও জেমির শক্তিশালী পুরুষালী দেহকে তার মধ্যে অনুভব করতে পারছিল। তার কানে বাজছিল জেমির সেই কথা গুলো, তোমাকে আমার চাই, ম্যাগি।

এক দুরন্ত আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়ে গেল। সব সময়েই সে ঠিকই ভেবে এসেছে, জেমিও তাকে ভালবাসে।

দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু মার্গারেট ভীষন এক উত্তেজনার ভেতর কাটাল। সে স্নান করল। চুল পরিস্কার করে বাঁধল। তার কোন সাজটা ঠিক জেমির পছন্দ হবে—তা স্থির করতে তাকে অনেকবার মন পাল্টাতে হল। রাঁধুনেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে জেমির প্রিয় খাবারগুলো বসে বসে রাঁধল। সাজালো ভোজন কক্ষের খাবার টেবিল মোমবাতি আর ফল দিয়ে।

জেমি নৈশ ভোজ সারতে বাড়ীতে এল না। এমন কি রাতেও বাড়ী ফিরল না। মার্গারেট লাইব্রেরী ঘরে রাত তিনটে পর্য্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করে করে একাকীই ঘুমোতে চলে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় জেমি বাড়ী ফিরে মার্গারেটকে দেখে খুব ভদ্রভাবে মাথা হেলিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে গেল। মার্গারেট তার পেছনে অবাক হয়ে পাথরের মত নিঃশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক সময়ে সে ধীরে ধীরে ঘুরে আয়নার দিকে তাকাল নিজেকে দেখবার জন্যে। আয়না তাকে বলল যে তাকে এত সুন্দর আর কখনও দেখায়নি। কিন্তু সে যখন আরও কাছ থেকে নিজেকে দেখল—সে তার চোখ দুটোকে চিনতে পারলনা। চোখ দুটো যেন অপরিচিত কারোর হবে। তার নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

উজ্জ্বল মুখে ডাক্তার টীগার বললেন, আপনার জন্যে একটা সুখবর আছে, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। আপনি একটি সন্তানের মা হতে চলেছেন।

মার্গারেট কথাটায় আঘাত পেয়ে ভেবে পেল না, হাসবে না কাঁদবে।—সুখবর? প্রেমহীন বিবাহের ফলশ্রুতি হিসেবে আর একটা সন্তানকে পৃথিবীতে আনা! এ অপমান মার্গারেট আর সহ্য করতে পারবে না। তাকে একটা রাস্তা দেখতেই হবে।

নৈশভোজের টেবিলে বসে মার্গারেট জেমিকে বলল, আজ আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। আমি সন্তান সম্ভবা।

একটা কথাও না বলে জেমি ছুঁড়ে তোয়ালেটা ফেলে দিয়ে দুমদাম করে ঘর

ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই মার্গারেট অনুভব করতে পারল যে সে জেমিকে যেমন গভীর ভাবে ভালবাসতে পারে তেমন গভীর ভাবে ঘৃণাও করতে পারে।

এটা একটা কঠিন গর্ভব্যবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মার্গারেট শুয়ে শুয়ে কল্পনা করত যে জেমি তার পায়ের কাছে এসে ক্ষমা চাইছে। তাকে উদ্দাম ভাবে ভালবাসছে। কিন্তু সেসব নেহাতই দূরন্ত কল্পনা মাত্র। বাস্তব হচ্ছে যে সে ফাঁদে পড়ে গেছে। তার যাবার কোন জায়গা নেই। গেলেও সঙ্গে ছেলেকে আর নিয়ে যেতে পারবে না।

ছোট জেমি এখন সাত বছরের। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, ক্ষিপ্রবুদ্ধি আর রসবোধ সম্পন্ন। সে যেন মায়ের অস্থির ভাবটা অনুভব করতে পারে। যখন ছোট জেমি প্রশ্ন করে, বাবা কেন রাতের পর রাত বাইরে থাকে- তোমায় নিযে যায় না?

মার্গারেট জবাব দেয়, তোমাব বাবা এক গুরুত্বপূর্ণ লোক। তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ বাবা।

—জেমি আর আমার ভেতরের ব্যাপার আমাদেরই। আমি চাইনা জেমি তার বাবাকে ঘৃণা করতে শিখুক।

মার্গারেট এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। মায়ের মত মুখ। বাবার মত চিবুক। কালো কোঁচকান চুল। মার্গারেট নাম রাখল কাটে। সে আবার ভাবল আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? একটা পথ আমাকে খুঁজে বার করতেই যবে।

• • •

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল কোন সাড়া শব্দ না দিয়েই হুড়মুড় করে জেমির অফিস ঘরে ঢুকে পড়ল। অবাক হয়ে জেমি তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

নামিবে ওরা দাঙ্গা করছে।

জেমি দাঁড়িয়ে পড়ল, কি—কি হয়েছে?

বার বছরের একটা ছেলে একটা হীরে চুরি করেছিল। হান্স জিমারম্যান অন্যমজুরদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাকে চাবুক মারতে থাকে সকলের সামনে। ছেলেটা মারা গেছে।

জেমি রাগে কেঁপে উঠল—হে যীশু! আমি বলেছিলাম না যে সব খনিতে

চাবুক মারা বন্ধ করা হোক।

আমি জিমারম্যানকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

বেজন্মাটাকে তাড়াও।

ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—কেন?

– কালোরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

—জেমি টুপিটা মুঠোয় ধরে বললে, এখানে থাক। আমি যতক্ষণ না ফিরি সবকিছুর ওপর নজর রাখবে।

—আমার মনে হয় ওখানে যাওয়াটা আপনার পক্ষে নিরাপদ হবেনা, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। যে ছেলেটাকে মেরে ফেলা হয়েছে সে বারলং উপজাতির। তারা ক্ষমা করেনা, তারা কিছু ভোলেওনা। আমি বরং।

কিন্তু জেমি ততক্ষণে চলে গিয়েছিল।

হীরের খনির দশ মাইল দূর থেকেই জেমি ম্যাকগ্রেগর ধোঁয়া দেখতে পেল। নামিবের সব কুঁড়েঘরগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার গাড়ী আরও কাছাকাছি যেতে সে গুলি ছোঁড়া আর আর্তনাদের শব্দও শুনতে পেল। ইউনিফর্ম ছাড়াই পুলিশরা গুলি ছুঁড়ছে। প্রধান কনস্টেবল বারনাভ মোদে জেমিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, দুঃশ্চিন্তা করবেন না, মিঃ ম্যাকগ্রেগর। আমরা প্রতিটা বেজন্মাকে গুলি করে খতম করব।

– তুমি উচ্ছন্নে যাও। জেমি চিৎকার করল, তোমার লোকদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ করতে বল। এক্ষুনি।

—কি··। আমরা যদি ·।

—যা করতে বলছি তাই কর। রাগে পাগল হয়ে উঠে জেমি দেখল, এক কৃষ্ণকায় মহিলা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল।—থামাও।

—যেমন বলবেন, স্যার। তিনমিনিট পরে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হল।

মাটির ওপর চারদিকে মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে।—যদি আপনি আমায় উপদেশ নেন। মোদে বলল, আমি তাহলে···।

—তোমার উপদেশে আমার দরকার নেই। ওদের নেতাকে হাজির কর।

দুজন কন্সটেবল হাতকড়া লাগানো একজন কৃষ্ণকায় যুবককে তার সামনে

হাজির করল। তার সারা শরীর রক্তাক্ত—তবু তার মধ্যে ভয়ের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ জ্বলছিল। জেমির মনে পড়ে গেল বাণ্টুদের আত্মাভিমানের কথা। বণ্ডা বলেছিল…।

—আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর।

—লোকটা থুথু ফেলল।

– যা ঘটেছে এখানে—তাতে আমার কোন হাত নেই। আমি তোমার লোকজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে চাই।

—তাদের বিধবাদের এসব কথা গিয়ে বলুন।

জেমি মোদের দিকে তাকিয়ে বলল, জিমারম্যান কোথায়?

—তাকে আমরা এখনও খুঁজছি, স্যার।

জেমি কৃষ্ণকায় লোকটির চোখের উজ্জ্বলতা দেখে বুঝল যে তাকে আর পাওয়া যাবে না কোনদিন।

জেমি লোকটাকে বলল, আমি তিনদিনের জন্যে খনি বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি তোমার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তোমাদের সমস্ত অভিযোগের একটা তালিকা তৈরী কর। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি তা ন্যায্যভাবে বিবেচনা করব। এখানে যা যা অন্যায় জিনিষ রয়েছে আমি তার সবকিছুর প্রতিকার করব।

লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

—এখানে একজন নতুন ফোরম্যান আসবে। চমৎকার পরিবেশ তৈরী করা হবে। কিন্তু আমি আশা করব তোমাদের লোকজনেরা তিন দিনের মধ্যে কাজে ফিরে যাবে।

প্রধান কন্সটেবল অবিশ্বাস ভরা গলায় প্রশ্ন করল, তার মানে আপনি লোকটাকে ছেড়ে দিতে বলছেন? ওরা আমাদের কয়েকজনকে খুন করেছে।

—এর পূর্ণ তদন্ত হবে · এবং ··।

তাদের দিকে জোর কদমে একটা ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ হতে জেমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল আসছে। হঠাৎ তার আসাটা জেমির মনের মধ্যে এক অশুভ ভাবের সূচনা করল।

—ঘোড়া থেকে ডেভিড লাফিয়ে নামল. মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আপনার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পৃথিবী যেন হঠাৎ শীতল হয়ে গেল জেমির কাছে।

ক্লিপড্রিফটের প্রায় অর্ধেক মাঠ ঘাট, নদী খাত, পাহাড় বন্দর তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথাও ছোট জেমিকে পাওয়া গেল না।

জেমি ভাবল, ছেলেটা বোধহয় এমনিই কোথাও চলে গিয়ে থাকবে, আবার ফিরে আসবে।

জেমি মার্গারেটের ঘরে গেল।

—কোন খবর আছে? সে জানতে চাইল জোর গলায়।

—না, এখনও পাইনি। তবে পেয়ে যাব। এক মুহূর্তের জন্যে জেমি তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মিসেস ট্যালীর সান্ত্বণায় মার্গারেটের চোখ জলে ভরে গেল, ছোট্ট জেমির কেউ কোন ক্ষতি নিশ্চয় করবেনা। করবে কি?

—আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। মেয়েটাকে আমায় দিন। বলে কাছে নিয়ে মিসেস ট্যালী নার্সারী ঘরে ঢুকে খাটে শুইয়ে দিলেন।

মাঝরাতে একটা লোক জানলা খুলে নিঃশব্দে কাটের খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে কম্বলে মুড়ে নিল।

এওা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমন নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল।

কাটের অন্তর্ধানটা মিসেস ট্যালীই প্রথম আবিষ্কার করলেন।

আরও একটা দিন কেটে গেল। ছোট জেমির কোন খবর পাওয়া গেল না। জেমি ব্ল্যাকওয়েলকে প্রশ্ন করল, তোমার কি মনে হয় জেমির ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটেছে?

ডেভিড আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলল, মনে তো হয় না।

কিন্তু মনে মনে ডেভিড নিশ্চিত যে খারাপ কিছুই ঘটেছে। কারণ, বান্টুরা ক্ষমা করে না। কোন কিছু ভোলে না।

পরের দিন সকালে বৃথা অনুসন্ধান করে একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে জেমি বাড়ী ঢুকল। ডেভিড বসেছিল। জেমিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মিঃ ম্যাকগ্রেগর, আপনার মেয়েকেও অপহরণ করা হয়েছে।

জেমি বিবর্ণ মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে জেমি শোয়নি। বিছানায় পড়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল, সে একটা বাওয়াব গাছের নীচে ঘুমিয়ে আছে। ছোট জেমি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, বাবা ওঠ, উঠে পড। একটা সিংহ আসছে।

চোখ খুলে জেমি দেখল তার সামনে বণ্ডা দাঁড়িয়ে।

আমার ছেলে কোথায় ?

মারা গেছে।

ঘরটা ঘুরতে আরম্ভ করল।

আমি দুঃখিত। তাদের নিবৃত্ত করতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল. তোমার লোকেরা বাণ্টুদের রক্ত ঝরিয়েছে। আমার লোকেরা প্রতিহিংসা চেয়েছিল।

দুহাতে মুখ ঢাকল জেমি।—তারা আমার ছেলেকে কি করেছিল ?

—তাকে তারা মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি দেখতে পেয়ে তাকে কবর দিই।

—ও— না। ও— না।

—তাকে আমি বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, জেমি।

জেমি ধীরে ধীরে তার মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল। তারপর ফ্যাসফেঁসে গলায় প্রশ্ন করল, আমার মেয়ে ?

তারা তাকে ছুঁতে পাবার আগেই আমিই তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সে তার শোবার ঘরে ফিরে এসে এখন ঘুমোচ্ছে। তার কোন ক্ষতি হবে না। এখন যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।

—জেমি মুখ তুলে তাকাল। তার সারা মুখে এখন ঘৃণা।—আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব ঠিকই। কিন্তু আমার ছেলেকে যারা খুন করেছে তাদের আমার চাই। তাদের মূল্য দিতেই হবে।

বণ্ডা শান্তস্বরে বলল, তাহলে তোমাকে আমার উপজাতির সবাইকেই খুন করতে হবে, জেমি।

বণ্ডা চলে গেল।

* * *

মার্গারেট তিনদিন ধরে বিছানায় শুয়েছিল। কারোর সঙ্গে কথা বলতে বা

দেখা করতে সে অস্বীকার করেছিল। মাঝরাত্রে হঠাৎ জোরে কোন কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনে সে ভাবল যে ছোট জেমি বোধহয় ফিরে এসেছে।

মার্গারেট দ্রুত বিছানা থেকে নেমে ছেলের ঘরের দিকে ছুটল। দরজার বাইরে থেকে সে ঘরের ভেতরে অদ্ভুত এক জন্তুর শব্দ শুনতে পেল। তার বুক ভীষণ ভাবে দুরুদুরু করে উঠল। দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল।

তার স্বামী মেঝেয় পড়ে আছে। মুখ আর দেহ বেঁকে গেছে। একটা চোখ বন্ধ। অন্য চোখটা যেন তার দিকে হাস্যোদ্দীপক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। জেমি কথা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কথাগুলো যেন জন্তুর শব্দের মত জড়ানো। দুর্বোধ্য।

মার্গারেট ফিসফিস করে বলল, ও জেমি ···। আমার জেমি· ।

ডাক্তার টীগার বললেন, আমার মনে হচ্ছে অবস্থাটা খারাপ। আপনার স্বামীর একটা ভয়ংকর "হার্ট স্টোক" হয়েছে। মরন-বাঁচন আধাআধি, বাঁচলেও অকর্মণ্য হয়ে থাকবেন। আমি একটা কোন বেসরকারী 'স্যানাটোরিয়ামে' এঁর ব্যবস্থা করে দেব।— যাতে ঠিকমত যত্ন নেওয়া হয়।

—না।

—না। মানে? অবাক হয়ে ডাক্তার টীগার প্রশ্ন করলেন।

—কোন হসপিটাল নয়। আমি তাকে এখানে আমার সঙ্গে চাই। দুএক মুহূর্ত চিন্তা করে ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে। আমি তাহলে একজন ভাল নার্সের ব্যবস্থা করে ।

—আমার কোন নার্সের প্রয়োজন নেই। আমি নিজে জেমির সেবা করব।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, তা সম্ভব নয়। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন মিসেস ম্যাকগ্রেগর, আপনার স্বামী আর কোনরকমেই একজন সক্ষম মানুষ নন। তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছেন—এবং যতদিন বাঁচবেন এইরকমই থাকবেন।

মার্গারেট বলল, আমি তার দেখাশোনা করব।

সত্যিই জেমি এখন শেষ পর্য্যন্ত তারই হল। মার্গারেট ভাবল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জেমি ম্যাকগ্রেগর অসুস্থ হয়ে পড়ার দিন থেকে ঠিক এক বছর বেঁচেছিল এবং সেটাই ছিল মার্গারেটের জীবনের চরম সুখের সময়। জেমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল। সে কথা বলতে পারতনা—নড়াচড়া করতেও পারত না। মার্গারেটই তার সেবা করত, তার সমস্ত রকম প্রয়োজন দেখাশোনা করত। দিনের বেলায় সে তাকে একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে সেলাইঘরে নিয়ে যেত। সেখানে সেলাই করতে করতে মার্গারেট তার সঙ্গে কথা বলত—গৃহস্থালীর সব টুকিটাকী কথাবার্তা যা এর আগে জেমির কোন দিনই শোনার মত সময় হয়নি। রাতে সে জেমির কংকালসার দেহটা বয়ে নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে বিছানায় তারই পাশের জায়গায় শুইয়ে দিত। মার্গারেট তাকে কাছে টেনে নিয়ে এক তরফা নানান কথা বলে যেত যতক্ষণ না সে ঘুমিয়ে পডত।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ক্রুগার ব্রেণ্ট কোম্পানী পরিচালনা করত। মাঝে মধ্যে কাগজপত্র সই করবার জন্যে সে মার্গারেটের কাছে এসে জেমির ঐ অসহায় অবস্থা দেখে তার কষ্ট হত। ভাবত, আমার সব কিছুর জন্যে আমি এই লোকটির কাছে ঋণী।

মার্গারেট তার স্বামীকে বলত, তুমি ভালই পছন্দ করেছিলে। ডেভিড চমৎকার লোক। তাকে দেখে তোমার কথাই একটু আধটু মনে পড়ে যায়। তবে সোনা, তোমার মত এত চালাক কেউ নেই— হবেও না আর। জান, আজ ছোট্ট কাটে কথা বলেছে। আমি হলফ করে বলতে পারি যে আজ সকালে সে 'মা' বলেছে…। সে তোমার চোখ আর মুখের গড়নটা পেয়েছে। বড় হলে ভীষণ সুন্দরী হবে।

পরের দিন মার্গারেট ঘুম থেকে উঠে দেখল যে জেমি ম্যাকগ্রেগর মারা গেছে। সে মৃত জেমিকে দুহাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল।—সোনা। ঘুমোও। ঘুমোও আমার সোনা। আমি সবসময় তোমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবেসেছি। আশাকরি সে কথা তুমিও জান। আমার নিজের প্রিয় ভালবাসা—বিদায়।

এখন মার্গারেট সম্পূর্ণ একা। স্বামী আর ছেলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধুমাত্র সে নিজে আর তার মেয়ে রয়ে গেছে। মার্গারেট কাটের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত কাটেকে নিরীক্ষণ করে চেঁচিয়ে বলল, কাটে, তুমি

তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্যোগের সময়। কাটের সপ্তম জন্মদিনে ১২ই অক্টোবর ১৮৯৯ সালে বৃটিশরা বুয়োরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ডেভিড মার্গারেটকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যাবার জন্যে পরামর্শ দিল। কিন্তু মার্গারেট তা অস্বীকার করল।—আমার স্বামী এখানে রয়েছে।

—আমি বুয়োরদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি।—আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না তো ?

—হবে, নিশ্চয়। মার্গারেট বলল,—তবে আমি কোম্পানীকে চালু রাখার চেষ্টা করব।

পরের দিন সকালে ডেভিড চলে গেল।

একদিন সকালে মার্গারেটের এক কর্মচারী ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বৃটিশরা ক্লিপড্রিফটের দিকে এগিয়ে আসছে।

পাঁচঘণ্টা পরে মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর একজন যুদ্ধ বন্দী হল। বন্দীদের কাঁটা তারে ঘেরা একটা বড় প্রান্তরে অস্ত্রধারী বৃটিশ সৈনিকদের প্রহরায় রাখা হল। অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়।

দীর্ঘ তিনবছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯০২ সালে বুয়োররা আত্ম-সমর্পণ করল। পঞ্চান্নহাজার বুয়োর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। সৈন্য-স্ত্রীপুরুষ শিশু মিলিয়ে মারা গেল চৌত্রিশ হাজার। এই চৌত্রিশ হাজারের মধ্যে আবার আঠাশ হাজার শুধুমাত্র মারা গেল ইংরেজদের বন্দী শিবিরে অনাহারে, রোগে আরও নানান কারণে। এই তথ্যটা জীবিতদের মনে সুতীব্র তিক্ততার সৃষ্টি করল।

একদিন বন্দী শিবিরের দ্বার খুলে গেল। মার্গারেট মেয়েকে নিয়ে ক্লিপড্রিফটে ফিরে গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে এক শান্ত রবিবারে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলও ফিরে এল মার্গারেটদের কাছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ জগতের কাছে নতুন শান্তি নতুন সম্ভবনার কথা বয়ে নিয়ে এল। নতুন নতুন আবিষ্কার হতে থাকল, বাষ্পীয় আর ইলেকট্রিক গাড়ী,

সাবমেরিন, উড়োজাহাজ, জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দেড়'শ কোটীর কাছাকাছি। সময়টা ছিল বেড়ে ওঠা আর পরিব্যপ্ত হওয়ার যুগ। ডেভিড আর মার্গারেট প্রত্যেক সুযোগগুলো পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল।

ঐ সময়ে কাটে কারোর দেখাশোনা ছাড়াই বড় হয়ে উঠল। কারণ, তার মা ডেভিডের সহায়তায় কোম্পানী চালাতে এত ব্যস্ত রইল যে তাকে দেখাশোনা করার কোন সময়ই ছিল না। তাই কাটে হয়ে উঠল উদ্দাম স্বভাবের, গোঁয়ার, খেয়ালী।

একদিন বিকেলে মার্গারেট অফিস থেকে ফিরে দেখল যে তার চোদ্দ বছরের মেয়ে কর্দমাক্ত বাগানে দুটো ছেলের সঙ্গে ঘুঁসোঘুঁসি করছে।

—কি নারকীয়। তার দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল।—এই মেয়েই কিনা একদিন ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানী পরিচালনা করবে। হে ভগবান আমাদের করুণা কর।

কাটে এবং ডেভিড

১৯০৬—১৯১৪

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৯১৪'র গ্রীষ্মকালের এক গরম রাতে কাটে ম্যাকগ্রেগর জোহানেসবার্গে ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানীর নতুন সদরদপ্তর অফিসে একাই কাজ করছিল। কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে সে এক সময় সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। দুটো পুলিশের গাড়ী আর একটা বিচালী ভর্তি খেলোগাড়ী তার অফিসের সামনে এসে থামল।

দরজায় টোকা পড়ল।—ভেতরে আসুন। কাটে বলল।

দরজা ঠেলে দুজন পোষাকধারী পুলিশ ঘরে ঢুকল। একজনের পোষাকে পুলিশ অধ্যক্ষের তকমা আঁটা।

—ব্যাপারটা কি? কাটে জোর গলায় জানতে চাইল।

—এই রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি মিস ম্যাকগ্রেগর। আমি পুলিশ অধ্যক্ষ কমিনস্কি।

—সমস্যাটা কি, অধ্যক্ষ মশায়?

—আমাদের কাছে খবর রয়েছে যে একজন জেল পালানো খুনীকে কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেখা গেছে।

—মার্গারেটের মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল, এই বাড়ীতে ঢুকেছে?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। লোকটা সশস্ত্র এবং বিপদজ্জনক।

কাঁপা গলায় কাটে বলল, তাহলে ওকে খুঁজে পেতে এখান থেকে যদি ধরে নিয়ে যেতে পারেন আমি খুব স্বস্তি পাব।

—আমরা ঠিক তাই করতে এসেছি, মিস ম্যাকগ্রেগর। আপনি কি সন্দেহ জনক কিছু দেখেছেন বা শব্দ শুনেছেন?

—না। তবে আমি এখানে একা। লুকিয়ে থাকার জন্যে এ বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। আপনার লোকেদের বলুন, জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে।

—আমরা শুরু করছি।—আচ্ছা কোন ঘর কি তালা বন্ধ রয়েছে ?

—মনে তো হয় না। আর হলেও আমি তা আপনাদের দেখবার জন্যে খুলে দিচ্ছি।

অধ্যক্ষ কামিনস্কি দেখতে পাচ্ছিলেন যে কাটে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। এর জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে যদি জানতে পারে লোকটা কি মরিয়া ধরণের লোক তাহলে তো কাটে আরও ভয় পেয়ে যাবে। —ঠিক আছে। আমরা দেখছি।

পুলিশরা ধীরে ধীরে নিয়ম মাফিক ভাবে মাটির তলার ঘর থেকে আরম্ভ করে ছাদ পর্য্যন্ত আঁতিপাঁতি করে খোঁজ করার মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে অধ্যক্ষ এসে হাজির হলেন কাটের ঘরে।

—পাননি তাকে ?

—এখনও নয়। তবে দুঃশ্চিন্তা করবেন না।

—আমি ভয় পাচ্ছি, অধ্যক্ষ। যদি এই বাড়ীতে সত্যিই একজন পলাতক খুণী লুকিয়ে থাকে—তবে তাকে খুঁজে বার করুন।

—নিশ্চয় করব। আমরা কুকুর এনেছি।

বলতে বলতে চেন বাঁধা দুটো বড় বড় জার্মান সেপার্ড নিয়ে কুকুর পরিচালকটি ঘরে ঢুকে বলল, স্যাব, কুকুর দুটো এই ঘরটা ছাড়া সারা বাড়ী খুঁজে দেখেছে।

—আপনি কি বিগত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ঘর ছেড়ে একবারও বেরিয়ে ছিলেন ? অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, ফাইল ঘরে কয়েকটা রেকর্ড দেখার জন্যে আমি একবার গিয়েছিলাম। আপনি কি মনে করেন যে···কাটে ভয়ে শিহরিত হল। —দয়া করে আপনারা আমার এই অফিসটাও দেখুন।

কুকুর দুটো খেপে উঠল। তারা একটা বন্ধ দরজার কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচানো শুরু করল।

—হে ভগবান! কাটে চিৎকার করে উঠল—লোকটা এখানে রয়েছে।

অধ্যক্ষ রিভলবার বার করে দরজাটা খোলবার আদেশ দিলেন।

দুজন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। কুকুর দুটো সেই ঘরের ভেতরে আর একটা বন্ধ দরজার দিকে চিৎকার করে ছুটে গেল।

—ওটা কিসের ঘর?

--প্রসাধন ঘর।

--খুলুন।

কিন্তু দেখা গেলে সেটাও ফাঁকা। কুকুর পরিচালক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সারা ঘর ছোটাছুটি করে কুকুর দুটো কাটের টেবিলের একটা বন্ধ ড্রয়ারের কাছে এসে চেঁচাতে থাকল। কুকুর দুটো গন্ধ পেয়েছে ঠিকই।—কিন্তু কোথায়? পরিচালকটি স্বগোক্তি করল।

কাটে হেসে ফেলে বলল, ড্রয়ারেব ভেতবে।

পুলিশ অধ্যক্ষ লজ্জিত হয়ে কুকুর পরিচালকটিকে বললেন, ও দুটোকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি দুঃখিত মিস ম্যাকগ্রেগর।

উদ্বিগ্ন স্বরে মার্গারেট বলল, না—না, আপনি যেতে পারবেন না।

---আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার লোকজনেরা এই বাড়ীর প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা খুঁজে পেতে দেখেছে। লোকটা এখানে নেই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনি একান্ত ভাবেই নিরাপদ বলে মনে করতে পারেন।

*   *   *

কাটে জানলা দিয়ে শেষ পুলিশ ভ্যানটাকে দৃষ্টির আডালে চলে যেতে দেখার পর এগিয়ে এসে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল। তার থেকে রক্তমাখা একজোড়া ক্যানভাসের জুতো বার করে করিডোর ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার কাছে থামল। লেখা রয়েছে, 'ব্যক্তিগত'। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কর্মচারীদের জন্যে। ঘরটা ফাঁকা। কেবলমাত্র দেওয়ালের গায়ে গাঁথা রয়েছে মানুষ হেঁটে যেতে পারে এমন একটা তালা লাগানো বিশাল সিন্দুক। এটাই হচ্ছে ক্রুগার ব্রেণ্ট কোম্পানীর হীরের কোষাগার। জাহাজে তোলার আগে সব হীরে এখানেই জমা থাকে। কাটে সিন্দুকের গায়ে লাগানো চাকতিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক নির্দিষ্ট সংখ্যা সাজাল তারপর টেনে সিন্দুকের দরজাটা খুলে ফেলল।

সিন্দুকের মেঝেয় অর্ধচেতন হয়ে বণ্ডা পড়ে আছে।

মার্গারেট তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ওরা চলে গেছে।

বণ্ডা ধীরে ধীরে চোখ খুলে কোন রকমে একটু মৃদু হাসল, যদি আমি এই সিন্দুক থেকে পালাবার পথটা পেতাম—তাহলে কত টাকার মালিক হয়ে যেতাম জান?

কাটে বণ্ডাকে সাবধানে ধরে তুলে দাঁড় করাল। জুতো দুটো পরতে পারবে কি? বণ্ডার কাছ থেকে সে জুতো দুটো আগেই চেয়ে নিয়েছিল কুকুরগুলোকে ধোঁকা দেবার জন্যে। সে জানত যে কুকুর আনা হবে। তাই সে নিজেই জুতো দুটো পায়ে দিয়ে সারা অফিস ঘুরে বেরিয়ে আসার পর খুলে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

বণ্ডার জুতো পরা হয়ে গেলে কাটে বলল, তোমাকে এখন এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে হবে।

মাথা নেড়ে বণ্ডা বলল, না। আমি নিজেই পথ দেখে নেব। তোমাকে যদি ধরতে পারে তাহলে এমন বিপদে পড়বে যা তুমি সামলাতে পারবেনা মোটেও।

—সে ব্যাপারটা আমাকেই চিন্তা করতে দাও।

বণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার সিন্দুকটার দিকে তাকাল।

—তোমার কি কোন হীরের নমুনা চাই? তাহলে নিজেই খুশীমত বেছে নাও যত চাও।

বণ্ডা কাটের দিকে তাকিয়ে দেখল যে সে কথাগুলো সত্যি সত্যিই বলছে।—তোমার বাবা আমাকে অনেকদিন আগে এমন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

—মার্গারেট বাঁকাভাবে হাসল, জানি।

—আমার টাকার প্রয়োজন নেই। আমার শুধু শহরটা থেকে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন।

—কেমনভাবে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবছ?

—একটা রাস্তা বার করে নেব ঠিকই।

—আমার কথা শোন। পুলিশ নিশ্চয় ইতিমধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার প্রতিটা রাস্তা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে। একা একা বেরিয়ে যাবার কোন

সুযোগই তুমি করতে পারবে না। বণ্ডা নিঃস্ব অসহায় ভাবে ছেঁড়াখোড়া রক্ত-মাখা একটা সার্ট আর জ্যাকেট পরে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে অসংখ্য বলিরেখা। মাথার চুল ধূসর। কিন্তু কাটে তার দিকে তাকাতে শৈশবকালে প্রথম দেখা সেই দীর্ঘকায় সুন্দর চেহারাটাই যেন সে দেখতে পেল।

—বণ্ডা ওরা তোমায় ধরতে পারলে মেরে ফেলবে। তুমি আমার সঙ্গে আসবে।

—আমার মনে হয় তোমার বাবার চেয়েও তুমি আরও ভাল একটা উপায়ের কথা চিন্তা করেছ। বণ্ডার কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল শোনাল। কাটে অবাক হয়ে চিন্তা করল—কতটা রক্ত ক্ষরণ হয়েছে বণ্ডার শরীর থেকে ?

—কথা না বলে নিজের শক্তিটুকু সঞ্চয় করে রাখ। আমার ওপর সব ছেড়ে দাও। কাটে ভাবল, বণ্ডার জীবন এখন তার হাতে। তার কিছু একটা হয়ে গেলে সে সহ্য করতে পারবে না।—আঃ! ডেভিড যদি এই সময় চলে না যেত।—আমি আমার গাড়ীটা নিয়ে আসছি। গাড়ীর পেছনটা খুলে দেব। ঢুকে পড়ে মেঝেয় শুয়ে পড়বে। একটা কম্বলও থাকবে—মুড়ি দিয়ে নিও।

—কাটে। ওরা প্রত্যেকটা মটর গাড়ী তল্লাসী করবে।

—আমরা মটর গাড়ী করে যাচ্ছি না। সকাল আটটায় কেপ টাউন গামী একটা ট্রেন রয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত রেল কে বনট, তাতে জুড়বার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি।

—তুমি তোমার ব্যক্তিগত রেলকোচে করে আমায় জোহানেসবার্গ থেকে বার করে নিয়ে যাবে ?

—ঠিক তাই।

বণ্ডা কোন রকমে মৃদু হেসে বলল, না! তোমরা ম্যাকগ্রেগররা দেখছি সত্যিই উত্তেজনা ভালবাস।

* * *

তিরিশ মিনিট পরেই কাটের মটর গাড়ী স্টেশন ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ল। কাটে দেখল অনেক পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—অধ্যক্ষ কমিনস্কি!

অবাক হয়ে পুলিশ অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন, মিস ম্যাকগ্রেগর! আপনি এখানে ?

—আপনি ভাবতে পারেন যে আমি একজন ভীতু মেয়েছেলে। তবু আমি স্থির করেছি সেই ভয়ংকর খুনীটা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত আমি আর জোহানেসবার্গে থাকছি না। তাকে ধরতে পেরেছেন কি ?

—না ম্যাডাম। তবে অনুমান করছি যে সে ট্রেনে চড়ে পালাবারই চেষ্টা করবে। তাকে ধরে ফেলব নিশ্চয়। তা কোথায় যাচ্ছেন ?

আমার ব্যক্তিগত রেলকোচটা সাইডিং এ রয়েছে। কেপটাউন যাব।

—সঙ্গে কোন লোক দেব কি ?

—ধন্যবাদ। আপনারা এখানে রয়েছেন জানাটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্বাস করুন, আমি সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব।

পাঁচমিনিট পরেই কাটে আর বণ্ডা নিরাপদে কোচটার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

—আমরা কেপটাউনে পৌছোনোর পর···।

—আমরা ?

—তুমি কি ভেবেছ যে আমি আমার সব মজা মাটি করার জন্যে তোমাকে একা একা যেতে দেব ?

বণ্ডা মাথা হেলিয়ে দিয়ে জোরে হেসে উঠে ভাবল যে সে তার বাবার মেয়েই বটে।

সকালবেলায় গাড়ী ছেড়ে দেবার পর কাটে বণ্ডাকে বলল, এবার বলতো দেখি ব্যাপারটা কি ঘটেছিল ?

বণ্ডা ভেবে পেল না সে কোথা থেকে সে শুরু করবে? সেকি প্রেসিডেন্ট 'উমপল ক্রুগারের' দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে দেওয়া সেই ভাষণ "আমরা কালোদের প্রভু হয়ে তাদের এক সেবক জাতে পরিণত করব ·এইখান থেকে শুরু করবে, নাকি সাম্রাজ্য বিস্তারকারী সিসিল রোডসের সেই উদ্দেশ্য, "আফ্রিকা শ্বেতকারদের জন্যে", এইখান থেকে শুরু করবে! শেষ পর্য্যন্ত সে বলল, আমার বড়ছেলে নটোন বেনথলকে পুলিশ এক রাজনৈতিক মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরের দিনে তাকে কয়েদ খানায় ঝুলতে দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশের বক্তব্য সে নাকি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি আমার ছেলেকে জানি। এটা নিছক হত্যা।

—হে ভগবান! কতই বা বয়স ওর! কাটে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে

পড়ল কত তারা এক সঙ্গে খেলেছে—হেসেছে! কত সুন্দর ছিল সে।—আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু ওরা তোমার পেছনে পড়ল কেন?

ছেলের মৃত্যুর পর কৃষ্ণকায়দের সংঘটিত করার ভার আমি নিলাম। পুলিশ আমাকে রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করল। আমাকে এক মিথ্যে ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার করে কুড়ি বছরের সাজা দিল। আমরা চারজন মিলে জেল ভেঙ্গে পালাবার সময় একজন প্রহরী গুলিতে মারা যায়। তারা আমাকে দোষী বলে ঘোষণা করে। অথচ আমি জীবনে কখনও বন্দুক ছুঁইনি।

—তা আমি বিশ্বাস করি। আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে এমন এক জায়গায় রাখা যেখানে তোমার জীবন নিরাপদ হবে।

—তোমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলার জন্যে আমি দুঃখিত।

—তুমি আমাকে কোন কিছুর মধ্যে জড়াওনি। তুমি আমার বন্ধু।

বণ্ডা হাসল।—তুমি কি জান, প্রথম কোন সাদা চামড়ার মানুষকে এ পর্য্যন্ত আমি আমাকে 'বন্ধু' বলে ডাকতে শুনেছি? সে তোমার বাবা।

ভোর বেলায় ওরচেস্টারে ঘুম থেকে উঠে কাটে দেখল বণ্ডার বিছানা শূন্য। বণ্ডা চলে গেছে।

*　　*　　*

কাটে জোহানেসবার্গে ফিরে এসে ডেভিডকে সব বলতেই সে ধমক দিয়ে উঠল, আমি ভাবতে পারছি না যে তুমি এত বোকা। নিজের নিরাপত্তাকেই শুধু তুমি বিঘ্নিত করনি কোম্পানীকেও বিপদে ফেলেছিলে। পুলিশ বণ্ডাকে পেলে কি করত, জান?

উদ্ধতভাবে কাটে বলল, হ্যাঁ, মেরে ফেলত।

হতাশ হয়ে ডেভিড কপাল মুছতে মুছতে বলল, তুমি কি কিছু বুঝতে পারনা?

—তুমি ভীষন ভাবে সঠিক কথাটাই বলেছ। আমি বুঝতে পারি। আমি বুঝতে পারি যে তুমি এক (অহৃদয়া) অনুভূতিহীন লোক। রাগে কাটের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

—তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।

ডেভিডকে আঘাত করার জন্যে কাটে হাত তুলল। ডেভিড তার হাত দুটো ধরে ফেলল।—কাটে, তোমাকে মেজাজ সংযত করা শিখতে হবে।

কথাগুলো কাটের মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে থাকল—কাটে, তোমাকে মেজাজ সংযত করা শিখতে হবে···।

অনেকদিন আগেকার কথা। কাটের তখন চার বছর বয়েস। কাটে একটা ছেলের সঙ্গে ঘুঁসোঘুঁসি করছিল। ডেভিডকে আসতে দেখে ছেলেটা পালায়। কাটে তাকে ধরবার জন্যে পেছন পেছন ছুটল ডেভিড তাকে ধরে ফেলে বলে, কাটে, তোমাকে মেজাজ সংযত করা শিখতে হবে। ডেভিড তাকে কোলে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। বড়দের মধ্যে ডেভিডই একমাত্র কাটেকে বুঝতে পারত। কাটেও ডেভিডের কোলে চড়তে ভালবাসত। ডেভিড সম্পর্কে সব কিছুই তার ভাল লাগত। শহরে থাকলে ডেভিড তার সঙ্গে সময় কাটাত। জেমি কোন এক অবসর মুহূর্তে বণ্ডার সঙ্গে তার সেই অভিযানের কাহিনী তাকে বলেছিল। ডেভিড গল্পগুলো কাটেকে বলেছিল। কিন্তু কাটে বারবার সেই ভেলা-হাঙর-সমুদ্র কুয়াশার কথা শুনতে চাইত। কাটে তার মায়ের সাহচর্য পেতনা। সে কোম্পানী চালাতেই ব্যস্ত। ফলে কাটে হয়ে উঠেছিল গোঁয়ার-স্বেচ্ছাচারী এবং আয়ত্বের বাইরে। মা বা মিসেস ট্যালীকে সে মানতই না। তার কোন মেয়ে বন্ধু ছিল না। নাচের স্কুলে যেতে চাইত না। কিশোর ছেলেদের সঙ্গে সে রাগবী খেলে বেড়াত। স্কুলে গিয়ে কাটে বদমায়েসীর নজির গড়ে তুলতে লাগল। ক্ষমা চাইবার জন্যে কম করে মাসে একবার মার্গারেটকে স্কুলে যেতে হত। হেডমিস্ট্রেস বলতেন, অত বুদ্ধিমতী মেয়ে কিন্তু কেন যে ঐসব করে তার সবকিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। বুঝিনা যে কেন!

মার্গারেটও বুঝত না।

* * *

একজনই মাত্র কাটেকে সামলাতে পারত সে হচ্ছে ডেভিড।

* * *

দশবছর বয়সের সময় কাটে একবার ডেভিডকে বলল, আমি বণ্ডাকে দেখব।

অবাক হয়ে ডেভিড বলল, তা কি করে সম্ভব? তার খামারবাড়ী অনেক দূরে।

—তুমি কি আমায় নিয়ে যাবে না আমি একাই যাব?

পরের সপ্তাতেই ডেভিড তাকে বণ্ডার কাছে নিয়ে গেল। বণ্ডা ডেভিডের

পাশে তাকে রেখেই বলল, মনে হচ্ছে তুমি জেমি ম্যাকগ্রেগরের মেয়ে।

কাটে গম্ভীর ভাবে বলল, তুমি নিশ্চয়ই বণ্ডা। বাবার জীবন বাঁচাবার জন্যে আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

বণ্ডা হেসেই খুন।—নিশ্চয় তোমাকে কেউ গল্প করেছে।

কাটে সারা বিকেলটা বণ্ডার দুই ছেলের সঙ্গে খেলে কাটাল। রাতে সকলের সঙ্গে খেতে বসল। কৃষ্ণকায় এক পরিবারের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করতে ডেভিডের অবশ্য অস্বস্তি হচ্ছিল।

রাত বাড়লে ফিরে যাবার তাড়া লাগালে কাটে বলল, এখনি নয়। তারপর বণ্ডার দিকে ফিরে বলল, হাঙ্গরদের গল্পটা আমায় বল…।

সেইদিন থেকে ডেভিড যখনই শহরে থাকত তাকে কাটেতে নিয়ে বণ্ডার কাছে আসতে হোত।

* * *

তা সত্ত্বেও কাটের খেয়ালীপনা বেড়েই চলল। তার বয়সী মেয়েদের কোন ব্যাপারেই সে যেত না। বরং ডেভিডের সঙ্গে খনিতে, মাছ ধরতে শিকার করতে সে ভালবাসত। একদিন ভাল নদীতে মাছ ধরার সময় ডেভিড তাকে বলল, তোমার বরং ছেলে হয়েই জন্মান ভাল ছিল।

বিরক্ত হয়ে কাটে বলেছিল, বোকার মত কথা বোল না, ডেভিড। তাহলে আমি তো আর তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। আমরা বিয়ে করব, জান?

ডেভিড হেসে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার চেয়ে বাইশ বছরের বড় তোমার বাবা হবার মত। তার চেয়ে আমি একটা সুন্দর ছেলে দেখেছি…।

—আমার কোন সুন্দর ছেলের দরকার নেই। আমি তোমাকে চাই।

কাটের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না যে সে ডেভিডকে বিয়ে করবে। জগতে তার জন্যে সেই একমাত্র পুরুষ।

* * *

কাটের এখন চোদ্দ বছর বয়েস।—একদিন প্রধান শিক্ষিকা মার্গারেটকে স্কুলে ডেকে বললেন, এটা একটা সম্ভ্রান্ত স্কুল। কাটে যে সব নোংরা কথাবার্তা অন্যসব মেয়েদের শেখাচ্ছে…। আমি ওসব কথা জীবনে কখনও শুনিনি।

মার্গারেট ভাবলেন, এবার ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন। ওকে দূর কোন স্কুলে পাঠিয়ে দিতে হবে।

—ডেভিডকে কথাটা বলতে সে বলল, মনে হয় না কাটে এটা মেনে নেবে।

মার্গারেট বলল, আমি নিরুপায়। আমি বুঝতে পারিনা ওকে। ও সুন্দরী বুদ্ধিমতী তবু কেন যে···।

বিকেলে বাড়ী ফিরে কাটে সব শুনে ফেটে পড়ল—তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছ!······কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কাটে বলল, না মা। আমায় পাঠিও না।

মার্গারেট তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, মা। তোমার চাল চলন দেখে কোন ছেলেই তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে না!

—এটা ঠিক কথা নয় মা। ডেভিড কিছু মনে করে না।

—এতে ডেভিডের কি করার আছে?

—আমরা বিয়ে করব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্গারেট বলল, মিসেস ট্যালীকে তোমায় জিনিষপত্র গুছিয়ে দিতে বলছি।

*   *   *

মার্গারেট স্থির করল কাটেকে ইংলণ্ডের গ্ল চেস্টারশায়ারের একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করবে। ডেভিড ইংলণ্ডে যাচ্ছিল ব্যবসার কাজে। ঠিক হল সে নিয়ে যাবে।

—তুমি আমার মায়ের মতই খারাপ। তুমিও মুক্তি পেতে চাইছ। একটু অপেক্ষা করতে পারলে না? কাটে বলল।

—ভুল করছ। আমি অপেক্ষা করতে পারি। মৃদু হাসল ডেভিড।

*   *   *

চেলটেনহাম স্কুলটা অসহ্য। সব কিছুর জন্যেই এখানে নিয়ম কানুন রয়েছে। কাটে মাকে লিখল, এটা এক জঘন্য জেলখানা।

তিন তিনবার কাটে স্কুল থেকে পালিয়ে গেল। তিনবারই ধরা পড়ে আবার স্কুলে ফিরে এল। স্কুল কমিটি বলল, মেয়েটাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। ওকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরত পাঠিয়ে দাও।

প্রধান শিক্ষিকা মিসেস কেটোন বললেন, কাটেকে যদি আমরা ধাতস্থ করতে সফল হই তাহলে যেকোন মেয়েকেই পারব। এটা একটা 'চ্যালেঞ্জ'।

কাটে তাই স্কুলে রয়ে গেল।

*   *   *

কাটে ভুলতে পারিনি যে ডেভিড তাকে নির্বাসনে দিয়ে গেছে। তার জন্যে তার ভীষন মন খারাপ করত। সে বিষণ্ণ হয়ে ভাবত—এটা আমার দুর্ভাগ্যকে যাকে আমি ঘৃণা করি তাকেই আমি ভালবাসি।

*   *   *

কাটে ডেভিডের আসার চিঠি পেল। সে মেয়েদের বলল, আমার প্রেমিক আসছে এখান থেকে আমায় নিয়ে যাবার জন্যে।

মেয়েরা অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

ডেভিড স্কুলে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল যে সব মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফিসফিস—হাসাহাসি করছে। তারপর চোখে চোখ পড়তে তারা লজ্জায় পালাল।

কাটের দিকে তাকিয়ে সে সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি ওদের কিছু বলেছ কি ?

—নিশ্চয় না। উদ্ধত ভাবে কাটে বলল, কেন বলতে যাব ?

খাবার টেবিলে বসে কাটে প্রতি মূহূর্তে আশা করছিল যে ডেভিড বলবে, চলে এস কাটে। তুমি এখন পরিণত হয়ে গেছ। তোমাকে আমি চাই। আমরা বিয়ে করব।

ওঠবার সময় ডেভিড বলল, কাটে, বল চলে যাবার আগে তোমার জন্যে কিছু করতে হবে কিনা ?

—হ্যাঁ, ডেভিড। মিষ্টি স্বরে কাটে বলল, তুমি আমার একটা বিরাট উপকার করতে পার। আমার জীবন থেকে তুমি চলে যাও। কথাটা বলে কাটে এক বিশাল মর্যাদাবোধের সঙ্গে মাথা উঁচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডেভিড একা মুখ হাঁ করে বসে রইল।

*   *   *

গরমের ছুটিতে কাটে বাড়ী ঘুরে গেল।

তারপর হঠাৎই একদিন কোন খবর না দিয়ে ডেভিড গিয়ে হাজির হল।

— কাটে, তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোন দুঃসংবাদ ?

—তোমার মায়ের শরীর ভীষন খারাপ.।

*　　　　*　　　　*

মায়ের চেহারা দেখে কাটে চমকে উঠল। কয়েকমাস আগে দেখা চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। কাটে বিছানায় মায়ের পাশে বসে বলল, মাগো, আমি ভীষন ভীষন দুঃখিত।

মার্গারেট মেয়ের হাত দুটোয় চাপ দিয়ে বলল, সোনা,—আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। আমার মনে হয় তোমার বাবার মরার পর থেকেই মনে মনে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। বোকার মত কিছু কথা বলব, শুনবে ? আমার সব সময় চিন্তা হোত যে তোমার বাবাকে দেখার মত কেউ নেই। এখন আমি তার দেখা শোনা করতে পারব।

*　　　　*　　　　*

তিনদিন পরে মার্গারেটকে কবর দেওয়া হল। মায়ের মৃত্যু গভীর ভাবে আঘাত করল কাটেকে। সে তার বাবা আর এক ভাইকে হারিয়েছে। কিন্তু তাদের সে চিনত না। টুকরো টুকরো কিছু গল্প শুনেছে মাত্র। তার মায়ের মৃত্যুটাই হচ্ছে তার কাছে বাস্তব এবং বেদনাদায়ক। কাটে আঠার বছর বয়সে পৃথিবীতে একা হয়ে গেল এবং এই চিন্তাটাই ভীতিপ্রদ। কবর স্থান থেকে বাড়ীতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল কাটে। মা আমাকে সবসময়ে কত ভালবাসত —আর আমি একটা জঘন্য মেয়ে ··।

ডেভিড তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি তার কাছে চমৎকার এক মেয়ে ছিলে, কাটে।

—আমি ছিলাম শুধুমাত্র সমস্যা বিশেষ। আমি তার মৃত্যু তো চাইনি। তবে কেন ঈশ্বর তাকে মৃত্যু দিলেন ?

*　　　　*　　　　*

পরের দিন ডেভিড কাটের সঙ্গে তার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করল। —তোমার পরিবারের লোকেরা স্কটল্যাণ্ডে রয়েছে।

—না। তীক্ষ্ণ স্বরে কাটে বলল, তারা আত্মীয় মাত্র। বাবা যখন এদেশে আসতে চেয়েছিলেন—তখন তারা হেসেছিল। তাঁর মা ছাড়া আর কেউই তাকে সাহায্য করেনি। তিনিও এখন মারা গেছেন। তাদের সঙ্গে আমার

আর কোন সম্বন্ধ নেই।

—তুমি কি পড়াশুনা করবে? তোমার মা তাই চেয়েছিলেন।

—তাহলে তাই করব।

*　　　　*　　　　*

কাটে স্কুলের পাঠ শেষ করল। ডেভিড শেষ করল স্নাতকত্ব। জোহানেস-বার্গ থেকে ব্যক্তিগত রেল কোচে ফেরবার সময় ডেভিড তাকে বলল, তুমি জেনে রাখো, আর কয়েক বছর পরে এই রেল, খনি, কোম্পানী সবই তোমার হবে। তুমি খুবই ধনী মহিলা। ইচ্ছে করলে এই কোম্পানী বিক্রীও করে দিতে পার।—কিংবা বাঁচিয়েও রাখতে পার। কি করবে না করবে তার সম্বন্ধে তোমায় চিন্তা করতে হবে।

—আমি ভেবে দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন একজন জলদস্যু। কেন আমি এই কোম্পানী বিক্রী করব না—তাকি জান? যে দুজন প্রহরী তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল—তাদের নামেই তিনি কোম্পানীর নাম করেছিলেন। অনেক রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি যে বাবা আর বণ্ডা সেই ল্যাণ্ড মাইনের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছেন। প্রহরীদের সেই কণ্ঠস্বরও আমি শুনতে পাই—ক্রুগার—ব্রেণ্ট—ক্রুগার··ব্রেণ্ট···। আমি কখনই এই কোম্পানী বিক্রী করব না অন্ততঃ যতদিন তুমি আমার পাশে থেকে এটা চালাবে।

—তুমি যতদিন চাইবে ততদিনই থাকব।

—আমি বাণিজ্যিক স্কুলে ভর্তি হব বলে ঠিক করেছি। কাটে বলল। আর টাকা নিয়ে আমি কি করব জানতে চেয়েছিলে? আমি অর্থ উপার্জন করতে চাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্যিক স্কুল কাটের কাছে এক উত্তেজক নতুন অভিজ্ঞতা। ডেভিড সপ্তাহে একবার করে টেলিফোন করত। জানতে চাইত সে কেমন চালাচ্ছে।

—আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে। এটা সত্যিই উত্তেজক ডেভিড।

কাটে ভাবে, একটা দিন আসবে যখন সে আর ডেভিড গভীর রাত পর্য্যন্ত পাশাপাশি বসে একসঙ্গে কাজ করে চলবে। সেইসব কোন এক রাতে ডেভিড

তার দিকে ফিরে বলবে, কাটে সোনা, আমি একটা অন্ধ বোকা। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে? পর মুহূর্তে সে তার বাহু বন্ধনে আশ্রয় নেবে।

কিন্তু তা ঘটবার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। কাটে তার ক্লাসের কাজ করা শুরু করে।

বাণিজ্যিক স্কুলে পড়াশোনার মেয়াদ ছিল দুবছরের। এবং তা শেষ করে কাটে তার বিংশতি জন্মদিবস পালন করার জন্যে ক্লিপড্রিফটে ফিরে এল। ডেভিড স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করল। ঝোঁকের মাথায় কাটে দুহাত বাড়িয়ে ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে বলল, ও ডেভিড। তোমায় দেখতে পেয়ে কি খুশী যে হলাম!

ডেভিড নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গিয়ে বিব্রতভাবে বলল, কাটে, তোমায়ও দেখতে পেয়ে বেশ ভাল লাগছে। তার হাবভাবে একটা অস্বচ্ছন্দমূলক জড়তা প্রকাশ পেল।

—কোন দুঃসবাদ · ?

—না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে যুবতী মেয়েরা লোকের চোখের সামনে পুরুষদের আলিঙ্গন করে বেড়ায় না।

ডেভিডের দিকে একমিনিট তাকিয়ে থেকে সে বলল, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি যে আর তোমাকে কখনও জড়িয়ে ধরব না।

গাড়ী করে বাড়ী ফেরার পথে ডেভিড লুকিয়ে লুকিয়ে কাটেকে নিরীক্ষণ করল।—পরম আকর্ষণীয়া সুন্দরী মেয়ে। সাদাসিধে এবং বধযোগ্য। এবং ডেভিড মনস্থির করল যে সে কোন দিন এসবের সুযোগ নেবে না।

একদিন দুপুরে ডেভিড মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে কাটেকে নিয়ে কাটের অফিসের লাগোয়া একটা ব্যক্তিগত খাবার ঘরে ঢুকল। হাড় বার করা রোগা, শীর্ণ মুখ—অনুসন্ধিৎসু চোখওলা একটি যুবক সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—এ হচ্ছে ব্রাড রজার্স। ব্রাড তোমার নতুন ওপর ওলা, কাটে ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে পরিচিত হও।

—ব্রাড করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল।

—ব্রাড আমাদের গোপন অস্ত্র। ক্রুগারব্রেন্ট কোম্পানীর সম্পর্কে আমি

যতটা জানি—ব্রাড্ও ঠিক ততটাই জানে। আমি যদি কোনদিন চলে যাই—তখন তোমায় চিন্তা করতে হবে না। ব্রাড থাকবে।

কাটে ভাবল,—আমি যদি কোনদিন চলে যাই। চিন্তাটা কাটের মধ্যে একটা আতঙ্কের প্রবাস সৃষ্টি করল।—না-না। ডেভিড নিশ্চয় কোনদিন চলে যাবে না।

খাওয়া শেষ করার পর কাটে মনেই করতে পারল না যে সে কি কি খেল?

* * *

খাবার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্কে কথা উঠল। ডেভিড সতর্ক করে দিয়ে বলল, আমরা শীঘ্রই ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চলেছি। কালো আর ভারতীয়দের পরিবারের প্রতিটা লোকের জন্যে মাসে দুপাউণ্ড করে কর দিতে হবে। টাকাটা তাদের একমাসের মাইনের চেয়েও বেশী।

কাটে বণ্ডার কথা ভাবল। তার মন আশংকায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

* *

কাটে তার নতুন জীবন প্রচণ্ড ভাবে উপভোগ করতে থাকল। প্রতিটা সিদ্ধান্তের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড জড়িয়ে।

—ব্যবসা হচ্ছে একটা খেলা। ডেভিড কাটেকে বলল।—এ খেলায় প্রচণ্ড দামী দামী বাজী ধরা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তোমাকে এখানে প্রতিযোগীতা করতে হবে। তাই, যদি তোমাকে জিততে হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে এক দক্ষ খেলোয়াড় হতে হবে।

আর তাই হবার জন্যেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল কাটে।—তাকে শিখতে হবে।

* *

কাটে একা একটা বড় বাড়ীতে বাস করত। চাকর বাকরদের কথা স্বতন্ত্র। নিয়ম মাফিক সে আর ডেভিড শুক্রবার রাতে একসঙ্গে আহার করত। অন্য কোন রাত্রে নিমন্ত্রণ করলে কোন না কোন একটা ছুঁতোয় ডেভিড তা এড়িয়ে যেত। কাজ কর্মের সময় তারা এক নাগাড়ে এক সঙ্গেই থাকত। কিন্তু মনে হোত ডেভিড যেন তাদের দুজনের মাঝে একটা বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। এমন একটা প্রাচীর যা ভেদ করার ক্ষমতা কাটের ছিল না।

একুশ বছরে পা দিলে কোম্পানীর সব মালিকানা আইন মাফিক কাটের ওপর বর্তাল। সেদিন সে ডেভিডকে বলল, এস না, আজ রাত্রে দিনটা একটু উদযাপন করা যাক।

—আমি দুঃখিত। আমার অনেক কাজ রয়েছে।

সেদিন রাতে নিজেকে একা একা আহার করতে দেখে আশ্চর্য হল কাটে। —কেন এমনটা হবে?

আমেরিকার একটা জাহাজ-পরিবহনের ব্যবসা খোলার কথা চলছিল। ডেভিড বলল, তুমি আর ব্রাড যাওনা কেন আমেরিকায়। চুক্তিটা করে এস। তোমারও অভিজ্ঞতা হবে।

তার সঙ্গে ডেভিড গেলেই তার ভাল লাগত। কিন্তু কাটে এমনই অহংকারী যে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না। ভাবল, ঠিক আছে, একাই সে কাজটা শেষ করবে।

* *

সহজেই জাহাজ পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তিটা হয়ে গেল। কাটে আর ব্রাড নানান শহরে ক্রুগার আর ব্রেন্টের নানান শাখা অফিসগুলো দেখে বেড়াল। শেষ পর্য্যন্ত তারা "পেনোবস্কট উপসাগরের" বুকে একটা ছোট্ট দ্বীপে গেল। নাম "ডার্ক হারবার মেইনে", সেখানে স্বপ্নের মত একটা প্রাসাদ দেখে কাটের ভীষন পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ীটায় অনেকগুলো ঘর। কাটে চিন্তা করল যে যখন তার আর ডেভিডের ছেলেপুলে হবে তখন এইসব ঘরগুলোর দরকার পড়বে। পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে সে বাড়ীটাকে কিনে নিল।

ক্লিপ ড্রিফটে ফিরে বাড়ী কেনার খবরটা ডেভিডকে না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন তার তর সইছিল না। সে জানত, তার মত ডেভিডেরও বাড়ীটা পছন্দ হবে।

অফিসে ডেস্কে বসে ডেভিড কাজ করছিল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল।

ডেভিড উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাটে, বাড়ী ফেরার জন্যে স্বাগতম। এবং সে কিছু বলার আগেই ডেভিড বলে উঠল, আমি চাই যে খবরটা তুমিই প্রথম জানো।—আমি বিয়ে করছি।

* *

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনাটা দু'সপ্তা আগে হঠাৎই ঘটেছিল। আমেরিকার একজন বড় হীরে ক্রেতার কাছ থেকে ডেভিড একটা সংবাদ পেয়েছিল। সংবাদে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর এক বন্ধু ক্লিপড্রিফটে বেড়াতে গেছে। ডেভিড যদি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নৈশভোজে আপ্যায়ন করে তাহলে খুব ভাল হয়। সময় না থাকলেও ডেভিড দামী খদ্দেরটিকে মনঃক্ষুন্ন করতে চায়নি। ফলে সে ও'নীলের সঙ্গে দেখা করে তাকে আর তার মেয়েকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানায়।

হোটেলে ও'নীল আর তার মেয়ে আগেই এসে গিয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের ধূসর চুলওলা সুপুরুষ আইরিশ আমেরিকান ভদ্রলোকটির কন্যা জোসেফাইনকে দেখে ডেভিড মুগ্ধ হল। প্রাক তিরিশের জোসেফাইন হচ্ছে ডেভিডের দেখা সুন্দরীতম মহিলা। সেদিনের সন্ধ্যে শেষ হতে·হতেই ডেভিড জোসেফাইনকে ভালবেসে ফেলেছিল।

কদিন একসঙ্গে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াবার পর ডেভিড জোসেফাইনকে বলল, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

তার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে জোসেফাইন বলল, না-না। ওকথা বলো না।

—কেন, তুমি কি আমায় ভালবাস না ?

—আমি তোমার জন্যে পাগল। কিন্তু আমি ক্লিপড্রিফটে থাকলে মরে যাব। তার চেয়ে পরস্পরকে বিদায় জানানোই ভাল।

—আমি বিদায় জানাতে চাই না।

জোসেফাইন মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। ডেভিড অনুভব করতে পারছিল যে জোসেফাইনের দেহ যেন তার দেহের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

—ডেভিড, তুমি সানফ্রান্সিসকোতে আসতে পারবে না ?

—অসম্ভব। ওখানে আমি কি করব ?

—বেশ, কাল সকালে একসঙ্গে প্রাতরাশ করব। আমি চাই তুমি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

*　　　*　　　*

পরেরদিন সকালে মিঃ টিম ও'নীল বললেন, তোমাদের সমস্যার কথা শুনেছি। আমার কাছে একটা সমাধান আছে। যদি আগ্রহী হও।

—আমি খুবই আগ্রহী, স্যার।

মিঃ ও'নীল ব্রীফকেস থেকে একটা ব্লুপ্রিণ্ট বার করে বললেন, হিমায়িত খাবারের কথা শুনেছ কখনও? ব্যাপারটা ১৮৬৫ সাল থেকেই আমেরিকায় চালু। আমাদের 'রেফ্রিজারেটেড রেল বগি' রয়েছে সেখানে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন 'রেফ্রিজারেটেড' ট্রাক নেই। এই বিষয়ে আমি একটা পেটেণ্ট ও নিয়েছি। এটা অলীক কল্পনাও কিছু নয়। আমার এখন প্রয়োজন একজন লগ্নীকারক আর তোমার মত একজন লোক যে ব্যবসাটা চালাতে পারবে।

—ব্লুপ্রিণ্টটা একজনকে দেখবার জন্যে কি আমি নিয়ে যেতে পারি?

—নিশ্চয়।

চারদিন পর ডেভিড জোহান্সবার্গে বিশেষজ্ঞদের বলছে জেনে এল যে যার পেটেণ্টটা রয়েছে—সে নিশ্চয় খুব ধনী হতে চলেছে। ব্যাপারটা এত সোজা—অথচ আগে কেউ ভাবেনি।

ক্লিপড্রিফটে ফেরার পথে ডেভিড শুধু ভাবল যে সে কেমন করে ব্যাপারটা সামলে নেবে? প্রস্তাবটা যদি সে গ্রহণ করে তাহলে তাকে ক্রুগারব্রেণ্ট ছেড়ে আমেরিকায় একটা নতুন অপরীক্ষিত ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। সে একজন আমেরিকান বটে কিন্তু তার কাছে আমেরিকা বিদেশ ছাড়া কিছুই নয়। জগতের অন্যতম একটা শক্তিশালী কোম্পানীতে সে এক গুরুত্বপূর্ণপদ দখল করে রয়েছে। সে তার কাজকে ভালবাসে। জেমি আর মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর সবসময় তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন। এরপর রয়েছে কাটে। শৈশব অবস্থা থেকে তাকে সে মানুষ করে তুলেছে। কাটেকে সে একটা গোঁয়ার নোংরা মুখো ডানপিটে ছেলে থেকে সুন্দরী মহিলায় পরিবর্তিত হতে দেখেছে।

ক্লিপড্রিফটে পৌছোতে পৌছোতে ডেভিড মনস্থির করে ফেলল যে সে ক্রুগারব্রেণ্টকে ছাড়বে না। কিন্তু··।

স্টেশন থেকে সোজা সে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পৌছাল। জোসেফাইনকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে ক্ষুধাতের মত চুমু খেয়ে চলল।

—ও! ডেভিড। তোমার জন্যে কি ভীষণ মন খারাপ করছিল। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

—থাকতেও হবে না। আমি সানফ্রান্সিকোতে যাচ্ছি।

*　　　　　　　　*

ডেভিড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটের প্রত্যাগমনের আশায় বসেছিল। এখন কাটে ফিরে এসেছে এবং সে কাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি বিয়ে করছি।

কাটের কানে গর্জনের মত কথাগুলো প্রবেশ করতে তার মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হল। কোনরকমে সে ডেস্কের কোণা ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। মনে মনে কাটে বলল, আমার মরণ ভাল। আমায় মরতে দাও। তার মনের ভেতরে সঞ্চিত এক গভীর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই একটু হাসবার চেষ্টা করল কাটে—তার সম্বন্ধে আমায় বল, ডেভিড। সে তার নিজের গলার প্রশান্ততার জন্যে গর্ব বোধ করল।—সে কে?

—তার নাম জোসেফাইন ও'নীল। আমি বিশ্বাস করি যে তোমাদের দুজনের মধ্যে ভাল বন্ধুত্ব হবে। সে এক চমৎকার মহিলা।

—হতেই হবে—যদি তুমি তাকে ভালবাস, ডেভিড।

একটু ইতস্ততঃ করে ডেভিড বলল, আরও একটা ব্যাপার আছে। আমি কোম্পানী ছেড়ে দিচ্ছি।

—কাটের ওপর যেন সারা পৃথিবী ভেঙ্গে পড়বার জোগাড় হল।—যেহেতু তুমি বিয়ে করতে চলেছ—তার মানে এই নয় যে···।

—তা নয়। জোসেফাইনের বাবা সানফ্রান্সিসকোতে একটা নতুন ব্যবসা খুলবেন। তাঁরা আমায় চান।

—তাই—তাই তুমি সানফ্রান্সিসকোতে বাস করবে।

—হ্যাঁ। ব্রাড রজার্স আমার কাজ স্বচ্ছন্দে দেখাশোনা করতে পারবে। তাছাড়া তাকে সাহায্য কবার জন্যে আমরা একটা উচ্চ পর্য্যায়ের পরিচালক দল তৈরী করব। কাটে—আমি—আমি ঠিক বলতে পারছি না·· এটা আমার পক্ষে কত কঠিন এক সিদ্ধান্ত।

—তা হবেই তো ডেভিড। তুমি—তুমি নিশ্চয় তাকে খুব ভালবাস। কখন আমি 'কনে'কে দেখতে পাব?

—ডেভিড হাসল। কাটেকে ব্যাপারটা সরলভাবে নিতে দেখে সে খুশী হল। আজই রাত্রে—যদি নৈশভোজে যোগ দেবার মত তোমার অবসর থাকে।

—হ্যাঁ। আমার কোন কাজ নেই। যতক্ষণ নামে একা হচ্ছে ততক্ষণ

সে চোখে জল আসতে দেব না বলে সিদ্ধান্ত করল কাটে

চারজন ম্যাকগ্রেগর ভবনে নৈশভোজে বসল। জোসেফাইনকে দেখেই কাটে সামলিয়ে গেল।—আশ্চর্যের কি যে সে এর প্রেমে পড়বে। জোসেফাইন যেন ঝকমক করছে। তার সামান্য উপস্থিতিতেই কাটের নিজেকে বিব্রত আর কুৎসিৎ বলে মনে হল।

খেতে খেতে টিম ও'নীল কাটেকে তাঁর নতুন ব্যবসার কথা বললেন।

—ব্যাপারটা তো বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে। কাটে বলল, ডেভিডের পরিচালনায় আপনি ব্যর্থ হবেন না।

সেটা ছিল কাটের কাছে এক যন্ত্রণাময় সন্ধ্যা। সেই এক অসহ্য মুহূর্ত। যে পুরুষটিকে সে ভালবাসত তাকে তো হারালোই, উপরন্তু সে এমন একজন লোককেও হারাল যে ক্রুগারব্রেন্টের কাছে অপরিহার্য। ডেভিড আর জোসেফাইনকে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে দেখে বা তাদের ছোঁয়াছুঁয়ি করতে দেখে বারবার তার নিজেকে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

হোটেল ফেরার পথে জোসেফাইন বলল, ডেভিড, ও তোমায় ভালবাসে।

ডেভিড হাসল, কে, কাটে ? না, আমরা বন্ধু। সে যখন বাচ্চা মাত্র তখন থেকেই আমরা বন্ধু। তোমাকে তার পছন্দ হয়েছে !

জোসেফাইন হেসে মনে মনে ভাবল, পুরুষরা কি বোকা।

* *

পরের দিন সকালে টিম ও'নীল আর ডেভিড হিসেব করে দেখল যে ব্যবসা শুরু করার জন্যে তাদের পঁচিশ হাজার ডলারের মত মূলধন ঘাটতি পড়ছে।

ডেভিড বলল, কোন একটা ব্যাংক থেকে আমাদের টাকাটা ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার জন্যে টিম ও'নীলেরা আমেরিকায় ফিরে গেলেন।

* *

পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ পরিচালক দলের জন্য লোক নির্বাচন করতে করতে কেটে গেল কাটে, ডেভিড আর রজার্স ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরী করল। তারপর তালিকা অনুযায়ী কর্মচারীদের বিভিন্ন স্থান ডাকিয়ে আনিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হতে থাকল।

তৃতীয় জনের যেদিন সাক্ষাৎকার সেদিন সকাল বেলায় ডেভিড কাটের অফিসে বিবর্ণমুখে এসে ঢুকল।—আমার চাকরীটা কি এখনও আছে?

—কাটে তার ভাবভঙ্গী দেখে সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়াল, কি হয়েছে ডেভিড?

মুহূর্তের মধ্যে কাটে উঠে এসে ডেভিডের পাশে দাঁড়াল। আমায় বল।

—আমি এইমাত্র টিম ও'নীলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি ব্যবসাটা বিক্রী করে দিয়েছেন।

—তুমি কি বলছ?

—আমি ঠিকই বলছি। তিনি শিকাগোর থ্রী স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানীর কাছ থেকে দুলাখ ডলারের একটা প্রস্তাব ছাড়াও তাঁর পেটেণ্টের ওপর একটা রয়্যালিটি পাবারও প্রস্তাব পেয়েছেন। তিক্ততায় ডেভিডের কণ্ঠস্বর ভরে গেল। তাদের হয়ে কাজ করার জন্যে কোম্পানী আমায় ভাড়া করে নিয়ে যেতে চায়।

কাটে তার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আর জোসেফাইন? সে নিশ্চয় তার বাবার ওপর খেপে গেছে।

সেও একটা চিঠি দিয়েছে। সানফ্রান্সিস্কোয় যাওয়া মাত্রই আমাদের বিয়ে হবে।

—এবং তুমি যাচ্ছ না?

—নিশ্চয় আমি যাব না। ডেভিড ফেটে পড়ল। এর আগে আমার কিছু দেবার ছিল। পরিশ্রম করে একটা বিরাট কোম্পানী গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু টাকার জন্যে তাদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল আগে থাকতেই।

—ডেভিড, তুমি যা বলছ, তা উচিত হবেনা। জোসেফাইন…।

—জোসেফাইনের সম্মতি ছাড়া ও'নীল নিশ্চয় চুক্তিটা করেননি।

—তুমি কি বলছ তা বুঝতে পারছি না, ডেভিড।

—আমার বলার কিছু নেই। জীবনে একটা বিরাট ভুল করতে বসেছিলাম আর কি—এটুকু ছাড়া আর কিই বা বলব?

কাটে টেবিলে ফিরে গিয়ে পরিচালক দলের তালিকাটা ধীরে ধীরে ছিঁড়ে ফেলা শুরু করল।

* *

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে ডেভিড কাজের মধ্যে ডুবে রইল। জোসেফাইনের অনেকগুলো চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও তা না পড়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তবু সে তাকে তার মন থেকে তাড়াতে পারছিল না। কাটে ডেভিডে যন্ত্রনা উপলব্ধি করে বলল, সে তো রয়েছে—কোন দরকার হলে যেন বলে।

ছমাস কেটে গেল। এর মধ্যে ডেভিড আর কাটে একসঙ্গে কাছাকাছি কাজ করল। এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াল, একসঙ্গে একাত্ত হল। কাটে ডেভিডকে খুশী করার জন্যে সাজসজ্জা করল। নিজের পথ থেকে সরে এসেও এমন সব কাজ করল যাতে ডেভিড আনন্দ পায়। কিন্তু এসবের কোন প্রতিক্রিয়াই হল না। শেষ পর্য্যন্ত সে ধৈর্য হারাল।

সে আর ডেভিড তখন রিও-ডি জেনিরোতে একটা নতুন আবিষ্কৃত খনির কাজের জন্যে গেছে। গভীর রাত্রে সে আর ডেভিড হোটেলে তারই ঘরে বসে কাজ করছিল। কাজ শেষ করে ডেভিড আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, আজকের মত এই থাক। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কাটে ধীর ভাবে বলল, তোমার শোক পালনের সময় কি শেষ হয়ে যায়নি ?

বিস্মিত ভাবে ডেভিড তাকিয়ে বলল, শোক পালন ?

—জোসেফাইন ও নীলের জন্যে।

—তাহলে সেই ভাবেই কাজ কর।

সংক্ষিপ্ত ভাবে ডেভিড প্রশ্ন করল, তুমি আমায় ঠিক কি করতে বলছ, কাটে ?

কাটে এবার রেগে উঠল। ডেভিডের অন্ধতার জন্যে তার সময়ের অপব্যয়ের জন্যে সে রেগে উঠল। আমি তোমাকে বলব তুমি কি করবে ?—আমায় চুমু খাও।

—কি ?

—জাহান্নমে যাও ডেভিড। আমি তোমার ওপরওলা।—চুলোয় যাক সব। মনে মনে ভেবে কাটে আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমায় চুমু খাও। বলেই সে তার ঠোঁট দুটো ডেভিডের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। দুহাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল। কাটে ডেভিডের প্রতিরোধ অনুভব করল। তারপর ধীরে ধীরে এক সময়ে ডেভিডের হাত দুটো কাটেকে বেঁধে ফেলল সে কাটেকে চুমু খেল।—কাটে !

এর ছ'সপ্তা পরে তারা বিয়ে করল। এত বড় বিশাল বিবাহ উৎসব ক্লিপড্রিফটে কখনও দেখেনি—দেখবেও না।

উষার বিবর্ণ আলোতে কাটে একা তার বিশাল বাড়ীতে এসে ঢুকল। ওপরে তার শোবার ঘরে গেল। দেওয়ালে ঝোলান একটা আঁকা ছবির দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবির ফ্রেমটায় চাপ দিল। ছবিটা সরে গিয়ে একটা দেওয়াল সিন্দুক প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সে একটা চুক্তি পত্র বার করে আনল। সেটা কাটে ম্যাকগ্রেগর কর্তৃক থ্রীষ্টার মিট প্যাকিং কোম্পানীকে কিনে নেওয়ার কাগজ। এর সঙ্গেই রয়েছে আরও একটা চুক্তি পত্র। সেটায় রয়েছে 'থ্রীষ্টার মিট প্যাকিং কোম্পানী' টিম ও'নীলের কাছ থেকে দুলক্ষ ডলারের বিনিময়ে কিনে নিচ্ছে হিমায়িত আহার্য্য বস্তুর ব্যবসার সত্ত্ব। কাটে একটু ইতঃস্তত করে কাগজগুলো আবার সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছিল। ডেভিড এখন তার। সে সব সময়েই তার ছিল। তারা দুজনে মিলে এখন ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানীকে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড়—সবচেয়ে শক্তিশালী একটা কোম্পানীতে পরিণত করবে।

ঠিক যেমনটা চেয়েছিল জেমি আর মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর।

তৃতীয় খণ্ড

ক্রুগারব্রেণ্ট লিমিটেড
১৯১৪—১৯৪৫

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

ডেভিড আর কাটে প্যারিস থেকে জুরিখ, সিডনী থেকে নিউইয়র্ক, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল। কোম্পানীর নানান ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ কারবার দেখল, এরই ফাঁকে নিজেদের জন্যে সময়ও বার করে নিল। ডেভিড লক্ষ্য করল, কেমন করে কাটে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষদের বুদ্ধির খেলায় পরাজিত করছে। কাটে জানে সে নিজে কি চায় আর কি করেই বা তা পেতে হয়। জিনিষটা হচ্ছে ক্ষমতা।

হনিমুনের শেষ পর্য্যায়ে একটা সপ্তাহ সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্যে তারা গেল "ডার্কহারবারের" "সেভার হিল হাউসে"।

* * *

১৪ই জুন ১৯০৪ এর এক সকালে ডেভিড আর কাটে সাসেক্সের এক গ্রামাঞ্চলে একজনের বাড়ীতে অতিথি হিসেবে গিয়েছিল। সেখানেই তারা প্রথমবার বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা শুনল। আর অক্টোবরের মধ্যেই পৃথিবীর বেশীর ভাগ শক্তিমান দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

যেদিন জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করল, কাটে ক্রুগারব্রেণ্ট কোম্পানীর বিরাট ভবিষ্যত দেখতে পেল। (যুযুৎসু) দেশগুলোর বন্দুক-কামান-গোলাগুলির প্রয়োজন হবেই।

ডেভিড দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বলল, আমাদের ব্যবসা যথেষ্ট বড়। কারোর রক্তের বিনিময়ে আমাদের লাভ করার কোন প্রয়োজন নেই।

কাটে জোর করাতে ডেভিড আবার বলল, অন্ততঃ আমি যতদিন এই কোম্পানীতে আছি এই প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি। যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হবে না।

বিয়ের পর সেইদিন রাত্রে তারা প্রথমবার আলাদা আলাদা শুল। কাটে ভাবল, ডেভিড কেমন করে ঐরকম আদর্শবাদী থাকায় পরিণত হল?

ডেভিড ভাবল, কাটে কেমন করে এমন নির্মম হল? ব্যবসাই তাকে পালটিয়ে দিয়েছে।

*　　*　　*

ডেভিড শুনতে পেল ফ্রান্সে আমেরিকান পাইলটদের নিয়ে লাফায়েৎ এসকাড্রিলে গঠন করা হয়েছে। কাটের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করেই ডেভিড সেই দলে যোগদান করার জন্যে চলে গেল।

*　　*

ডেভিডের অনুপস্থিতি কাটের কাছে মৃত্যুতুল্য হয়ে দাঁড়াল। তাকে জয় করতে তার এতদিন সময় লেগে গেছে। তাই এখন প্রতি মুহূর্তে তাকে হারিয়ে ফেলার এক কুৎসিৎ ভয় তার মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারবার চেষ্টা করছে।

কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাটে ডেভিডের অনুপস্থির ব্যথা ভোলবার চেষ্টা করল। আমাদের বন্দুক -কামান গোলাবারুদ তৈরী করা উচিৎ, ব্রাড।

—ডেভিড নেই। ব্রাড রজার্স মৃদু প্রতিবাদ জানাল।

—এটা তোমার আমার ব্যাপার।

ব্রাড কথাটার সঠিক অর্থই বুঝে নিল যে ব্যাপারটা কাটের নিজস্ব। সুতরাং, ক্রুগার-ব্রেণ্ট মিত্র শক্তিকে বন্দুক-কামান গোলাবারুদ, ইউনিফর্ম সরবরাহ করা শুরু করল। লাভের অঙ্ক বেড়েই চলল ক্রমশঃ।

—দেখছ, ব্রাড। ডেভিডকেও এখন স্বীকার করতে হবে সে তার ভুল হয়েছিল। হিসেবের খাতায় চোখ রেখে কাটে মন্তব্য করল!

*　　*

৬ই এপ্রিল ১৯১৭তে আমেরিকাও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফলে মিত্রশক্তি অপ্রতিরোধ হয়ে উঠল। ১১ই নভেম্বর ১৯০৮তে যুদ্ধ শেষ হল। ডেভিড ফিরে এল সেভার হিলের বাড়ীতে।

হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে ডেভিড বলল, মনে হয় আমরা যে সমরসম্ভার তৈরী করব না তাতে আমরা একমত হয়েছিলাম।

কাটে বলল, সময় পালটায় ডেভিড। আমাদেরও তাদের সঙ্গে পালটাতে হবে।

ডেভিড তার দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে প্রশ্ন করল, তুমি কি পালটিয়েছ ?

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটে চিন্তা করল, কি পালটিয়েছে ? সে না ডেভিড ?

কাটে সকালে ডেভিডের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভাবল, ডেভিড এখানে থাকলে কি আমি রণ সম্ভার উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম ? বিবাহিত জীবনের চেয়েও কি কোম্পানী আমার কাছে বড় ? প্রশ্নটার উত্তর দিতে সে ভয় পেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরবর্তী পাঁচ বছরে অবিশ্বাস্য গতিতে সারাজগতময় ক্রুগার-ব্রেণ্ট কোম্পানীর প্রসার ঘটল। কোম্পানীর ভিত্তি ছিল হীরে আর সোনা। এখন সে নানান বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। কোম্পানী সম্প্রতি একটা প্রকাশক জগতের, একটা ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানী, আর পাঁচলক্ষ একরের এক অরণ্যভূমিরও অধীশ্বর হয়েছে। ফলে, ব্যবসার কেন্দ্র এখন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সরিয়ে নিউইয়র্কে আনা হয়েছে।

ডেভিড প্রশ্ন করল, কাটে আরও কত চাও ?

কাটে ভাবল, এতো খেল। এ খেলায় সবাইকে হারিয়ে জিততে হবে। তাই কাটে চিন্তা না করেই বলল, সব—যা কিছু আছে সব। তারপর মনে মনে সে ভাবল টাকা বা সাফল্যের ব্যাপার ঠিক এটা নয়। এটা হচ্ছে ক্ষমতার ব্যাপার এমন এক ক্ষমতা যা জগতের নানান কোনায় হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তার হাতে যতদিন এই ক্ষমতা রয়েছে—ততদিন তার আর কাটকে প্রয়োজন নেই।

* *

বুধবারের প্রাক সকালে ডাঃ হারলে টেলিফোন করে ডেভিডকে জানালেন, আপনার একটি সন্তান হতে চলেছে।

কাটে ডেভিডকে এত খুশী হতে কোনদিন দেখেনি। দুহাতে সে তাকে

জড়িয়ে ধরে ওপরে তুলে বলল, ছেলে নয়। তোমার মেয়ে হবে। ঠিক তোমার মত দেখতে হবে। ডেভিড ভাবছিল, ঠিক এটাই এখন কাটের প্রয়োজন ছিল। এবার থেকে সে বেশী করে বাড়ীতে থাকবে। স্ত্রীর দায়িত্ব সে বেশী করে পালন করবে।

কাটে ভাবছিল, তার ছেলে হবে। একদিন সে ক্রুগার-ব্রেন্ট-এর দায়িত্ব নেবে।

* * *

২৪শে ডিসেম্বর কাটের প্রসবের দিন ধার্য হয়েছিল। তার দুমাস আগে ডেভিড নীএলর খনি পরিদর্শনের কাজে গিয়েছিল। পরের সপ্তাহে তার নিউইয়র্কে ফিরে আসার কথা ছিল।

তখন কাটে তার অফিসের ডেক্সে বসে কাজ করছিল। ব্রাড রজার্স সাড়া শব্দ না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল। তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাটে বলল, আমরা কি শ্যামনের কাজটা জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছি?

রজার্স ইতঃস্তত করল না। আমি·· কাটে। আমি এইমাত্র শুনলাম যে একটা দুর্ঘটনা মানে খনিতে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে।

কাটের বুকে হঠাৎ একটা যন্ত্রণার ছোঁয়া লাগল, কোথায়? খুব খারাপ দুর্ঘটনা কি? কেউ কি মারা গেছে?

ব্রাড রজার্স গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে বলল—হ্যাঁ, জনা ছয়েক। ডেভিড তাদের মধ্যে একজন।

শব্দটা যেন ঘরটাকে পূর্ণ করে ফেলল—প্যানেল করা দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।—সেই প্রতিধ্বনির শব্দ ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল—যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তার কানে তা এক আর্তনাদের মত শোনাল। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত বিশাল এক শব্দপ্রবাহে সে যেন ডুবে যেতে থাকল। কাটে অনুভব করল, সেই শব্দ ঘূর্ণী যেন তাকে তার—গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে আর দম নিতে পারছে না।

সমস্ত কিছু অন্ধকার আর নিস্তব্ধ হয়ে এল।

* *

এর একঘণ্টা পরেই প্রসবের নির্দিষ্ট সময়ের দুমাস আগেই অপরিণত শিশুটি জন্মাল। কাটে তার নাম রাখল এ্যানথনী জেমস ব্ল্যাকওয়েল।—ডেভিডের

বাবার নাম অনুসারে। সে বলল, সোনা, আমি তোমায় ভালবাসব আমার নিজের জন্যে আর ভালবাসব তোমার বাবার জন্যে।

টনির যখন চার বছর বয়েস—সেই ১৯২৮ সালে কাটে তাকে নার্সারী স্কুলে পাঠাল। তাকে দেখতে সুন্দর—গম্ভীর ধরনের। মায়ের মত তার ধূসর চোখ আর একগুঁয়ে ধরনের চিবুকের গড়ন।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীটির মধ্যে একধরনের রহস্যময়তা হয়েছে। কোম্পানী তখনও জীবন্ত এবং আগ্রাসী। কোম্পানীই তার প্রেমিক এর মৃত্যু নেই। কাটে একদিন তার ছেলের হাতে এই কোম্পানীর ভার তুলে দেবে।

*   *

কাটের জীবনে একমাত্র অস্বস্তি তার জন্মভূমি দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে। বর্ণভেদের সমস্যা বেড়েই চলেছে সেখানে। দাঙ্গা। মারপিট।

কাটে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু উচ্চ পর্য্যায়ের সরকারী আমলাদের সঙ্গে একটা মিটিং এর ব্যবস্থা করল।—এটা একটা টাইম বোমা বিশেষ কাটে তাদের বলল, তোমরা আশিলক্ষ লোককে ক্রীতদাসত্বে বেঁধে রাখতে চাইছ?

—এটা ক্রীতদাসত্ব নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। তাদের ভালর জন্যেই আমরা এটা করছি।

—তাই নাকি? সেটা কি রকম?

—প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজস্বভাবে দেবার কিছু রয়েছে। যদি কালোরা সাদাদের সঙ্গে মিশে যায় তাহলে তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে। মিশে যাওয়া থেকে আমরা তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছি মাত্র।

—যত্তসব বস্তাপচা কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণ বিদ্বেষের এক নরক হয়ে উঠেছে। কাটে হতাশ হয়ে মিটিং ছেড়ে চলে গেল। তার দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রচণ্ড ভয় হতে থাকল।

বণ্ডার সম্পর্কেও তার দুঃশ্চিন্তার শেষ ছিল না। তার খবর সংবাদপত্রে প্রায়ই বেরোয়। সে এক গেরিলা সৈন্যদল গঠন করেছে। পুলিশের গ্রেপ্তারী তালিকায় তার নাম সর্বপ্রথমে।—বণ্ডার সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। তাই সে তার একজন বিশ্বস্ত কৃষ্ণকায় ফোরম্যানকে ডেকে বসল, উইলিয়াম, তুমি কি বণ্ডাকে খুঁজে বার করতে পারবে?

—যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যাক বলে ইচ্ছে করে তবেই তাকে পাওয়া যাবে

-চেষ্টা কর। তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

*   *   *

কাটেকে জোহানেসবার্গের সত্তর মাইল উত্তরে একটা ছোট্ট গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল। বণ্ডা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

—যা ঘটছে তা আমার পছন্দ হচ্ছে না, বণ্ডা। এর শেষ কোথায় ?

—আরও খারাপ হবে। সরলভাবে বণ্ডা বলল।—সাদারাই তাদের আর আমাদের মধ্যেকার সেতু ধ্বংস করে ফেলেছে। তারা আমাদের গরু ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে আমরা গরু ছাগল।

—সব সাদাই ঐরকম চিন্তা করে না।—তোমার বন্ধুরাও তো আছে—যারা এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করছে। দিন ঠিকই আসবে, বণ্ডা। তবে সময় নেবে। তোমার বউ আর এক ছেলে কোথায় ?

—তারা লুকিয়ে আছে। বিষাদময় স্বরে বণ্ডা বলল, পুলিশ এখনও আমাকে ভীষণভাবে খুঁজছে।

—আমি সাহায্যের জন্যে কি করতে পারি ? শুধুমাত্র চুপচাপ বসে তো থাকতে পারি না। টাকা দিয়ে কোন সাহায্য করা যাবে ?

—টাকা সব সময়ে সাহায্য করে।

—তবে আমি সেই ব্যবস্থা করব। আর কিছু ?

—প্রার্থনা কর। আমাদের সকলের জন্যে প্রার্থনা কর, কাটে। পরের দিন সকালে কাটে নিউইয়র্কে ফিরে গেল।

*   *   *

১৯৩৬ সালে টনির দ্বাদশ জন্মদিনে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এক ব্যবসায়িক ভ্রমণ সেরে এসে টনি কাটেকে অভিনন্দন জানাল, শুভ জন্মদিন, খোকা। কেমন কাটল দিনটা, শোনা ?

—চমৎ—কার—ম··আ। টনি তোতলাল।

তুমি তোতলাবে না। ধীরে ধীরে বল।

—আচ্ছা—ম·· আ !

—ডাঃ হারলে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, টনির শারিরীক কোন ত্রুটি নেই।

ও কি কোন রকম চাপের মধ্যে রয়েছে ?

—নিশ্চয় নয়। এরকম কেন বলছেন ?

—টনি খুব অনুভূতি প্রবন। কোন কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতা বা হতাশার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তোতলানো।

—আপনি ভুল করছেন ডাক্তার হারলে। স্কুলের সবরকম পরীক্ষায় টনি প্রথম হয়। সুতরাং, একথা কোনরকমে বলা চলে না যে সে কোন কিছু মানিয়ে নিতে সক্ষম।

—তাই নাকি ? আচ্ছা, টনি যখন তোতলানো শুরু করে তখন আপনি কি করেন ?

তাকে সংশোধন করে দিই।

—আর তা করবেন না। এতে তার তোতলানো আরও বেড়ে যাবে। তাকে নিজের পথে চলতে দিন একটু অন্ততঃ যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে। সুইজারল্যাণ্ডে ভাল ভাল স্কুল আছে। সেখানে পাঠিয়ে দিন না কেন ?

সেদিন বিকেলে কাটে বোর্ডের একটা মিটিং বাতিল করে দিয়ে ঘরে ফিরল।

—আমি আ·· মি·· সব·· বি·· বিষয়ে···ক কম পেয়েছি ম· আ !

—সুইজারল্যাণ্ডের স্কুলে যাওয়াটা তোমার কেমন লাগবে, সোনা ? কাটে প্রশ্ন করল।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,· মা·· আ, আ·· মি···যাব ?

*   *   *

কাটে ব্রাড রজার্সের সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসত। দীর্ঘদিনের কাজের ফাঁকে তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির প্রতি একাগ্রতার জন্য কাটে তাকে ভালবাসত। রজার্স অবিবাহিত। এবং তার অনেক মেয়ে বন্ধুও ছিল। যদিও কাটে বুঝত যে রজার্স তাকে কিছুটা ভালবাসে তবুও সম্পর্কটা ব্যবসায়িক স্তরে রাখাটা কাটে পছন্দ করত। কিন্তু একবারই কেবল-মাত্র সে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিল।

কিছুদিন ধরেই সে লক্ষ্য করছিল যে সময়ের বেশীর ভাগটাই ব্রাড অন্য কোথাও কাটাচ্ছে। সকালের মিটিংয়ে তাকে পরিশ্রান্ত দেখাত। কোম্পানির স্বার্থের পক্ষে এটা খারাপ। তার মনে পড়ল, ডেভিডও কেমন ভাবে একটা

মেয়ের জন্যে কোম্পানী ছাড়তে বসেছিল। সুতরাং এর একটা প্রতিকার করার প্রয়োজন সে অনুভব করল।

এক ব্যবসায়িক ভ্রমণে রজার্সকে সে ইচ্ছে করেই প্যারিসে নিয়ে গেল। রাতে হোটেলের কামরায় ব্রাড রজার্স একটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা করতে এল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কাটে বলল, ব্যাপারটা অপেক্ষা করতে পারে। তারপরেই রজার্সের দিকে আমন্ত্রণমূলক ভাবে তাকিয়ে সে বলল, ব্রাড, আমরা একটু একান্ত হতে চাই।

—হে ভগবান! তোমাকে আমি কতদিন কামনা করেছি, কাটে।

—আমিও, ব্রাড।

সারারাত কাটে ব্রাডের বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে থেকে চিন্তা আর পরিকল্পনা করে চলল। সকালে ব্রাড ঘুম থেকে উঠলে সে বলল, ব্রাড, যে মেয়েছেলেটাব সঙ্গে তুমি · ।

—হে ঈশ্বর! তোমার হিংসে হচ্ছে? ব্রাড হেসে উঠল।—কথা দিচ্ছি আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করব না।

এরপর ব্রাড যখনই কাটেকে চাইতে গেছে কাটে তাকে বুঝিয়েছে—এরকম করলে আর আমাদের একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না। যদিও আমিও তোমাকে ভীষণ ভাবে চাই, ব্রাড। আমি নিরুপায়।

রজার্স বাধ্য হল ঐ ভাবেই দিন কাটাতে।

* * *

কাটে "লে রোজি" স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করে জানতে চাইল যে টনির তোতলামীর অবস্থা কেমন?

—কোন চিহ্ন নেই। পরিষ্কার কথা বলে।

কাটে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল।

কিন্তু, এর চার সপ্তাহ পরে টনি বাড়ী ফিরল। কাটে প্রশ্ন করল, কেমন আছ, সোনা?

—ভ ভাল ম · আ। তু···তুমি···কে···কেমন অ আছ?

—ক্রুগার ব্রেন্ট কোম্পানি একদিন তোমার হবে টনি। তুমিই একদিন একে চালাবে···।

—অ·· আমি চ·· চালাতে···চ চাইনা ম···আ। আমি ব·· বড় ব্যবসা

বা ক্ষ·· ক্ষমতায় উৎসাহী নই।

কাটে রাগে ফেটে পড়ল।—বোকা হাঁদা।· তুমি বড় ব্যবসা আর ক্ষমতার সম্বন্ধে কতটুকু জান? আর যেন কখন তোমার মুখে এসব কথা না শুনি।

—আমি দুঃখিত মা। কিন্তু মনে মনে টনি গোঁয়ারের মত চিন্তা করল যে সে বড় হয়ে একজন শিল্পী হবে।

টনির তখন পনের বছর বয়েস। গ্রীষ্মের ছুটিতে টনিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হল কোম্পানির হীরের খনি, সোনার খনিগুলো স্বচক্ষে দেখে আসার জন্যে। ফিরে আসার পর কাটে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল সব?

—সবচেয়ে কি ভাল লাগল ম···আ, জা·· জানো? রং। অ আমি অ·· অনেক ছবি এঁকেছি।

—বা! এই শখটা থাকা খুব ভাল, টনি।

—না। ম···সখ নয় ··ম · আ। আ···আমি একজন চি ··চিত্রকর হতে চাই।

—তোমার সারা জীবনটা ছবি এঁকে কাটাবে?

—হ্যাঁ·· মা· ·আ। এটাই আ·· আমি সবচেয়ে ভ·· ভালবাসি।

কাটে বুঝল যে সে হেরে গেছে। সে চিন্তা করল, টনির নিজের মত বাঁচার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমি তাকে সেই ভুলটা কেমন করে করতে দিই?

কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবং তা আবার ক্রুগার ব্রেন্টের কাছে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। এর মধ্যে কাটে আরও একটা কাজ করল। জার্মানী থেকে নিরপেক্ষ দেশে ইহুদিদের গোপনে পালিয়ে যাবার কাজে সহায়ক এক সংস্থাকে মাসে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে সাহায্যও করল। তারা বিভিন্ন দেশে ক্রুগার ব্রেণ্ট কোম্পানিতে চাকরিতে নিযুক্ত হল।

টনি জোর করে নৌ সেনা দলে নাম লেখাল। ৭ই মে ১৯৪৫-এ জার্মানী নিঃশর্তে আত্মসমর্পন করল। ৬ই আর ৯ই অগাষ্ট ১৯৪৫—আনবিক বোমায় ধ্বংস হল জাপানের হিরোসীমা আর নাগাসাকি—এই দুটো শহর। ১৪ই অগাষ্ট জাপানীরা আত্মসমর্পন করলে রক্তাক্ত যুদ্ধের যবনিকা পত্তন হল।

টনি ফিরে এল।

—এবার তোমার কি পরিকল্পনা ?

টনি হাসল—আগেই তো বলেছি। আমি প্যারিসে যাব ছবি আঁকা শিখতে।

*　　*　　*

টনি প্যারিসে কাটের নিজের বাড়ীতে না উঠে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করল। ফায়ার প্লেস সমেত একটা ছোট্ট বসবার ঘর, একটা ছোট্ট শোবার ঘর আর একটু রান্নাঘর। রান্নাঘর আর শোবার ঘরের মাঝে এক চিলতে বাথরুম।

বাড়ীউলী ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তাকাতে টনি বলল, ঠিক আছে।

'দি ইকোলে দে বিউয়াক্স আর্ট'স' নামে একটা স্কুলে ভর্তি হল টনী।

১৮৪৬ সালে সব দিকপাল শিল্পীরা প্যারিসে ভিড় করেছিলেন। টনি মাঝে মধ্যে পাবলো পিকাসোকে দেখতে পেল। একদিন দেখল মার্ক চাগলকে।

কাটে প্রথমবার টনির ঘর দোর দেখে হতবাক হয়ে গেল। ভাবল, আমার ছেলে এই রকম পরিবেশে কেমন করে থাকে ?

*　　*　　*

ডমিনিক নামে একজন সুন্দরী মডেল ছিল। টনি লক্ষ্য করল, ক্লাসের সবাই চলে যাবার পরেও যখন সে একা একা আঁকায় ব্যস্ত থাকে—ডমিনিক এসে পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে তার আঁকা লক্ষ্য করে। একদিন ডমিনিক বলল, তুমি খুব বড় শিল্পী হবে ভবিষ্যতে।

টনি তাকে কাফেতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। কাফে থেকে বেরিয়ে ডমিনিক বলল, তোমার ফ্ল্যাট দেখার আমন্ত্রণ জানাবে না ?

ফ্ল্যাট আর কি ? এক টুকরো আস্তানা। যাবে তো চল।

ফ্ল্যাট দেখে ডমিনিক বলল, সত্যিই তাই। কে দেখাশোনা করে ?

—একটা ঝি আছে।

—ওকে বিদায় করে দাও। যা নোংরা ! এক বালতি জল আর সাবান নিয়ে এস দেখি।

ডমিনিক ধোওয়া মোছা করে ফ্ল্যাটটাকে পরিষ্কার করে তুলে বলল, অনেক হয়েছে। এবার আমার স্নান করার দরকার।

পনের মিনিট পরে ডমিনিক একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম

থেকে। সুন্দর তার দেহ সৌষ্ঠব। পূর্ণ স্তন। সরু কোমর। লম্বা এবং ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা পা। টনি তাকে এর আগে কোনদিন নারী হিসেবে দেখেনি, ছবি আঁকার জন্যে নিতান্ত উলঙ্গ মূর্তি ছিল সে তার কাছে। তোয়ালেটাই মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু পালটিয়ে দিল। হঠাৎ টনি তার পুরুষাঙ্গে রক্তচাপ অনুভব করল।

ডোমিনিক তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এখন কি একটু ভালবাসাবাসি করতে চাও?

—খুউব ·। টনি হেসে জবাব দিল।

শরীর থেকে তোয়ালে সরিয়ে ফেলে ডোমিনিক বলল, খুলে ফেল সব! এস তাহলে।

* * *

টনি ডোমিনিকের মত মেয়ে এর আগে কখনও দেখেনি। ডোমিনিক তাকে সব কিছু দিত অথচ কিছুই চাইত না। প্রায় প্রতি সন্ধ্যেয় সে আসত রেঁধে দেবার জন্যে। রেষ্টুরেণ্টে খরচা করতে গেলে বলত, পয়সা জমাও। ডোমিনিক সব সময়ে তাকে প্রেরণা জোগাত।—তুমি একদিন সবায়ের চেয়ে ভাল চিত্রকর হবে।

টনির যদি রাতে ছবি আঁকার মেজাজ আসত—ডোমিনিক তার জন্যে ভঙ্গিমা করে দাঁড়াত সারাদিনের খাটা-খাটুনীর পরেও। টনি কখনও সাহস করে ডোমিনিককে বলতে পারত না যে সে জগতের অন্যতম বিশাল ভাগ্যশালী লোক। পাছে ডোমিনিক ভয় পেয়ে যায়। তাদের সম্বন্ধটুকু মুছে যায়। তবু টনি তার জন্মদিনে তাকে একটা রাশিয়ান মিঙ্ককোট উপহার না দিয়ে পারল না।

—কোথা থেকে তুমি এটা কেনার টাকা পেলে, টনি?

—চোরাইমাল। সস্তায় কিনেছি এক জায়গা থেকে।

ডোমিনিকের বড় ফ্ল্যাট ছিল। সে একদিন বলল, টনি আমার এখানে চলে এস। আমি তোমাকে রেঁধে দেব—তোমার জামাকাপড় ধুয়ে দেব।—তোমাকে কোন ভাড়াও দিতে হবে না।

—না। তা সম্ভব নয়, টনি অস্বীকার করল।

অগত্যা পরের দিন ডোমিনিকই তার ফ্ল্যাটে এসে উঠল।—আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। দেবে আমায় থাকতে?

ডোমিনিকের উৎসাহে নিজের কাজের ওপর টনির আত্মবিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে প্রায় দু'ডজন ছবি এঁকে ফেলেছিল। সেদিন ডোমিনিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, তোমার একটা প্রদর্শনী হওয়া দরকার।

—পাগল। আমি এখনও কিছু শিখিনি। কে কিনবে আমার ছবি?

—ভুল মিঃ ··। তুমি অপূর্ব আঁক।

ম'সিয়ে গোয়েগেঁরর গ্যালারীতে টনির ছবি প্রদর্শনীর একটা ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

টনি কাটেকে তার ঘরে ঢুকতে দেখেই ভাবল, মাকে কি সুন্দর দেখতে এখনও। সারা শরীরে প্রাণবন্ততা ফুটে বেরুচ্ছে! টনি একবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আবার বিয়ে করনি কেন? তার মা জবাব দিয়েছিল, আমার জীবনে চিরকাল দুজন লোকই সবচেয়ে প্রিয়। তোমার বাবা আর তুমি। সুতরাং ··।

কাটে টনির ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টনি রুদ্ধশ্বাসে মায়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকল।

একসময়ে কাটে শান্তস্বরে বলল, অপূর্ব। সত্যি অপূর্ব টনি। আমি তোমার ছবির প্রদর্শনীর বাবস্থা করব।

—প্র·· য়োজন নেই ম· আ। আগামী শু···শুক্রবার প্রদর্শনীর একটা ব্যবস্থা করেছি। গো·· গোয়েগঁর গ্যা·· গ্যালারীতে।

কাটে একটা ছবিকে ইংগিত করল। ছবিটায় একটা গাছের তলায় ডোমিনিক দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময় ডোমিনিক হুড়মুড় করে এসে কাটেকে দেখতে পেল।

মুহূর্তের স্তব্ধতা নেমে এল। স্তব্ধতা ভেঙ্গে টনি বলল, ডোমিনিক ইনি হচ্ছেন আমার মা। আর মা, এ হচ্ছে ডোমিনিক ম্যাসন। আমার মডেল।

সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কাটে বলল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেন সঠিক লোকেরাই তোমার ছবির প্রদর্শনী দেখতে পায়।

—কারা মিসেস ব্ল্যাকওয়েল? ডোমিনিক প্রশ্ন করল।

—সমালোচকরা। সমালোচক আন্দ্রে ডি উসেউর মত কেউ আর কি।

আন্দ্রে ডি উসেউ ফ্রান্সের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক। এক দুর্দান্ত সিংহের

মত তিনি শিল্পের মন্দিরকে পাহারা দিচ্ছেন। তার একটাই মাত্র সমালোচনা যে কোন শিল্পীকে ওপরে তুলতে বা মাটিতে ফেলে দিতে পারে।

—উনি ছোটখাটো গ্যালারিতে আসেন না। ডোমিনিক বলল।

—টনি তাকে আসতেই হবে। তিনি তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিতে পারেন।

—ভেঙ্গে ফেলতেও তো পারেন, মা?

—তোমার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই? তুমি চাইলে আমি ব্যবস্থা করব।

—চাই মা, নিশ্চয় চাই। টনি বলল।

*　　　*　　　*

টনির দুটো ছবি বিক্রী হয়েছে। এমন সময় দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। মঁসিয়ে উসেউ এসেছেন।

মঁসিয়ে উসেউ কয়েক মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে টনির বাকি ছবিগুলোও বিক্রী হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

ভোর পাঁচটার সময় তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পড়ে টনি আর ডোমিনিক রাস্তায় বেরুল প্রভাতী কাগজের প্রথম সংস্করণটা জোগাড় করতে।

টনি শিল্প সংক্রান্ত পাতাটা উল্টে মঁসিয়ে উসাউত্তর বক্তব্যটা পড়ল। তিনি লিখেছেন যে গতকাল এ্যানথনী ব্ল্যাকওয়েল নামে এক আমেরিকান যুবক এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে।·· প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে কেউ এসব কাঁচা হাতের ছবিগুলো টাঙ্গিয়ে শিল্প বলে গর্ব করতে পারে···আমি মিঃ ব্ল্যাকওয়েলকে উপদেশ দেব যে তিনি যেন আঁকা ছেড়ে তার আসল কাজে ফিরে যায়। তার আসল কাজটা হচ্ছে বাড়ী রং করা। ছবি আঁকা তার কম্ম নয়।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না···বেজন্মা কোথাকার। ফিসফিস করে ডোমিনিক বলল।

টনির হৃদপিণ্ডটা সীসের মত ভারী হয়ে উঠল। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তিনি দেখেছেন ছবিগুলো, আর তিনি ছবি বোঝেনও। বেদনার্দ্র স্বরে টনি বলল, ইস! আমি কি বোকা। কি সময়ের অপব্যবহার।

সারাদিন রাত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেরিয়ে পরের দিন ভোর পাঁচটায় টনি তার ফ্ল্যাটে ফিরে এল উদভ্রান্তের মত।

—টেলিফোন বাজছিল।—হ্যালো, মা আ।

—টনি, সোনা। আমি ম'সিয়ে উসেউকে আবার নতুন করে সমালোচনা লেখাতে বাধ্য করতে পারি।

তিক্তস্বরে টনি বলল, এটা ব্যবসায়িক। লেনদেন নয়, ম আ! এটা একটা সমালোচকের উক্তি।

—টনি, তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। কাটে ভেঙ্গে পড়ল।

—ঠিক আছে মা। চেষ্টা করেছিলাম। হলনা। উসেউ জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প সমালোচক। গালাগাল করলেও তা আমাকে মানতেই হবে। অস্বীকার তো করতে পারব না।

—তুমি ওখানেই যেও। আমি জোহানেসবার্গ থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরব।

—ঠিক আছে। ফোন রেখে দিল টনি।—আমি দুঃখীত ডোমিনিক। তুমি একজন ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলে। আমার কোন ভবিষ্যত নেই।

ডোমিনিক কিছু বলল না। শুধু অব্যক্ত ব্যথা ভরা চোখ দুটো তুলে সে টনির দিকে তাকিয়ে রইল।

* * *

পরের দিন প্যারিসের ক্রুগারব্রেণ্টের এক অফিসে বসে কাটে একটা 'চেক' লিখছিল। তার সামনে বসেছিলেন ম'সিয়ে উসেউ। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। আপনার ছেলের সত্যি প্রতিভা ছিল। সময়ে একজন বিখ্যাত শিল্পী হতে পারত।

কাটে বলল, ম'সিয়ে উসেউ। জগতে হাজার হাজার শিল্পী রয়েছে। আমি চাই না আমার ছেলে তাদের একজন হয়ে ভিড় বাড়াক। তারপর চেকটা তাকে দিয়ে বললে, আপনার কাজটা আপনি করেছেন—প্রতিদানে আমার কাজটাও আমি করব। আমি জোহানেসবার্গ, লণ্ডন আর নিউইয়র্কে আর্ট-মিউজিয়াম তৈরী করাব। আপনিই হবেন ছবি বাছাইয়ের প্রধান অধিকর্তা—অবশ্যই মোটা কমিশনের বিনিময়ে।

কাটে ভাবল, টনি যে জন্যে জন্মেছে তা তাকে করতেই হবে। তাকে ক্রুগারব্রেণ্ট কোম্পানির পরিচালনা করতেই হবে।

টনি ক্রুগারব্রেণ্টের অন্য যে কোন লোকের চেয়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগল। বহুবার সে ডোমিনিককে চিঠি লিখেছে। টেলিফোন করেছে। কিন্তু সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। টনি নিরাসক্তের মত কাজ করে যায়, এখন।

—ওর ব্যবসার প্রতি একটা সহজাত প্রবনতা রয়েছে। কাটে রজার্সকে বলল। কাটে আরও ভাবে, উঃ! কি সর্বনাশই না ঘটতে চলেছিল। সে বাঁচিয়েছে টনিকে। সামান্য এক শিল্পী হয়ে জীবন কাটানো!

* * *

১৯৪৮ সালে ন্যাশানালিস্ট পার্টি দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণ ক্ষমতায়। দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গাও বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে। পুলিশও দমন করছে সে দাঙ্গা নিষ্ঠুর-ভাবে। খবরের কাগজে বণ্ডা শিরোনামে।—নিশ্চয় সে তার দেশবাসীর জন্যে সংগ্রাম করবে। সে হচ্ছে বণ্ডা! কাটে ভাবে।

* * *

কাটে তার ছাপান্নতম জন্মদিন পালন করল টনির সঙ্গে একা একা।

প্যান আমেরিকানের প্লেনে রোম থেকে নিউইয়র্কে উড়ে চলাটা ঘটনা বিহীন। টনি সিটে চুপচাপ বসেছিল।

টনির পাশের সিটে এক মধ্যবয়সী মহিলা একটা 'ফ্যাসান ম্যাগাজিন' পড়ছিলেন। টনি তাতে মডেলরূপী ডোমিনিকের ছবি দেখতে পেল এক পোষাকের বিজ্ঞাপনে।

পরের দিন সকালে প্লেন থেকে নেমে টনি সেই পোষাকের দোকানে গিয়ে হাজির হল বিজ্ঞাপন সংস্থাটার নাম জানবার জন্যে। ঠিকানা জোগাড় করে টনি কার্লেটন ব্লেসিং এজেন্সী নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় গিয়ে হাজির হল।

টনি ডোমিনিকের ফ্ল্যাটবাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করছিল। একটা কালো সেডান গাড়ী থেকে খেলোয়াড় সুলভ একজন বড়সড় চেহারার লোকের সঙ্গে ডোমিনিক নেমে এলো—টনি! তুমি এখানে কি করছ?

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ডোমিনিকের সঙ্গের লোকটি তেড়ে আসতে ডোমিনিক তাকে নিরস্ত করে সরিয়ে দিল।—ভেতরে চল টনি।

—তোমাকে আমি অনেক খুঁজেছিলাম, টনি বলল।

—আমি আমেরিকায় চলে এসেছিলাম। ডোমিনিক জানাল।

—কার্লেটন ব্লেসিং এজেন্সিতে কাজটা কেমন করে পেলে? ছলনা কোর না। আমি জীবনে কোন মেয়ের গায়ে হাত তুলিনি। কিন্তু যদি মিথ্যে বল, তাহলে তোমার মুখ এমন বিকৃত করে দেবে যে আর ফটোর উপযুক্ত থাকবে না।

চাপে পড়ে ডোমিনিক শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হল যে টনির মা-ই তাকে টনির আর্ট স্কুলে মডেলের কাজে ঢুকিয়ে দেয় যাতে সে টনিকে চোখে চোখে রাখতে পারে। টনির দেখাশোনা করবার জন্যেও তার মা তাকে টাকা দিত।

—আর তুমি ভালবাসার ভান করতে?

—বিশ্বাস কর, আমার কোন উপায় ছিল না। দারুন অর্থাভাব। আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসতাম।

টনি ভাবল যে সে তাহলে আগাগোডাই মায়ের হাতের পুতুল। তার জীবনকে তিনি সবসময়ে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। শেষবারের মত ডোমিনিকের দিকে একবার তাকিয়ে টনি টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডোমিনিকের চোখ জলে ভরে গেল। তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি সত্যি টনি। কিন্তু তোমাকে যে আমি ভালবাসি—এটা মিথ্যে নয়। নিজের মনেই বিলাপ করে চলল ডোমিনিক।

* * *

টনি মদ খেয়ে ঢুকল ঘরে।—ডোমিনিকের সঙ্গে কথা বলল না। তোমরা দুজনে আমার পেছনে খুব হাসাহাসি করছিলে নিশ্চয় সেই সময়।

—কাটে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে বলল, টনি!

—এখন থেকে তুমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে দূরে সরে থাকবে। মাতালের মত টলমল পায়ে বেরিয়ে গেল টনি।

* * *

পরের দিন থেকে টনি গ্রীনউইচ গ্রামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে সরে গেল। মায়ের সঙ্গে শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্কটুকুই রইল।

কাটের হৃদয় আর্তনাদ করে উঠল। তবু সে ভাবল, সে টনিকে কোম্পানীতে

টেনে এনে উচিত কাজই করেছে। টনিকে যত্ন করার জন্যে একটা বউ চাই এখন। বংশধারা রক্ষা করার জন্যে 'ছেলে চাই। আমাকে এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেই হবে। কাটে চিন্তা করল।

* * *

কাটে খবর পেল বণ্ডা ধরা পড়েছে।

* * *

পরের প্লেনেই সে জোহানেসবার্গে চলে গেল। প্লেন থেকে নেমেই সে কারা অধীক্ষককে ফোন করল, আমি বণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কোন দর্শকের সঙ্গে দেখা করার··। আপনার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। দেখছি, কি করা যায়। কারা অধীক্ষক বললেন।

পরের দিন সকালে জোহানেসবার্গ জেলে কাটে বণ্ডার মুখোমুখি দাঁড়াল। বণ্ডাকে বেড়ি পরিয়ে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুজনের মাঝখানে একটা কাঁচের দেওয়াল।

—আমি জানতাম তুমি আসবে। তুমি তোমার বাবার মতই। ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে সরে থাকতে পার না। তাই না?

—ওসব কথা ছাড়। বল, তোমাকে এখান থেকে কেমন করে বার করে নিয়ে যাওয়া যায়?

—কফিনে করে। এভাবে ছাড়া তারা আমায় নিয়ে যেতে দেবে না।

—আমার প্রচুর নামকরা উকিল রয়েছে।

—ওসব কথা ভুলে যাও। তারা আমাকে (আঁটঘাট বেঁধে) ধরেছে। আমাকে (আঁটঘাট বেঁধেই) পালাতে হবে। কোনদিন খাঁচা আমি পছন্দ করি নি। করবও না। আমাকে আটকিয়ে রাখার মত জেল তৈরী হয়নি এখনও।

—বণ্ডা, দয়া করে অমন কাজ করতে যেও না। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে।

—আমায় কোন কিছুই মেরে ফেলতে পারবে না। তুমি এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছ যে হাঙর, ল্যাণ্ডমাইন আর কুকুরদের হাত থেকেও বেঁচে এসেছে। তুমি তো কিছু কিছু জান, কাটে। আমার মনে হয় যে যে আমার জীবনের ও সময়টাই ছিল সেরা।

পরের দিন কাগজে কাটে দেখল, এক বিদ্রোহী নেতা জেল ভেঙ্গে পালাবার সময় গুলিতে নিহত হয়েছে।

কাট জেলে গিয়ে কারা অধীক্ষকের সঙ্গে দেখা করল।—কি ব্যাপার!

—জেল ভেঙ্গে পালাবার সময় তাকে গুলি করা হয়। এইমাত্র ব্যাপার।

কাটে ভাবল, আরও আছে, আরও অনেক ব্যাপার আছে! বণ্ড মারা গেছে ঠিকই। কিন্তু তার স্বদেশবাসীর জন্যে যে স্বাধীনতার স্বপ্নকে দেখত—সেটা কি কি মরে যেতে পারে কখনও?

পরের দিন প্লেনে করে নিউইয়র্কের পথে উড়ে যেতে যেতে কাটে বিষাদময় স্বরে নিজের মনে মনে বলল, আমি আর কখনও এখানে ফিরে আসব না। কখনও না।

* * *

"ওয়াট অয়েল এণ্ড টুল" এবং "ইণ্টারন্যাশনাল টেকনোলজি" নামে দুটো বিরাট কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা চলছিল। কাটে ব্রজাসকে বলল, আমরা একটাকেই মাত্র অধিগ্রহণ করতে পারি। কোনটাকে করব-না-করব তা ভেবে দেখছি।

* * *

দশদিন পরে কাটে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে এক ব্যবসায়িক সভায় যোগদান করতে গিয়েছিল। সভায় যোগদান করেছিলেন প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক শিল্পপতিগণ। সেই সভায় "ওয়াট অয়েল এণ্ড টুলের" মালিক চার্লিওয়াট আর "ইণ্টারন্যাশনল টেকনোলজির" মালিক কাউণ্ট ফেডেরিফ হফমানও আহূত হয়ে এসেছিলেন। কাটে তাঁদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করল।

কাটের সমস্যা হল যে টনিকে এই পার্টিতে নিয়ে আসাটা। বছরখানেক ধরে টনি 'ডার্ক হারবারের' এই বাড়ীতে প্রায় আসেই না। এলেও দেখা দিয়ে চলে যায়। টনিকে কথাটা বলতেই সে বলে উঠল, জানি তু-তুমি কি উ-দ্দেশ্যে ওদের নিমন্ত্রণ করছ। কো-কোন কোম্পানীটা হা-হাতাতে চাও?

—'ওয়াট অয়েল এণ্ড টুল' কাটে বলল। তোমাকেই আসতেই হবে।

* * *

যথারীতি চার্লি ওয়াট তাঁর মেয়ে লুসি আর হফমান তাঁর মেয়ে মারিয়ান্নেকে

নিয়ে এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অতিথিরাও এসে পড়লেন। গৃহস্বামীর ভূমিকায় টনি অতিথিদের মধ্যে ঘুরে বেরিয়ে দেখাশোনা করা শুরু করল। কিন্তু কাটে বুঝতে পারছিল যে টনি এই সমাগমে বিরক্ত হচ্ছে মনে মনে। লোক সম্বন্ধে টনির সব আগ্রহ চলে গেছে। এই ধারণাটাই কাটেকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল থেকে থেকে।

কাটে লক্ষ্য করছিল যে লুসি টনির সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবল যে খেলার শুরুটা তাহলে ভালই হয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে প্রাতঃরাশের সময় কাটে লুসিকে বলল, —যাও না টনির সঙ্গে নৌকায় চড়ে একটু সমুদ্রে বেরিয়ে এস।

টনি প্রতিবাদ করার আগেই লুসী বলল, চমৎকার হবে।

টনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে বলল, না। আমার পক্ষে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। কানাডা থেকে একটা ফোন আসবার কথা আছে।

কাটে মারিয়েন্নেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো ঘোড়ায় চড়তে ভালবাস। আমাদের একটা সুন্দর ঘোড়াশালা আছে। যাও না। ঘোড়া পছন্দ কর।

—ধন্যবাদ মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আমি এখনই একটু ঘুরে বেড়াব।

ইস্পাত কঠিন স্বরে কাটে আবার টনিকে প্রশ্ন করল, তুমি কি সত্যই মিস লুসিকে একটু সমুদ্রে বেড়িয়ে আনতে পারবে না?

—না। টনির পক্ষে এটা একটা বিজয়। তার মা আর তাকে ঠকাতে পারবে না। কিছুতেই নয়। সে জানে, চার্লিওয়াট তার কোম্পানী বেচে দিতে বা ক্রুগার ব্রেণ্টের সঙ্গে মিশে যেতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। কিন্তু তাঁর দুর্বলতা হচ্ছে তাঁর একমাত্র মেয়ে লুসি। লুসি সুন্দর ঠিকই। তবে এটা তার মায়ের ফাঁদ। কিছুতেই সে ধরা দেবে না।

প্রাতঃরাশ শেষ হতে কাটে আবার বলল, টনি, তোমাদের ফোন আসা না পর্য্যন্ত তুমি লুসিকে একটু বাগানটাই ঘুরিয়ে নিয়ে এস না কেন।

—ঠিক আছে। অস্বীকার কবার আর উপায় না দেখে টনি মনে মনে স্থির করল, একটু ঘুরিয়েই আমি পালাব।

কাটে মারিয়ান্নেকে প্রশ্ন করল, তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো, সোনা?

—না। না। আমি ঠিক আছি। মারিয়ান্নে বলল।

টনি তখন নীচের তলার প্রধান হল ঘরের পাশে তার ছোট্ট ব্যক্তিগত পড়াশোনার ঘরে বসেছিল। মারিয়ান্নে টনির উপস্থিতি না জেনেই দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দেওয়ালে টনির আগের আঁকা কিছু ছবি ঝোলান ছিল। মারিয়ান্নে ঘুরে ঘুরে সব ছবিগুলো দেখতে দেখতে স্বগোক্তি করল, ফিসফিস করে—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

টনির প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। কারণ সে বিশ্বাস করে, ছবিগুলো এমন কিছু খারাপ নয়। চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল সে।

—ও আপনি রয়েছেন! আমি দুঃখিত। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মারিয়ান্নে বলল, আমি জানতাম না যে আপনি রয়েছেন।

—ঠিক আছে। রূঢভাবে টনি প্রশ্ন করল, আপনি কি কিছু খুঁজছেন?

মারিয়ান্নে টনির রূঢ়তায় বিস্মিত হয়েও, ছবিগুলোর দিকে আবার এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, এগুলো কি আপনি এঁকেছেন?

—দুঃখিত ছবিগুলো আপনার ভাল লাগবে না।

—অপূর্ব! আমি বুঝতে পারছি না যে আপনি যদি এমন অপূর্ব ছবিই আঁকতে পারেন তাহলে অন্য কাজ কেন মরতে করেন? আমি ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম। শিখেওছিলাম। কিন্তু ছেড়ে দিলাম···। কিন্তু আপনি··· আপনি কেন ছাড়লেন·· ?

মারিয়ান্নে, তুমি এখানে মা? তোমার বাবা খুঁজছেন। কাটে ঘরে ঢুকল।

* * *

—লুসি যদি ভেবে থাকে যে সে টনিকে প্রলুব্ধ করবে। তবে, সে ভুল করেছে। বিস্ময়ের জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। টনি মনে মনে হাসল।

* * *

পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ভোরবেলায় মারিয়ানের সঙ্গে সুইমিংপুলে টনির দেখা হয়ে গেল। আলাপ পরিচয়ের পর টনি মুগ্ধ হল।

কবে তুমি জার্মানীতে ফিরে যাচ্ছ? টনি প্রশ্ন করল।

—পরের সপ্তাহে।

—তুমি আমার সঙ্গে নিউইয়র্কের কোন হোটেলে রাতে খাবে?

—আমার খুবই ভাল লাগবে। মারিয়ান্নে বলল।

*　　　*　　　*

পরের পাঁচটা দিন টনি মারিয়ান্নেকে নিয়ে নিউইয়র্ক দেখিয়ে বেড়াল। কোনদিন জার্মানীতে যাচ্ছ ?

—সোমবার সকালে। আনন্দহীন গলায় মারিয়ান্নে বলল।

*　　　*

হাউস্টোনে মিঃ ওয়াট কাটে আর টনিকে নিমন্ত্রন জানালেন। টনি যেতে বাধ্য হল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কোম্পানীর প্লেনে না গিয়ে একা গেল। কাটে আগেই পৌছে গিয়েছিল। ওয়াট দম্পতি আর লুসি টনিকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠল।

খাবার টেবিলে বসে টনি মাকে দেখে ভাবল, মা আমাকে নিয়ে এখানে ব্যবসা করতে এসেছে। টনি মনঃস্থির করে নিল। খাবার দাবারের আধ ঘণ্টা পরে টনি নিঃশব্দে নিউইয়র্কের পথ ধরল।

এয়ারপোর্ট থেকে টনি মারিয়ান্নেকে ফোন করল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বেশ তো, কোথায় ? ইতঃস্তত: না করেই মারিয়ান্নে বলল।

—টনির ফ্ল্যাটে মারিয়ান্নে দেখা করল টনির সঙ্গে। আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে গেল দুজনে। এক অপূর্ব উত্তেজনা। মিলনের আনন্দে হারিয়ে গেল তারা।

—আমি তোমায় বিয়ে করছি, মারিয়ান্নে। টনি বলল।

—কিন্তু তোমার মা ? তিনি চান তুমি লুসি ওয়াটকে বিয়ে কর।

সেটা তার পরিকল্পনা। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে এইখানে। টনি আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল মারিয়েন্নেকে আবার।

*　　　*

না বলে কয়ে মিঃ ওয়াটের র‍্যাঞ্চহাউস থেকে টনির চলে আসার আরও আটচল্লিস ঘণ্টা পরে কাটে টনির সাড়াশব্দ পেল ফোনে।

—টনি কেমন আছ ? ফোন তুলে নিয়ে কাটে প্রশ্ন করল।

—আ-আমি চমৎকার আছি ম　মা।

—তুমি কোথায় এখন ?

—মারিয়ান্নে আর আমি এখন হনিমুনে যাচ্ছি। কাল আমরা বিয়ে করছি।

ম·· মা। তুমি শুভেচ্ছা জাতীয় কিছু বাঁধাবুলি তো বলতে পার আমাদের।

—নিশ্চয় পারি। আমি খুব খুশী হয়েছি, সোনা। ফোন রেখে দিল কাটে।

*   *

ব্রাড রজার্স ঘরে ঢুকতেই কাটে বলল, টনি এইমাত্র ফোন করছিল।

ব্রাড রজার্স কাটের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলল, হে ভগবান! তুমি যেন বোলনা যে কাজটা হাসিল করতে পেরেছে সত্যি সত্যি।

—টনি করেছে। কাটে হাসল, হফমানের সাম্রাজ্য এখন আমাদের কোলের ওপর।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল ব্রাড রজার্স। —আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি টনিকে কেমন করে মারিয়ান্নেকে বিয়ে করাতে রাজী করালে শেষ পর্য্যন্ত?

—খুব সোজা। গোড়া থেকে আমি তাকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিচ্ছিলাম —অর্থাৎ লুসির দিকে।

কাটে ভাবল, সে কিন্তু জানত যে টনির জন্যে সেটাই হচ্ছিল সঠিক পথ নির্দেশ। টনির পক্ষে মারিয়ান্নে চমৎকার বউ হবে। টনির জীবনের অন্ধকার সে কাটিয়ে দিতে পারবে। মারিয়ান্নে তাকে একটা ছেলেও দেবে নিশ্চয়।

*   *

আসন্নপ্রসবা মারিয়ান্নেকে নিয়ে টনি হসপিটালে গেল। ডাক্তার ম্যাটসন তাকে পরীক্ষা করে একজন নার্সকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে বললেন।

*   *

—বেশ! বেশ! এসে দেখছি সেই 'রেমব্রাস্ট'! শুনে টনি ঘুরে দাঁড়াল। দেখল ডোমিনিকের সঙ্গেকার সেই লোকটা। লোকটা বিদ্বেষ মাখানো মুখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হিংসে! ডোমিনিক তাকে কি বলেছে আমার সম্বন্ধে?

—টনি। তুমি? ডোমিনিক প্রশ্ন করল।

—আমার বউয়ের বাচ্চা হবে।

—তোমার মা-ই কি এই বিয়েটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন? অর্থাৎ ডোমিনিকের সঙ্গেকার লোকটি ব্যঙ্গ করে বলল।

—কি বলতে চাও ?

—ডোমিনিক আমায় বলেছিল যে তোমার মা-ই নাকি তোমার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেয়, খোকা।

—বেন, থাম। ডোমিনিক চেঁচাল।

—কেন ? বত্যি কথা নয় কি ? বেন যেন মজা পেল।

—তুমি কি বলেছ ডোমিনিক ? টনী প্রশ্ন করল।

—কিছু না। চল বেন। আমরা যাই।

—বেন মজা পাচ্ছিল।—হায়, আমার যদি তোমার মত মা থাকত—খোকন সোনা। শোবার জন্যে তোমার একজন সুন্দরী মডেলের দরকার—তোমার মা তাই কিনে দিলেন। প্যারিসে তোমার ছবি প্রদর্শনী করা দরকার, তোমার মা তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

—তোমার কি মাথা খারাপ ? টনি বলল।

—আমার মাথা খারাপ ? ডোমিনিক, ওকি জানে না যে··।

—কি জানি না ? টনি জানতে চাইল।

—কিছু নয়। ডোমিনিক বলল।

—মা আমার ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল—এটা বাজে কথা নয় কি ?

—না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডোমিনিক বলল।

—তুমি কি বলতে চাইছ যে গোয়েগা'কে মা টাকা দিয়ে···।

—টনি। সে কিন্তু সত্যি তোমার ছবিগুলো পছন্দ করেছিল।

—সেই চিত্র সমালোচকের কথাটা বল। বেন খেই ধরলে।

—যথেষ্ট হয়েছে, বেন। ডোমিনিক চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু টনি তার হাত ধরে ফেলে বলল, দাঁড়াও। ব্যাপারটা কি ? তাকেও কি আমার মা টাকা দিয়ে প্রদর্শনীতে আনিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, ডোমিনিকের স্বর খাদে নেমে এল।

—কিন্তু তিনি তো যাচ্ছেতাই বলেছেন ছবিগুলোকে।

—টনির গলার স্বরে যন্ত্রণার আভাষ পাচ্ছিল ডোমিনিক।—না, টনি। ছবিগুলো তার পছন্দ হয়েছিল। তিনি তোমার মাকে বলেছিলেন যে তুমি একজন বড় শিল্পী হতে পারবে।

—তবে আমার মা আমাকে ধ্বংস করার জন্যে তাকে টাকা খাইয়ে ছিলেন?

—ধ্বংস করার জন্যে কেন হবে? তিনি ভেবেছিলেন যে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।

টনি রাগে পাগল হয়ে উঠল। মনে মনে সে ভাবল, তার মা আজ পর্য্যন্ত তাহলে তাকে সব মিথ্যে কথা বলে এসেছিলেন। তিনি কখনও চান নি যে আমি আমার জীবনকে নিজের মত করে গড়ে তুলি। কিন্তু, উসেউর মত লোককেও কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? মা যা করেছেন তা সবই কোম্পানীর স্বার্থে। আর কোম্পানী হচ্ছে কাটে ব্ল্যাকওয়েল স্বয়ং। অন্ধের মত করিডোর ধরে টনি নেমে গেল।

*　　　　　　　　*

অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তারেরা মরিয়া হয়ে মারিয়ান্নের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। প্রথম সন্তানের জন্মদিন দেবার সময় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারিয়ান্নে অজ্ঞান হয়ে যায়—আর তার তিন মিনিট পরে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবার সময় সে মারা গেল।

*　　　　　　　　*

ডাক্তার ম্যাটসন বললেন, আমি দুঃখিত, মিঃ ব্ল্যাকওয়েল।

—বেজন্মা, তুমি মারিয়ান্নেকে খুন করেছ। টনি ডাক্তার ম্যাটসনকে আক্রমণ করতে গেল রাগে জ্ঞানহারা হয়ে।

—আমি তো বেশ কয়েকমাস আগেই বলেছিলাম যে প্রসবের সময় মারিয়ান্নের জীবনের ভয় রয়েছে। কেন? আপনার স্ত্রী বা মা কেউ কিছু বলেন নি আপনাকে? ডাক্তার ম্যাটসন জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভাবলেশহীনভাবে টনি তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার মা?

—তিনি ভেবেছিলেন যে ভয় দেখানটা আমার বোধহয় এক বাতিক।... যমজ দুজন বেশ চমৎকার হয়েছে। আপনি কি...।

টনি চলে গেল।

*　　　　　　　　*

কাটের পাচক টনিকে দরজা খুলে দিল।—সুপ্রভাত, মিঃ ব্ল্যাকওয়েল।

—সুপ্রভাত, লেস্টার। এক কাপ কফি খাওয়াবে?

—নিশ্চয়, স্যার।

টনি বন্দুক ঘরে গিয়ে ঢুকল। সার সার ঝকঝকে মারনাস্ত্র। সে একটা রিভলবার বার করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে ওপর তলায় চলল।

কাটে বলল—টনি, তোমার একি···।

টনি লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপল।

* *

মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেতে টনিকে কানেকটিকাটের এক স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হল। কাটে কোন রকমে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল হসপিটালের চিকিৎসায়।

—টনি কেন আমায় হত্যা করতে চাইছিল, জন? ডাঃ হার্লেকে প্রশ্ন করল কাটে!

—তার বিশ্বাস মারিয়ান্নের মৃত্যুর জন্যে আপনি দায়ী।

ডাঃ হার্লে চলে যাবার পর কাটে মনে মনে ভাবল, কিছুতেই সে এই অভিযোগ মানতে পারবে না। মারিয়ান্নেকে সেও প্রচণ্ড ভালবাসত—কারণ মারিয়ান্নে টনিকে সুখী করতে পেরেছিল। টনি সোনা, তুমি কি করে জানবে যে আমি যা করেছি সব তোমার জন্যে। আমার সব স্বপ্নই তোমাকে ঘিরে।

* *

ইভ ও আলেকজান্দ্রার

১৯৫০-১৯৭৫

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ডার্কহারবারের সমুদ্র আর সূর্যালোকে কাটে সুস্থ হয়ে উঠল। টনি ভয়ংকর উন্মাদ অবস্থায় স্যানাটোরিয়ামে। কাছে কাউকে পেলেই বোধহয় সে খুন করে বসবে। তাকে ওষুধ খাইয়ে সব সময়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে।

কাটে প্রশ্ন করল, আপনি কি করতে বলেন, ডাক্তার মরিস?

—লোবোটমি। মস্তিষ্কের সামান্য একটা অংশ বাদ দিতে হবে। তাতে টনি সব কাজই করতে পারবে—কিন্তু কোন কিছু করার মত মনে ইচ্ছা বা উচ্ছ্বাস বলে আর তার কিছু থাকবে না।

কাটের সর্বশরীর যেন হিম হয়ে এল। তবু সে বলল, টনির কষ্ট কমাবার জন্যে এটাই যদি একমাত্র উপায় হয় তবে তাই করুন, ডাক্তার মরিস।

ফ্রেডরিক হফমান তাঁর নাতনীদের চাইলেন।

মারিয়ান্নের মৃত্যু যেন কুড়িবছর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে কাটের তবু টনির সন্তানদের দিয়ে দেবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র ছিল না, সে বলল, শিশুদের মানুষ করার জন্যে মেয়েদের যত্ন আত্তির প্রয়োজন। আপনার প্রয়োজন হলে তো যখন খুশী দেখে যেতে পারেন ওদের।

হফমানকে রাজী হতে হল। স্ত্রী তো নেই। বাচ্চাদুটোকে সত্যি কে দেখবে?

কাটে আগে জন্মানো মেয়েটির নাম রাখল ইভ। তার তিন মিনিট পরে জন্মান মেয়েটির নাম রাখল আলেকজান্দ্রা। তাদের দেখতে অবিকল এক। পার্থক্য বোঝার কোন উপায় নেই। তাদের দেখে কাটে আবার স্বপ্ন দেখতে

আরম্ভ করল, একদিন আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেব…।

ঝড়ের মত দিন যাচ্ছিল। কাটে লক্ষ্য করছিল শিশু দুটি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে যেন বেড়ে উঠছে। তাদের দুজনের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যটাও যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। ইভ শক্তিশালী, দুঃসাহসী। আলেকজান্দ্রা নরম। বড় বোনকেই যেন সব সময়ে অনুসরণ করে।

তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগের রাত্রে ইভ আলেকজান্দ্রাকে হত্যা করার চেষ্টা করল। যতদিনের কথা ইভের মনে পড়ে ততদিনই সে তার বোনকে ঘৃণা করে আসছে। আলেকজান্দ্রাকে কেউ আদর করলে, কোলে করলে ইভের ভেতরে একটা ক্রোধ যেন মাথা চাড়া দেয়। সে চায় সবাই শুধুমাত্র তাকে ভালবাসুক, তাকে আদর করুক। তার একারই জন্মদিন হোক। আলেক-জান্দ্রাকে তার মত দেখতে বলে ঠাকুরমার ভালবাসার অংশ নেয় বলে তার ঘৃণা হোত। আলেকজান্দ্রা কিন্তু ইভকে যেন পূজো করত। আলেকজান্দ্রা উদার— ইভকে তার পুতুল খেলনা ছেড়ে দিতে সে সব সময় প্রস্তুত। এতে ইভের আরও ঘৃণা হোত।

তাই জন্মদিনের আগের রাত্রে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ইভ আলেকজান্দ্রাকে বলল, চল নিচে রান্না ঘরে গিয়ে আমাদের জন্মদিনের 'কেক'টা দেখে আসি।

রান্নাঘরে ঢুকে ইভ আলেকজান্দ্রার হাতে একটা দেশলাই দিয়ে টেবিলের মোমবাতিগুলো জ্বালাতে বলল। এর আগে দুজনকেই বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে দেশলাই নিয়ে খেলা কোর না। কিন্তু ইভের মন রাখবার জন্যে আলেকজান্দ্রা দেশলাই জ্বালল। এক হাতে দেশলাইটা ধরে অন্য হাতে ঝুঁকে পড়ে মোমবাতি জ্বালাতে গেল আলেকজান্দ্রা। ইভ পেছন থেকে অন্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আলেকজান্দ্রার ধরে থাকা দেশলাইটার গায়ে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা জ্বলে উঠল। ভয় পেয়ে আলেকজান্দ্রা জ্বলন্ত দেশলাই বাক্সটা মাটিতে ফেলে দিতেই তার গাউনে আগুন লেগে গেল।

কপাল গুনে সেই সময় বাড়ীর রাঁধুনী মিসেস টাইলার তার প্রেমিক এক পুলিশ সার্জেন্টকে নিয়ে আধা সিনেমা দেখে নির্দ্ধারিত সময়ের আগে বাড়ী

ঢুকেছিল। আলেকজান্দ্রার আর্তনাদ শুনে মিসেস টাইলার ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে।

আলেকজান্দ্রার পা আর পিঠের দিকটা মোটামুটি পুড়ে যাওয়ার জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল। ডাক্তার হার্লে'র আয়োজিত চিকিৎসায় আলেকজান্দ্রার শরীরে পোড়ার দাগও রইল না।

কাটে ডাক্তার হার্লে'কে বলল, জন, আমার ইভের জন্যে আরও খারাপ লেগেছে। বেচারী দুর্ঘটনাটার জন্যে নিজেকে দায়ী করছে। সে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে। মেয়েটা খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণ।

—বাচ্চারা এসব ঘটনা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। চিন্তা করবেন না। ডাঃ হার্লে' বললেন।

কিন্তু জন্মদিনের উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে ইভ মনে মনে খুব ভেঙ্গে পড়ল। ভাবল, আলেকজান্দ্রা আমায় খুব ঠকাল। মারেও মবল না!

কাটে ইভকে বলল এসব নিয়ে দুঃচিন্তা কোর না। দুর্ঘটনা তো সব সময় ঘটতে পারে। এরজন্যে নিজেকে দোষারোপ কোর না।

সত্যিই ইভ নিজেকে দোষারোপ করেনি। মনে মনে সে দোষারোপ করছিল মিসেস টাইলারকে। আরে বাবা! তোর সাত তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফেরার কি দরকার ছিল?

স্যানাটেরিয়ামে টনি এখম শান্ত। কাটে তার সঙ্গে দেখা করতে সে মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করল বটে—কিন্তু তাদেব দেখার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না।

টনির কোন কিছুতেই কৌতুহল নেই। আগ্রহ নেই। এক সন্তুষ্টির ভাব তার মধ্যে সব সময়ে বিরাজ করছে। —ছেলেটা সারাদিন করেটা কি? কাটে প্রশ্ন করল।

—সারাদিন ছবি আঁকে। যদিও কি আঁকে তার মাথামুণ্ডু কেউ বুঝতে পারি না। ডাঃ মরিস উত্তর দিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরবর্তী দু বছরে কাটে আলেকজান্দ্রা সম্পর্কে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। মেয়েটা কেন দুর্ঘটনাপ্রবণ। গরমের ছুটিতে বাহামায় এক পুকুরে ইভের সঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়ে সে ডুবতে বসেছিল। ভাগ্যক্রমে বাগানের মালি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে বাঁচায় তাকে।

বাড়ীর রোলসরয়েসে চড়ে স্কুলে যেতে আলেজান্দ্রার লজ্জা পেত। কিন্তু ইভ বন্ধুদের ঈর্ষাটাকে উপভোগ করত। ইভ তার হাত খরচার টাকা তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলে আলেকজান্দ্রার কাছ থেকে ধার নিয়ে নিজের হিসাবের খাতা ঠিকঠিক করে রাখে। কাটে তা জানত। তবু সে হাসি চেপে রেখে ভাবত—সাত বছর বয়েসেই মেয়েটা যে এক পাকা হিসেবরক্ষক হয়ে উঠেছে দেখছি।

১৯৬২ সালেও ক্রুগার ব্রেন্ট অব্যাহত উন্নতি করে চলেছিল। কোম্পানীতে নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছিল। তাই কাটে ভাবছিল—আমার নেতারা কোম্পানীর ভার না নেওয়া পর্য্যন্ত আমাকেই চালিয়ে যেতে হবে।

কাটের বয়স এখন সত্তর। যমজ বোন দুজনের বয়স বার বছর।

দুই নাতনীর চালচলন দেখে কাটে সিদ্ধান্ত নিল যে ভবিষ্যতে কোম্পানীর দায়িত্বে থাকবে ইভ। হাজার কোটী ডলারের বাজী এটা। আর আলেকজান্দ্রার জন্যে সে একটা তহবিলের ব্যবস্থা করবে যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে-আরামে থাকতে পারে আলেকজান্দ্রা। মেয়েটা এত মিষ্টি। এত সহানুভূতিশীল!

কাটে দুই নাতনীর জন্যে সাউথ ক্যারোলিনার 'ব্রিয়ারক্রেস্ট' স্কুলটা ঠিক করল। কাটে প্রধানশিক্ষিকা মিসেস চ্যাণ্ডলারকে এও বলল যে দুজনের মধ্যে ইভই বেশী চালাকচতুর। এটা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

একদিন সকালে 'ঘোড়ায় চড়া'র ক্লাশে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে

আলেকজান্দ্রা মারত্মকভাবে জখম হল। অনুসন্ধানে দেখা গেল, বিয়ারের কৌটোর একটুকরো পাত ঘোড়ার জিনের তলায় এমনভাবে রাখা ছিল যে আলেকজান্দ্রা ঘোড়ার পিঠে বসতে তা তার দেহের চাপে ঘোড়ার গায়ে বিঁধে যায়। সেই জন্যেই ঘোড়াটা আচমকা লাফিয়ে উঠে আলেকজান্দ্রাকে ফেলে দিয়েছিল।

ইভ প্রধান শিক্ষিকাকে বলল, সহিস টমিই এটা করেছিল। অবশ্য অন্য কিছু ভেবে নয়। মজা দেখবার জন্যে।

টমিকে স্কুল থেকে বিদায় নিতে হল।

কয়েকমাস পরে স্কুলে আরও, একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটল। মেয়েদের 'মারিজুয়ানা'র সিগারেট খেতে দেখা গেল। ধরা পড়তে মেয়েরা ইভের নামে দোষ দিল। ইভ অস্বীকার করল। তল্লাসী চালিয়ে আলেকজান্দ্রার 'লকার' থেকে কিছু মারিজুয়ানো উদ্ধার করা গেল।

ইভ জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল, ওটা আলেকজান্দ্রার জিনিষ নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ লুকিয়ে ওর লকারে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

বোনকে বাঁচানোর প্রবনতার জন্যে কাটে ইভকে প্রশংসা করল।

স্কুলের দ্বিতীয় বছরে ইভ হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পডল। সে বলল, ইংরেজির শিক্ষক পার্কিংটন একদিন পডাবার নাম করে তাকে বাডীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছিল।

পার্কিংটন বললেন, না। ইভই আমায় ধর্ষণ করেছে বরং। 'আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশে পার্কিংটনকে চাকরী ছেড়ে চলে যেতে হল। ইভের গর্ভপতের ব্যবস্থা করা হল। কাটে একটা ব্যাংকের মাধ্যমে নিঃশব্দে স্কুলটা কিনে নিয়ে সেটা বন্ধ করে দিল।

—ইভ শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি দুঃখিত, ঠাকুরমা। স্কুলটা অবশ্য আমার খুব ভাল লাগত।

পরে দুজনকে লাউসান্নেতে 'লা ইন্সটিটুট ফ্রেনউড' নামে সুইস স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

ইভের ভেতরে সব সময়ে এমন এক ভয়ংকর আগুন জ্বলত যা সে নেভাতে পারত না। এটা শুধুমাত্র যৌনকামনা নয়। যৌনকামনা সেই আগুনের সামান্যতম অংশমাত্র। এটা হচ্ছে জীবনের প্রতি একটা রগরগে আকর্ষণ সব কিছু করতে পারার একটা অধিকার। সব কিছু লাভ এক আকাঙ্ক্ষা। জীবন তার কাছে প্রেমিকের মত। তার ভেতরকার সমস্ত কিছু সত্ত্বার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে জীবনকে করায়ত্ব করার জন্যে ইভ ছিল মরিয়া। সে সবায়ের প্রতি ঈর্ষাকাতর। সে ব্যালে দেখতে গিয়ে ব্যালেরিনাদের হিংসে করত। যেহেতু সে নিজে তাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে দর্শকদের কাছ থেকে অভিনন্দন জিতে নিতে পারছে না বলে। সে একসঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিক, গায়িকা, শল্যবিদ, পাইলট, আর অভিনেত্রী হবার বাসনা পোষণ করত। সে সবকিছু করতে চাইত আর তা এমন ভাল ভাবে যা কোন দিন আর কেউ সেই রকম ভালটা করতে পারেনি। সে সব কিছুই চাইত—কিন্তু অপেক্ষা করার ধৈর্য তার ছিল না।

ফার্নউড স্কুল ছাড়িয়ে উপত্যকার অপর পারে ছেলেদের একটা মিলিটারী স্কুল ছিল। ইভের যখন সতের বছর বয়েস তখন প্রায় প্রতিটা ছাত্র এবং অর্ধেক শিক্ষকের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ে গেছে। সে নির্বিকার যার তার সঙ্গে বিছানায় শুত। পুরুষদের খোঁচা মেরে উত্তেজিত করে তোলার পর তাদের যৌন ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ দেখতে সে ভালবাসত।

ইভ সুন্দরী—বুদ্ধিমতী। এই জগতে সে এক বিশাল সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারিনী। সে এক ডজনেরও বেশী বিয়ের আন্তরিক প্রস্তাবও পেয়েছে। কিন্তু তার কোন বিশেষ ছেলের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। সে শুধুমাত্র আকর্ষণ বোধ করত সেইসব ছেলেদের ওপর যারা আলেকজান্দ্রাকে পছন্দ করত। আলেকজান্দ্রার কাছ থেকে কথা বার করে নিয়ে তার চোখে ধুলো দিয়ে সেই ছেলেটাকেই নিয়ে সে ফুর্তি করত। ছেলেটাকে আলেকজান্দ্রার কাছ থেকে সরিয়ে দিত। দেখা যেত, ছেলেরা আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দেখা করার সময় স্থির করে দেখা দিত না। তারা তখন ইভের শিকারে পরিণত হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল। স্কুলের সুনাম রক্ষার জন্যে প্রধান শিক্ষিকা মিসেস কলিনস ইভকে ডেকে বললেন, তুমি যদি চুপচাপ স্কুল

ছেড়ে চলে না যাও তাহলে আমি তোমার ঠাকুরমার কাছে ছেলেদের নামের একটা তালিকা পাঠিয়ে দেব।—যাদের সঙ্গে তুমি বিছানায় শুয়েছ।

শেষ পর্য্যন্ত ইভ গম্ভীর ভাবে বলল যে এটা তাদের পরিবারের সুনাম নষ্ট কবার জন্যে একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র। ঠাকুরমাকে লজ্জা পাওয়ার চেয়ে বরং আমিই স্কুল ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার বোন আলেকজান্দ্রা ?

মিসেস কলিনস বললেন, সে থাকবে এখানে।

*   *

ইভকে সুটকেশ গোছাতে দেখে আলেকজান্দ্রা প্রশ্ন করাতে সে জবাব দিল, স্কুলটা যাচ্ছেতাই। পড়াশুনা কিছুই হয়না এখানে—শুধু শুধু সময় নষ্ট। তবু আমি এতকাল এখানে ছিলাম তা শুধুমাত্র তোমার জায়গাটা ভাল লাগছে বলে। আর নয়। আলেকজান্দ্রা বলল, তোমার যদি ভাল না লাগে তাহলে আমারও ভাল লাগবে না। আমিও তোমার সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে যাই।

বাড়িতে কাটে একান্তে ইভকে প্রশ্ন করল, কি সব শুনছি? তোমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কেন ?

—আমরাই ছেড়ে এসেছি।

—ছেলেসংক্রান্ত ব্যাপারগুলোর ।

—ওসব না বলাই ভাল, ঠাকুরমা।

—তোমায় বলতেই হবে। জোর করল কাটে।

—আমার কিছু ব্যাপার নয়। আলেক্স। না না। আলেক্সকে বকাঝকা কোর না। ওর কোন উপায় ছিল না। আমি অবশ্য বুঝতে পারি না যে আমার নাম নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ওর ঐ সময় কাণ্ড করার কি দরকার ছিল ? লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল ইভ।

—আলেকজান্দ্রা ইভ সেজে এসব কাণ্ড করত। তুমি এসব বন্ধ করার চেষ্টা করনি কেন ?

—করেছিলাম। ও আত্মহত্যা করার ভয় দেখাত। তুমি যদি আবার এসব নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে বস—তাহলে নিশ্চয় ও আত্মহত্যা করবে। ইভের জল ভর্তি চোখে বেদনার প্রকাশ প্রতিফলিত হয়।

—ইভ। লক্ষী সোনা। তুমি কেঁদনা। আমি আলেক্সকে কিছু বলব না।

—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইভ বলল, আমি তোমাকে এসব কথা

বলতে চাইনি। জানতাম তাহলে তুমি কত কষ্ট পাবে, ঠাকুরমা।

পরে চায়ের টেবিলে বসে কাটে আলেকজান্দ্রাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবল, মেয়েটার বাইরেটা এত সুন্দর, অথচ ভেতরটা এত কুৎসিৎ। ছেলেদের সঙ্গে খারাপ কাজতো করেছিসই—তাই বলে বোনের নামে দোষারোপ করা! কাটে হতবাক হয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

কাটের এখন উনআশী বছর বয়েস। নাতনীদের একুশ বছরের জন্মদিনে সে তাদের প্যারিসে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিল সম্ভ্রান্ত দর্শনবিদ কাউন্ট আলফ্রেড মউরিয়ার আর কাউন্টেস ভিভিয়েনের সঙ্গে।

পরের দিন ইভ কাউন্টের অফিসে টেলিফোন করে তার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করল। কায়দা করে ইভ লার্গেরে তে দুজনের দেখা হওয়ার ব্যবস্থাও করল। মদ পান করার ফাঁকে ইভ প্রায় জোর করেই অসম বয়সী কাউন্টের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে প্রলুব্ধ করল। শেষ পর্য্যন্ত কাউন্ট তাকে 'র সেণ্ট এ্যানে'র এক ছোট হোটেলে নিয়ে ঢুকতে বাধ্য হলেন। বিছানায় ইভ যেন এক ঘূর্ণী ঝড়, এক শয়তানী। সন্ধ্যের দিকে কাউন্ট সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি ঘটতে পারত।—যদি না এলিসিয়া ভ্যানডারলেক তাদের দুজনকে হোটেল থেকে বেরোতে না দেখতেন। এলিসিয়ার সঙ্গে গত-বছরে একটা চ্যারিটি কমিটিতে কাটের আলাপ হয়েছিল। এলিসিয়ার সমাজে উর্ধতন মহলে প্রবেশাধিকার পাওয়ার খুব বাসনা ছিল। কাউন্ট আর কাউন্টেসকে সে খবরের কাগজের ছবিতে দেখেছে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের দুই যমজ বোনের ছবিও তার দেখা। অবশ্য সে বুঝতে পারছিল না, এ কোন জন? তবু সে তার কর্তব্য স্থির করে কাটেকে ফোন করে জানাল যে তার এক নাতনীকে সে হোটেল থেকে এইমাত্র বেরিয়ে যেতে দেখেছে সঙ্গে ছিলেন কাউন্ট।

কাটের সঙ্গে কাউন্টের পনের বছরের পরিচয়। ব্যাপারটা অচিন্ত্যনীয়। তবু পুরুষ মানুষদের বিশ্বাস কি? কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে সবেতো কাল খাবার টেবিলে পরিচয়। এরই মধ্যে আলেকজান্দ্রা কাউন্টকে কি ভাবে প্রলুব্ধ করল?

কাটে টেলিফোন উঠিয়ে লাসানের 'ফার্নস্কুল' চাইল অপারেটরের কাছ থেকে।

*　　　　*　　　　*

—ইভ বাড়ী ফিরতেই চেপে ধরল কাটে।

—ভয়ংকর ব্যাপার, ঠাকুরমা। তিনি আমায় টেলিফোন করে দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন করেন। সেখানে মদ খাইয়ে আমাকে··।

—চুপ কর। চাবুকের মত কাটের কথা দুটো আছড়িয়ে পড়ল ইভের ওপর।

কাটের জীবনে এটাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত। এই ইভই কিনা আলেকজান্দ্রার ঘাড়ে সব অপবাদ চাপিয়ে এসেছে এ পর্য্যন্ত। —তুমি একটা শুয়োরী। তবু আমি মেনে নিতাম। কিন্তু তুমি হচ্ছ প্রবঞ্চক, ধূর্ত এবং মনোবিকারগ্রস্থ—মিথ্যেবাদী!

মরিয়া হয়ে ইভ বলল, আলেকজান্দ্রা কি তোমাকে···!

—সে এসবের কিছু জানে না। আমি এই মাত্র ফার্নউড স্কুলের মিসেস কলিনসের সঙ্গে কথা বলে তোমার সব পুরোন কীর্তিকাহিনী জানলাম।

—ও। তাই! মিসেস কলিনস আমাকে দেখতে পারেন না। কারণ,··· থেমে গেল ইভ। সে অনুভব করতে পারছিল যে আর তার চালাকী খাটবে না। তার সমস্ত জগত তার পাশে ভেঙ্গে পড়ছে তাসের প্রাসাদের মত।

কাটে বলল—আমি আমার আইনজ্ঞকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে আমি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করছি! তোমাকে সামান্য মাসোহারা দেওয়া হবে। এখন থেকে তুমি তোমার নিজের মত থাকবে। যা খুশী তাই করবে। কাটের স্বর কঠিন হয়ে উঠল।—কিন্তু আর কখনও যদি আমি তোমার সম্পর্কে কোনরকম কুৎসা শুনতে পাই—কোনভাবেই তুমি যদি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সুনামে দাগ লাগাও—তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমার মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়া হবে। বুঝতে পেরেছ? কাটে উঠে পড়ে আবার বসল, আমার মনে হয়, এসবেও তোমার কিছু এসে যাবে না। তবু যা বলার তাই বললাম, আমার জীবনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ যা আমায় এইমাত্র করতে হল। এটা তুমি অনুভব করতে পারবে না।

কাটে তার অন্ধকার শোবার ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে বসে অবাক হল, কেন সবকিছু এমনভাবে বিগড়ে যাচ্ছে।

—যদি ডেভিড মারা না পড়ত—টনি তার বাবাকে দেখতে পেত।

—যদি টনি গিন্নী হতে না চাইত···।

—যদি মরিয়ান্নে বেঁচে থাকত···। তাহলেও কি···?

আলেকজান্দ্রা বাগানে ছিল। ইভকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলল।

—আলেক্স, আমি নিউইয়র্কে ফিরে যাব বলে স্থির করেছি।

—ঠাকুরমা তোমায় কিছু বলেছেন কি?

ইভ মনে মনে বলল, দুমুখো সাপ! সব জেনেশুনেও ন্যাকামী···।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

নিউইয়র্কে ব্রাড রজার্সের আমন্ত্রন মত ইভ ক্রুগার ব্রেন্টের অফিসে গেল ব্রাডের সঙ্গে দেখা করতে।

রজার্স কাটের টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়েছিল। কাটে নাকি ইভকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। অথচ সে তো জানে, কাটে ইভকে কত ভালবাসত।

—তোমায় কয়েকটা কাগজে পড়ে সই করতে হবে। রজার্স ইভকে বলল, —তোমার ঠাকুরমার উইল অনুযায়ী তোমার নামে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের কিছু বেশী টাকার একটা 'ট্রাস্ট ফাণ্ড' করে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এক্শ বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে যেকোন সময়ে টাকাটা তোমার হাতে তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু, তিনি নির্দিষ্ট করেছেন—তোমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসটাকে, আজ থেকে তুমি সপ্তাহে আড়াইশ ডলার করে মাসোহারা পাবে।

—অবিশ্বাস্য! মাত্র সপ্তাহে আড়াইশো ডলার।

—তুমি কোন দোকানে ব্ল্যাকওয়েলদের নাম করে কোন জিনিষ কিনতে পারবে না। আর যদি কোন পত্রিকা, সংবাদপত্রে তা দেশী হোক বিদেশীই হোক —তোমার সম্বন্ধে কোন আলোচনা শোনা যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমার মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তোমার ঠাকুমার নামের পাঁচ মিলিয়ন ডলারের ইন্সুরেন্সের নমিনী থেকেও তোমার নাম কেটে আলেকজান্দ্রার নাম করা হল। একবছর পরে যদি তোমার ঠাকুরমা তোমার ব্যবহারের কোন উন্নতি দেখতে পান তাহলে তোমার মাসোহারা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে।

তোমার যদি কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবে। তিনি চান না যে এই অফিস বা ব্ল্যাকওয়েলদের ভূসম্পত্তির কোন জায়গায় তুমি পা রাখ।

জেলখানার মত ছোট্ট একটা কুটরী ঘরে ইভ উঠে এল।

ঠাকুরমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ইভের অহংবোধে এমন ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যে সে আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল যে সে পুরুষদের কাছে কি প্রচণ্ড আকর্ষক নারী সে। ফলে, অচিরেই ইভ বুঝতে পারল যে টাকার জন্যে তার দুঃশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। তার ওপর নানান উপহার। দামী গহনাপত্র, ছবি এবং প্রায়শঃই টাকার বর্ষা হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

* *

নীতা লুডউইগ নামে সুইজারল্যাণ্ডের ইস্কুলের এক বান্ধবী ইভকে নাসাউতে লুডউইগ এস্টেটে এক পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালে। সেখানে নীতা তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল গ্রীক জর্জ মেলিসের সঙ্গে। জর্জ মেলিস ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। যেন কুঁদে তৈরী করা এক খেলোয়াড়ের মূর্তি। ইভ মুগ্ধ হয়ে বলল, আমার জীবনে দেখা সুন্দরতম পুরুষ হচ্ছো তুমি।

জর্জ মেলিস বলল, তোমাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে। সুন্দরতম নারী।

* * *

রাতে ইভ পোষাক ছেড়ে স্নান করল। দেহের সঙ্গে মিশে থাকা কালো একটা 'নেগলিজী' পরল। রাত একটার সময় দরজায় চাপা করাঘাত। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল ইভ। জর্জ মেলিস ঘরে ঢুকল। ইভ দুহাত বাড়িয়ে জর্জকে আলিঙ্গন করে তাকে কাছে টেনে নিল। মেলিসের ঠোঁট দুটো ইভের ঠোঁটে চেপে বসল। ইভ অনুভব করল যে মেলিসের জিভটা তার মুখের ভেতর কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চীৎকার করে উঠল ইভ।

এক মুহূর্তের মধ্যে মেলিস পোষাক খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল। এত সুন্দর চেহারা ইভ কখনও দেখেনি। মিলনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তাড়াতাড়ি ইভ বলল, আমাকে নাও। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

কামনার আগুনে যেন জ্বলছে তার সারা দেহ।

—উপুর হয়ে শোও। মেলিস আদেশ করল।

—আ—আমি…তো কিছু…। বিস্মিত হল ইভ।

মেলিস তার মুখে আঘাত করল। হতবাক হয়ে গেল ইভ।

—উপুর হও।

—না।

মেলিস আরও জোরে আঘাত করল। সারা ঘরটা দুলতে থাকল ইভের চোখের সামনে। —লক্ষীটি, না। করুণা ভিক্ষা করল ইভ।

—বর্বরভাবে মেলিস আবার আঘাত করল। জোর করে সে ইভকে হাঁটুর ওপর ভর করে হেঁট হয়ে উপুর হতে বাধ্য করল।

রুদ্ধশ্বাসে ইভ বলল, ভগবানের দিব্যি। —এভাবে নয়। আমি চেঁচাব।

মেলিস সজোরে ইভের ঘাড়ে আঘাত করল। চেতনা হারাবার উপক্রম হল ইভের।

তার দেহের গভীরে কর্কশ কিছু যাওয়া আসা করছে দ্রুতভাবে। যন্ত্রণায় চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাতে পারল না ইভ। করুণভাবে সে মিনতি জানাল, তুমি আমায় মেরে ফেলছ। —ছাড়। অকথ্য যন্ত্রনায় কাতরে উঠতে থাকল ইভ।

ইভের যখন জ্ঞান ফিরে এল, সে দেখতে পেল যে মেলিস জামা কাপড় পরে চেয়ারে বসে রয়েছে। প্রিয়ে, কেমন লাগল নতুনত্ব ?

বসতে গিয়েও যন্ত্রণায় বসতে পারল না ইভ। তাকে যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। —জঘন্য, পশু কোথাকার !

তোমার সঙ্গে আমি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেছি। আমি এর চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠি। আমি বলছি, এটা তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। আশ্বস্থ করল মেলিস।

হাতে কোন অস্ত্র থাকলে ইভ বোধহয় তাকে খুনই করে ফেলত। তুমি পাগল। ইভ হঠাৎ মেলিসের চোখের দৃষ্টি আর ঘুঁষি পাকানো দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল। সত্যিই মেলিস যৌনবিকারগ্রস্থ। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলে উঠল, আসলে ওভাবে আমার অভ্যেস নেই তো ! এখন যাও, আমি ঘুমোব একটু।

মেলিস অনেকক্ষণ ধরে ইভকে লক্ষ্য করে দেখে ক্রমে সহজ হয়ে এল।

চেয়ার ছেড়ে সে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা একটা দামী হীরের নেকলেস পকেটস্থ করে বলল, স্মৃতি হিসেবে এটা আমার কাছে থাক। শুভরাত্রি, প্রিয়ে।

প্রতি পদক্ষেপে আহত পশুর মত যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ইভ গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে জর্জ মেলিস সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে জানতে পারল যে মেলিস তাদের বংশের কুলাঙ্গার। গ্রীসে তাদের পরিবারে রয়েছে এক খাবার সংক্রান্ত এক বিশাল পাইকারী ব্যবসা। তাদের পরিবার প্রচণ্ড ধনী। কিন্তু, গ্রীসে বেশকিছু ছেলে মেয়ে এমন কি ছাগলের ওপরেও বিকৃত যৌনাচারের জন্যে তার বাবা আর ভাইয়েরা তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রীস থেকে দূর করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

জর্জ মেলিসের জীবন ইতিহাস শুনে ইভ প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে পড়ে ভাবল, জর্জই হবে তাব ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।

ফোন করে সে জর্জকে একদিন তার ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠাল।

জর্জ এসেই দুহাত বাড়িয়ে ইভের দিকে এগোতে গেল। ইভ ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে বলল, আবার যদি তুমি আমায় ছোঁবার চেষ্টা কর তাহলে তোমায় খুন করে ফেলব। এখন শোন, তোমার সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক কথাবার্তা আছে। তোমাদের পরিবার ধনী কিন্তু তুমি নও। আমরা দুজনেই একই ফুটো নৌকায় চড়ে চলেছি। আমার বোন আলেকজান্দ্রা বিশাল সৌভাগ্যশালিনী। কিন্তু আমি নই। তুমি যদি আলেকজান্দ্রাকে বিয়ে কর তাহলে সেই সৌভাগ্য তোমার—আমারও।

—দেখ, কারোর সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে পড়াটা আমি ঘৃণা করি।

—পড়লেও কোন সমস্যা নেই। কারণ, আমার বোন আলেকজান্দ্রা খুব বেশী দুর্ঘটনা প্রবণ। ইভ বলল।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

আলেকজান্দ্রাকে বার্কলে এণ্ড ম্যাথুজ এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির অফিসে পাঠানো হল কাজ শেখবার জন্যে।

*   *   *

খুব ছোট বেলা থেকেই ইভ বেশ সজাগ ছিল যে তার পুরুষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার এক ক্ষমতা আছে। তখন এটা তার কাছে নিছক এক খেলা ছিল। আর এখন তাই হয়ে উঠল এক মরণ-বাঁচন প্রচেষ্টা। তার ঠাকুরমা, তার যমজ বোন তার সঙ্গে দুব্যর্বহার করেছে। বিশাল এক সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত কররেছে! এখন তাদের সেইসব অপরাধের জন্যে মূল্য দেবার সময় এসেছে। তাদের জীবন এখন তার হাতের মুঠোয়। প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনার ব্যাপারটায় ইভ এতই খুশী হয়ে উঠল যে তা তার মধ্যে এক ধরনের যৌনজ তৃপ্তি এনে দিল।

ইভ খুব সন্তর্পণে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে তার পরিকল্পনাকে রূপদান করা শুরু করল। শুরুতে জর্জ মেলিস এক অনিচ্ছুক ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেই সেই পরিকল্পনায় যোগদান করল।

—হে ভগবান, ব্যাপারটা খুবই বিপদজ্জনক। আমার এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কোন বাসনা নেই। প্রয়োজন মত অর্থ আমি এমনিতেই সংগ্রহ করতে পারি। জর্জ মেলিস প্রতিবাদ করে বলল।

—কেমন করে? কোন ধনী মোটাসোটা মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে? এইভাবেই কি তুমি তোমার জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও? কিন্তু যখন তুমি একটু মোটা হয়ে পড়বে—চোখের কোলের চামড়ায় ভাঁজ পড়বে তখন তোমার কী অবস্থাটা হবে—বুঝতে পারছ? অথচ তুমি যদি আমার কথাটা মন দিয়ে একটু শোন, তাহলে জগতের বিশালতম ব্যবসায়িক সংগঠনের মালিক আমরা দুজনে হতে পারি। বুঝতে পেরেছ? মালিক হওয়ার ইচ্ছেটুকু আছে কি তোমার মধ্যে?

—তুমি কি করে ভাবছ যে তোমার পরিকল্পনা সফল হবে?

—যেহেতু, আমার বোন আর ঠাকুমা সম্পর্কে আমিই শ্রেষ্ঠতম বিশারদ। বিশ্বাস কর, আমরা সফল হবই।

ইভ নিজের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত কিন্তু তার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে জর্জকে নিয়ে।

তার ভূমিকাটা একটু নড়বড়ে। সামান্য একটা ভুলের জন্যে গোটা পরিকল্পনাটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে। —কি, ঠিক করে বল রাজি কি রাজী নও?

ইভকে বেশ কিছুক্ষণ ধীরে পর্যবেক্ষণ করার পর মেলিস বলল, রাজি।

*　　　　*　　　　*

নগ্ন অবস্থায় দুজন বিছানায় শুয়েছিল। জর্জের মত এমন চমৎকার পশু আর সে কখনও দেখেনি। বিপজ্জনকও বটে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অস্ত্র এখন তার হাতে। —আমাকে নাও জর্জ।

- উপুর হও।

—ওভাবে আমার ভাল লাগে না। না আমার মতেই কর। ভুলে যেও না যে আমি কোন দৃঢ় নিতম্বের বালক নই। আমি একজন স্ত্রীলোক। আমার ওপরে ওঠ তুমি।

- ওভাবে আমার তৃপ্তি হবে না।

- আমার হবে। শুরু কর। ইভ হেসে বলল।

মিলনে ইভ চরম তৃপ্তি পেলেও জর্জ অতৃপ্তি আর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে দাঁড়াল। তার অবস্থা লক্ষ্য করে ইভ হেসে বলল, এইতো। বেশ সুবোধ বালক হয়ে উঠেছ। তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি আলেকজান্দ্রাকে তোমার হাতে তুলে দেব পুরস্কার হিসেবে।

*　　　　*　　　　*

শুক্রবার সকালে ইভ আলেকজান্দ্রাকে ফোন করে বলল, নতুন একটা ফরাসী রেস্তোরাঁ খুলেছে। ভাল ভাল খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

ইভের টেলিফোন পেয়ে আলেকজান্দ্রা খুব খুশী হল। বোনের জন্যে দুঃশ্চিন্তায় সে মরছিল। তাই অন্য একটা কাজ থাকা সত্ত্বেও সে দুপুরে ইভের সঙ্গে খেতে রাজি হয়ে গেল এক কথায়।

*　　　　*　　　　*

রেস্তোরাঁটা দামী এবং বিলাসবহুল। কাটের নাম ব্যবহার করে ইভ আসন সংরক্ষণও করে ফেলেছিল।

টেবিলে বসে ইভ আর আলেকজান্দ্রা তখন কথা বলছিল। হঠাৎ জর্জ মেলিস সামনে এসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।—কোনটা ইভ? নিজেকে প্রশ্ন করল।

—জর্জ! ইভ মেলিসের বিভ্রান্ততা বুঝতে পেরে বলল।—কি সৌভাগ্য।

তুমি নিশ্চয় আমার বোনকে আগে দেখনি। আলেক্স, এ হচ্ছে জর্জ মেলিস।

জর্জ আলেকজান্দ্রার হাতে হাত মিলিয়ে বলল, আনন্দিত হলাম।

আলেকজান্দ্রা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জর্জের দিকে।

—আমাদের সঙ্গে বসে পড় না। ইভ অনুরোধ জানাল।

—বসতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আমার একটা কাজ রয়েছে। অন্য কোন দিন আবার দেখা যাবে। জর্জ মেলিস চলে গেল।

অপস্য়মান জর্জের দিকে দুজনে তাকিয়ে রইল।—হে ভগবান। লোকটা কে? আলেকজান্দ্রা প্রশ্ন করল ইভকে।

—ও হচ্ছে নীতা লুডউইগের বন্ধু। তারপর হেসে ইভ আবার বলল, লোকটা আমার চরিত্রের নয়। তবে, মেয়েরা ওকে খুব পছন্দ করে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ওকি বিবাহিত?

—না। তার মানে এই নয় যে কেউ বিয়ে করার জন্যে চেষ্টা করছে না। জর্জ খুবই ধনী। তার সবই আছে। সৌন্দর্য্য, অর্থ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। এটুকু বলার পর ইভ দক্ষতার সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

—টাকা দিতে গিয়ে জানা গেল যে জর্জ মেলিস তাদের খাবারের দাম দিয়ে চলে গেছে।

আলেকজান্দ্রা জর্জ মেলিসকে ভুলতে পারছিল না।

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ

সোমবার বিকেলে ইভ ফোন করল, আলেক্স, জর্জ বোধ হয় মজেছে। তোর ফোন নাম্বার চাইছিল। দেব কি?

—তুই কি ওকে ছাড়তে পারবি?

—বলেছি তো। জর্জ আমার চরিত্রের পুরুষ নয়।

—তাহলে দিতে পারিস।

ইভ জর্জকে বলল, এখনই কিন্তু আলেকজান্দ্রাকে ফোন করতে যেও না। সময় হলে আমি বলব।

জর্জ মেলিস যে তাকে ফোন করবে—এই কথাটা আলেকজান্দ্রা যতই ভোলবার চেষ্টা করছিল—ততই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সে এর আগে আর কখনও কোন সুন্দর পুরুষের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। কিন্তু, জর্জ মেলিস যেন এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। তার হাতের স্পর্শ তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

সারা সপ্তাহ ভোর জর্জের ফোন এল না। আলেকজান্দ্রার অধৈর্য্যতা ক্রমশঃ হতাশায় এবং হতাশা থেকে রাগে পরিণত হল। —জাহান্নামে যাক, ও নিশ্চয় অন্য কাউকে জুটিয়েছে।

পরের সপ্তাতে ফোনে যখন জর্জের মধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল আলেকজান্দ্রার রাগ ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল।

রেস্তোরাঁয় বসে জর্জ বলল, আপনি কি নিজে 'মেনু' দেখবেন, না আমি পছন্দমত খাবার দিতে বলব ?

আলেকজান্দ্রা জর্জকে খুশী করার জন্যে বলল, আপনিই বলুন।

—দেখা গেল প্রতিটা খাবারই আলেকজান্দ্রার পছন্দসই।—ওকি আমার মনের কথা পডতে পারে নাকি ! অবাক হল আলেকজান্দ্রা।

অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে 'স্যালাড' মেশাল জর্জ মেলিস।

—কোথায় শিখলেন ? নিজে রান্না করেন নাকি ?

—মায়ের কাছে। মা এক নম্বরের রাঁধুনী। চমৎকার রান্না জানেন।

—তুমি কি তোমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ ?

জর্জ হাসল। আলেকজান্দ্রার মনে হল যে এত সুন্দর হাসি সে আর জীবনে দেখেনি।—আমি গ্রীক। তিন ভাই আর দু'বোনের মধ্যে আমিই বড। আমরা সবাই মিলে একজন। জর্জের চোখে বেদনার ছায়া ঘনাল।—তাদের ছেড়ে আসার মত কঠিন কাজ আমাকে জীবনে আর করতে কখনও হয়নি। আমার বাবা আর ভাইবোনেরা তো আমাকে থেকে যাবার জন্যে সাধাসাধি করেছিল। আমাদের একটা বড ব্যবসা আছে। আমার থাকাটা প্রয়োজন ছিল।

—তাহলে থাকনি কেন ?

—শুনলে, আমায় বোকা ভাববে। আমি জীবনে উপহার নেওয়াটাকে ঘৃণা করি। ব্যবসাটাওতো ঠাকুর্দার কাছ থেকে উপহার হিসেবে এসেছে।

না। আমি বাবার কাছ থেকে কোন অংশ নেব না। আমার ভাইয়েরাই ভোগ করুক। আর গ্রীসে থাকলে তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হোত না।

আলেকজান্দ্রার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তুমি কখনও বিয়ে করনি?

—না সুন্দরী আলেকজান্দ্রা। আমি বিয়ে করলে একবারই করব। একটি স্ত্রীই আমার পক্ষে যথেষ্ট—অবশ্যই তাকে আমার মনের মত হতে হবে।— আর তুমি কি কখনও প্রেমে পড়েছ?

—না।

—অন্যের কাছে এটা দুর্ভাগ্য হলেও আমার কাছে কি সৌভাগ্য যে · ।

আলেকজান্দ্রা চাইছিল জর্জ বাক্যটা সম্পূর্ণ করুক। কিন্তু তার ভয় হচ্ছিল। যদি সে অন্য কোন কথা বলে বসে।

অন্য কোন পুরুষের কাছে আলেকজান্দ্রা এত সহজ হয়ে উঠতে পারেনি আগে কখনও। সে জর্জকে কাটের কথা বলল, ইভের কথা বলল।

—তোমার বোন তোমার আর ঠাকুরমার সঙ্গে থাকে না?

—না। ইভ নিজের ফ্ল্যাটে থাকতে ভালবাসে।

খেতে খেতে আলেকজান্দ্রা সারাক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল যে চারপাশের উপস্থিত মেয়েরা বারবার জর্জের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু জর্জ একবারের জন্যও তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছে না।

কফি পান শেষ হলে জর্জ বলল, জানি না "জ্যাজ" তোমার পছন্দ কিনা। তবে সেণ্ট মার্কস প্লেসে 'ফাইভ পয়েণ্ট বলে একটা ক্লাব আছে · ।

অবাক হয়ে আলেকজান্দ্রা বলল, যেখানে সিসিল টেলব পিয়ানো বাজান?

—তুমি গেছ ওখানে? অবাক হয়ে জর্জ জিজ্ঞাসা করল।

—প্রায়ই। হাসল আলেকজান্দ্রা। তারপর মনে মনে ভাবল, কি আশ্চর্য মিল আমাদের রুচির। দুজনে একই জিনিষগুলো ভালবাসি।

বিদায় জানাবার সময় জর্জের ঠোঁট দুটো আলেকজান্দ্রার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু জর্জ থেমে গেল। ইভের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল, —প্রথম দিনে মোটেও বাড়াবাড়ি করবে না।

বাড়ী পৌছোবার মিনিট পনের পর জর্জ আলেকজান্দ্রাকে ফোন করে বলল, জান, আমি আমার বাড়ীর লোকদের ফোন করে জানালাম, কি এক আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে আজ সন্ধ্যাটা আমার কাটল, সুন্দরী আলেক্স, ঘুমিয়ে পড়।

ফোন রেখে দিয়ে জর্জ চিন্তা করল, বিয়ের পর আমি লোকজনদের সব জানিয়ে বলব যে এবার তারা আঙ্গুল চুষতে পারে।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আলেকজান্দ্রা, বাকি সপ্তাটা ধরে জর্জের কোন ফোন পেল না। যতবারই ফোন বেজেছে ততবারই সে পড়িমড়ি করে ছুটে গিয়ে হতাশ হয়েছে। সে বুঝতে পারছিল না যে কি এমন ঘটে গেছে যার দরুন জর্জ ফোন করছে না। তার ব্যবহারে সে কি আহত হয়েছে? নাকি সে মারা গেছে? শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে আলেকজান্দ্রা ইভকে ফোন করল। কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলার পর সে প্রশ্ন করল, এর মধ্যে মেলিস কি তোকে ফোনটোন করেছিল?

—কেন? না তো। আমি তো ভেবেছিলাম যে সে তোকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানাতে চলেছে।

—সে তো গত সপ্তাতেই আমরা গিয়েছিলাম।

—এবং তারপর থেকেই তার কোন সাড়াশব্দ নেই? এই তো?

—হ্যাঁ, সংকুচিতভাবে আলেকজান্দ্রা বলল।

—বোধহয় ব্যস্ত আছে। ওসব জর্জ মেলিস টেলিসের কথা ভুলে যা। আমি বরং একজন কানাডিয়ানের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দোব। তাদের একটা এয়ার লাইন্স রয়েছে। আর . ।

একসময়ে ইভ ফোন রেখে দিয়ে বসে বসে হাসল, ভাবল, আঃ! ঠাকুরমা যদি জানতে পারত যে সে এক কি নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে।

আলেকজান্দ্রার ব্যবহার এমন রুক্ষ হয়ে উঠল যে তা কাটেরও চোখ এড়াল না। —খুকি, তোর কি হয়েছে? এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কি কাজের চাপ বেড়েছে খুব?

—না-না ঠাকুরমা। কদিন রাতে ভাল করে ঘুম হচ্ছে না।

রাতে ঘুমোতে গেলেই সে জর্জ মেলিস সম্বন্ধে নানান আজে বাজে স্বপ্ন দেখে। —ইস! ইভ যদি তার সঙ্গে মেলিসের আলাপটা না করিয়ে দিত তাহলে বোধহয় ভালই হোত। আলেকজান্দ্রা ভাবল।

পরের দিন বিকেলে জর্জ আলেকজান্দ্রার অফিসে ফোন করল। —আলেক্স!

আলেকজান্দ্রা হাসবে কি কাঁদবে তা স্থির করতে পারল না। কি ধরনের ভাবনা চিন্তাহীন অহংবাদী স্বার্থপর লোক মেলিস! একবারও তার কথা ভাববার সময় পেল না এতদিনে! অভিমানে ফুলে উঠল আলেকজান্দ্রা।

—আমি তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়িই যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম। ক্ষমা চেয়ে জর্জ বলল, মাত্র কয়েক মিনিট হল এথেন্স থেকে আমি ফিরেছি।

আলেকজান্দ্রার হৃদয় গলে গেল, তুমি এথেন্স গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে যে সন্ধ্যায় আমরা একসঙ্গে খেয়েছিলাম। তার পরের দিন সকালেই আমার ভাই স্টিভ ফোন করে আমায় জানায় যে বাবার একটা "হার্ট এ্যাটাক" হয়ে গেছে।

—ও! জর্জ। মেলিস সম্পর্কে নানান আজে বাজে কথা ভাবার জন্যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল আলেকজান্দ্রার।—তিনি কেমন আছেন এখন?

—ভাল। আজ সন্ধ্যায় খেতে আসবে? জর্জ আলেকজান্দ্রারই একটা প্রিয় রেস্তোর'ার নাম করল।

—যেখানেই হোক না কেন তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের বাড়ীতেই এস না কেন?

—না। কাটের মুখোমুখী হবার মত প্রস্তুত হয়নি সে এখনও। ইভের উপদেশ তার মনে পডল, তুমি যাই করনা কেন, কাটের থেকে এখন দূরে দূরে থাকবে। সেই হচ্ছে তোমার প্রধান বাধা।—বাইরেই ভাল, জর্জ বলল।

*　　　　　　*

জর্জ নিজের ফ্ল্যাট সম্পর্কে গর্ব করতে পারে। নানান পুরুষ মহিলা প্রেমিকদের দেওয়া সম্ভারে তার ঘর দোর সাজানো গোছানো।

—চমৎকার ঘর। সেদিন প্রথমবার মেলিসের ফ্ল্যাটে এসে উচ্ছ্বসিত হল আলেকজান্দ্রা।

জর্জ মেলিস আলেকজান্দ্রাকে চুমু খেয়ে প্রায় তার অজান্তেই তাকে শোবার ঘরে ঠেলে নিয়ে গেল। ঘরের বিশাল বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে জর্জ আলেক-জান্দ্রাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে বলল, ঠিক আছে তো?

একটু ভয় করছে। কিন্তু পাছে জর্জ নিরাশ হয় তাই সে তার পোষাক খুলতে শুরু করল।

—না। আমি খুলে দিচ্ছি। ফিসফিস করে জর্জ বলল। তার মনে পড়ে গেল ইভের উপদেশ।—খুব সামলিয়ে চলবে। আলেক্স যদি একবার বুঝে ফেলে তুমি কি ধরনের জন্তু তাহলে আর দ্বিতীয়বার তোমার মুখ দর্শন সে করবে না। তোমার হাতের ঘুঁসি তোমার বেশ্যা আর সুন্দর সুন্দর ছেলেদের জন্যে তুলে রেখ।

রমন সুখে আলেকজান্দ্রা বিভোর হয়ে গেল।

জর্জের এই রকম সংযত আচরণ দেখলে ইভেরও গর্ব হোত!

* *

প্রতি প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি, হিংসে, ছোট-খাট ঝগড়া—এসব ঘটেই থাকে। কিন্তু ইভের সতর্ক পরিচালনায় আলেকজান্দ্রা আর জর্জ মেলিসের প্রেমের ক্ষেত্রে সেসব কিছুই ঘটল না। জর্জ আলেকজান্দ্রার মেজাজ মর্জির সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলতে সক্ষম হচ্ছিল। রমন সুখে আলেকজান্দ্রার চিৎকার ধ্বনি তার উত্তেজনা বাড়িয়ে দিত। সে আলেকজান্দ্রাকে আঘাত করার জন্যে প্রলুব্ধ হোত। তার ইচ্ছে হোত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে আলেকজান্দ্রা তার কাছে দয়া ভিক্ষে করুক—যাতে তার নিজের তৃপ্তি আসে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবত—সামান্য বেচাল হওয়ার ফলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। থাকগে ওসব। তাই যতবারই সে আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়া করল—ততই তার অতৃপ্তি বেড়ে চলল—আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়া তত বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে রাত্রিতে খুব সঙ্গোপনে সে দূরে কোথাও কোন শিকার জুটিয়ে যৌন তৃপ্তি আদায় করত।

জর্জ বিকৃতকামীদের এড়িয়ে চলত। কারণ, তারা জর্জের অত্যাচারে নিষ্ঠুরতায় আনন্দ পেত—কিন্তু তাদের আনন্দ আবার জর্জকে হতাশ করে তুলত। সে চাইত তার শিকার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে দয়া ভিক্ষে করুক। তাদের আর্তনাদই তার যৌন তৃপ্তি এনে দেয়। জর্জের যখন আট বছর বয়েস তখন তার বাবা তাকে প্রতিবেশীর একটি ছেলের সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় ধরে ফেলেন। সেদিন তার বাবা তাকে এত মার মেরে ছিলেন যে তার কান আর নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। তবুও ছেলে যাতে আর পাপ কাজ না করে তার জন্যে তিনি জর্জের পুরুষাঙ্গে জ্বলন্ত চুরুটের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষতটা নিরাময় হয়ে উঠেছিল ঠিকই—কিন্তু তা আশ্রয় নিয়েছিল জর্জের অচেতন

মনের গভীরে।

জর্জ মেলিসের মধ্যে ছিল তার 'হেলেনিক' পূর্ব পুরুষদের বন্য উদ্দাম প্রবৃত্তি। কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই চিন্তাটাকেই পছন্দ করতে পারত না। যখন ব্ল্যাকওয়েলদের সম্পত্তি তার হাতের মুঠোয় আসবে তখন সে ইভকে একবার এমন শাস্তি দেবে যে ইভ যেন নিজের মৃত্যু কামনা করে মিনতি জানায়। ইভের সঙ্গে তার পরিচয় তার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যসূচক হলেও ইভের ক্ষেত্রে তা দুর্ভাগ্যজনক।

* * *

আলেকজান্দ্রা ক্রমাগত অবাক হচ্ছিল, ঠিক কিভাবে জর্জ জানতে পারে যে তার জন্যে কি কি ফুল পাঠাতে হবে, কি কি রেকর্ড, কি কি বই কিনে দিতে হবে। তাদের দুজনের রুচিগত এই মিলটা যেন অবিশ্বাস্য। কাটের সঙ্গে জর্জের আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আলেকজান্দ্রা ক্রমেই ব্যাগ্র হয়ে উঠতে থাকল। কিন্তু কাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যাবার জন্যে জর্জ প্রতিবারই একটা না একটা ছুঁতো বার করত।

—কেন দেখা করছ না? ঠাকুরমা তোমার প্রশংসাই করবে।

—শীঘ্রই দেখা করব। একটু সাহস সঞ্চয় করতে দাও, প্রিয়ে।

* * *

ইভকে একদিন রাত্রে জর্জ ব্যাপারটা বলল। —আলেকজান্দ্রা খুব তাগাদা দিচ্ছে।

—ঠিক আছে আজ নয় কাল তো দেখা করতেই হবে। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডের জন্য তোমায় সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। যদি ঠাকুরমা বুঝতে পারে, তোমার কিছু ধান্দা আছে তাহলে বুড়ী তোমার কলজে উপড়ে ফেলে তার কুকুরগুলোকে খাওয়াবে কিন্তু।

* * *

আলেকজান্দ্রা এর আগে আর কখনও এত সন্ত্রস্ত বোধ করেনি। আজ তারা দুজনে কাটের সঙ্গে নৈশ ভোজ সারবে। সে আর জর্জ মেলিস।

কাটেও তার নাতনীকে এত খুশী হতে আর কখনও দেখেনি। সে ভাবল, জগতের অনেক সুযোগ্য যুবকের সঙ্গেই আলেকজান্দ্রার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এই ছেলেটার মত আর কেউ তাকে এত আকর্ষণ করতে পারে নি। ছেলেটাকে

ভাল করে দেখতে হবে। কারণ, বহু ভাগ্যান্বেষীর সম্বন্ধেই তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই, দেখতে হবে হবে যে আলেক্স যাতে কারোর পাল্লায় না পড়ে।

খেতে খেতে কাটে বলল, আমার বড় অবাক লাগছে। মিঃ মেলিস, যে আপনি চাকরী করেন। অথচ আপনি আপনাদের পারিবারিক ব্যবসাই স্বচ্ছন্দে দেখাশোনা করতে পারেন।

মেলিস একটু ইতঃস্তত: করে বলল, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আসলে আমি খুব স্বনির্ভর লোক। কারোর দয়ার দানে বিশ্বাস করিনা। ব্যবসাটা যদি মেলিস এণ্ড কোম্পানী হোত—তবে নিশ্চয় আমি দেখতাম। কিন্তু, ব্যবসাটার প্রতিষ্ঠাতা আমার ঠাকুর্দা। তাকে বড় করে তুলেছেন আমার বাবা। সেখানে আমাকে কি প্রয়োজন? আমার যোগ্য ভাইয়েরা রয়েছে তারাই দেখাশোনা করতে পারবে। যতদিন না আমি নিজের করে কিছু গড়ে তুলতে পারছি ততদিন চাকরী কারাটাই আমি পছন্দ করি। এটা আমার অহংকার।

কাটে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ভাবল, না। ছেলেটাকে যা ভেবেছিলাম সেরকম নয় দেখছি। তবু ছেলেটার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর এমন কিছু রয়েছে যা সে ঠিক ধরতে পারছে না। এ যেন অতি নিখুঁত।

—তোমরা নিশ্চয় খুব ধনী।

ইভের কথা মনে পড়ল মেলিসের। —কাটে চায়, তুমি প্রচণ্ড ধনী হবে আর তার নাতনীকে পাগলের মত ভালবাসবে। যেমন শাস্ত রাখবে। তাহলেই কেল্লা ফতে করে দিতে পারবে।

—টাকা প্রয়োজনীয় ঠিকই—তবু অন্যান্য সব হাজার হাজার জিনিস রয়েছে যা আমার পছন্দ।

কাটের মনে পড়ল, অনুসন্ধান করে সে জানতে পেরেছে যে মেলিসকের পারিবারিক ব্যবসার মূলধন প্রায় তিন কোটি ডলার।

—পরিবারের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কেমন?

—ভীষণ। আমাদের একজনের আঙ্গুল কেটে গেলে আমাদের সকলের মনে হয় যেন নিজের শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে।

কাটে সমর্থন সূচক মাথা নেড়ে বলল, নিরেট পরিবার তত্ত্বেই আমি বিশ্বাস করি।

—তোমার কি ছেলেপুলে পছন্দ হয়, মেলিস?

ইভের কথা আবার মনে পড়ল জর্জের। বুড়ি নাতনীর ছেলে হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে—জগতে ওর থেকে বেশী আর কিছু সে চায় না।

—ছেলেপুলে পছন্দ করার কথা বলছেন? আশ্চর্য হয়ে জর্জ বলল, একটা লোকের যদি ছেলেমেয়েই না থাকল তবে তার বেঁচে থাকার কি দাম রইল?

কাটে ভাবল, ছেলেটাকে সৎ বলেই মনে হচ্ছে।

রাতে শুতে যাবার আগে আলেকজান্দ্রা ইভকে ফোন করে সব জানাল। —মনে হচ্ছে ঠাকুরমার পছন্দ হয়েছে। এখন শুধু জিমি জর্জের আর্থিক অবস্থাটা একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে ইভ জর্জ মেলিসকে ফোন করল, এক মিলিয়ন ডলার শীঘ্রি জোগাড় কর। কাটে তোমার আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

—কোন চুলোয় আমি দশ লক্ষ ডলার পাব?

—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। শোন।

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়ে কাটে তার সহকারীকে বলল, ব্রাড রজার্সকে বলবে সে যেন জর্জ মেলিসের অফিস 'হ্যানসন এণ্ড হ্যানসন' এ গিয়ে তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আসে।

সহকারী জানালে যে ব্রাড রজার্স বাইরে গেছে। আগামীকাল ফিরবে।

ম্যানহাটানের ওয়াল ষ্ট্রিটে জর্জ মেলিসের অফিসটার কাজ হচ্ছে স্টক কেনা বেচা করা। এই ধরনের প্রত্যেক অফিসে লক্ষ লক্ষ ডলারের 'স্টক' আর 'বণ্ড' ভল্টে রাখা থাকে। বেশীর ভাগ 'স্টকে' মালিকের নাম লেখা থাকে। কিন্তু এমন কিছু ধরনের স্টক সার্টিফিকেট রয়েছে যাতে মালিকের নাম লেখা থাকে না।

হেলেন থ্যাচার নামে রমনীয় মুখের আর সুন্দর দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারিণী এক বিধবা মহিলা জর্জ মেলিসের ওপর তলায় 'এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে' কাজ করে। জর্জকে স্বামী করার বড় লোভ ছিল হেলেনের।

জর্জ হেলেনকে ফোন করে একবার নিচে আসতে বলল।

ইতঃস্তত: করেও হেলেন বলল, যাচ্ছি।

জর্জ সেই সুযোগে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিল হেলেন ঘরে রয়েছে কিনা। তারপর হেলেন নেই দেখে তার ডেস্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ারটা টানল। সে জানে যে এখানে হেলেন তার 'ভল্টে' ঢোকার কার্ডটা রেখেছে। সে চট করে সেটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। হেলেন ততক্ষণে তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তার আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।—

—তোমাকে আমি দুপুরে খাবার জন্যে নিয়ে যেতে চাই। টনির ওখানে বেলা একটার সময়।

হেলেন বিগলিত হয়ে গেল।—জর্জ!

হেলেন বিদায় নিতেই জর্জ এলিভেটরে চড়ে সাততলায় ভল্টের সংরক্ষিত এলাকায় গিয়ে পৌঁছোল। তারপর গেটের নির্দিষ্ট জায়গায় হেলেনের ভল্টে ঢোকার কার্ডটা ঢুকিয়ে দিতেই গেটটা খুলে গেল। প্রহরীটা অবাক হয়ে বলল, আপনাকে তো এখানে আসতে দেখিনি কখনও।

—না। এটা থাকার জায়গা নয়। তবে হঠাৎ এক খদ্দের এসে বায়না ধরেছে যে সে তার সার্টিফিকেটগুলো এখনই দেখতে চায়। দেখি আবার খুঁজতে গিয়ে সারা দুপুরটা না কেটে যায়।

—আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। প্রহরীটি রসিকতা করল। ভল্টে ঢুকেই একগোছা স্টক সার্টিফিকেট তার জামার ভেতরকার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এল জর্জ।

—খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল দেখছি। প্রহরীটি বলল,

মাথা নাড়ল জর্জ।—না। কম্পিউটার ভুল রিডিং দিচ্ছে। সকালে এসে ঠিক করতে হবে। এখন আর সময় নেই। খদ্দেরটাকে ভাগাই।

ঠিক বেলা একটার সময় জর্জ হেলেনের ড্রয়ারে কার্ডটা আবার ঢুকিয়ে রাখল। হেলেন তখন রেস্তোরাঁয় তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

রেস্তোরাঁয় জর্জ হেলেনকে বলল, কালও কি আসতে পারবে?

হেলেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—নিশ্চয় জর্জ। কেন নয়?

সন্ধে সাতটার সময় জর্জ মেলিস ব্ল্যাকওয়েল প্রাসাদে ঢুকল। কাটে ও

আলেকজান্দ্রা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। জর্জ কাটেকে বলল, আমি আলেক্সকে বিয়ে কবতে চাই। ওকে আমি ভালবাসি। কথা শেষ করে জর্জ পকেট থেকে দশলক্ষ ডলারের স্টক সার্টিফিকেটের গোছাটা অবহেলায় টেবিলে ছুঁড়ে দিল।
—আমার টাকার প্রয়োজন নেই। আপনার আশীর্বাদ প্রয়োজন।

কাটে একনজরেই সার্টিফিকেটগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেল—তোমাদের বিয়েতে আমার আশীর্বাদ রইল। খুশী হয়ে কাটে বলল।

পরের দিন একই প্রক্রিয়ায় জর্জ স্টক সার্টিফিকেটগুলো ভল্টে রেখে দিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে হেলেনের সঙ্গে মিলিত হল। হেলেন বলল, জর্জ আজ রাত্রে এস না, আমরা দুজনে নৈশভোজ সারি।

—অসম্ভব। জর্জ বলল, আমি বিয়ে করতে চলেছি, হেলেন।

বিয়ের তিন দিন আগে জর্জ এসে কাটেদের বলল যে আমার বাবার আবার একটা 'হার্ট এ্যাটাক' হয়ে গেছে। কাল সারা রাত বাড়ীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি সামলিয়ে উঠবেন ঠিকই, কিন্তু কেউই বিয়েতে আসতে পারছে না।

আলেকজান্দ্রা বলল, বেশতো, মধুচন্দ্রিমায় আমরা এথেন্সে যেতে পারি।

—আলেকজান্দ্রার গালে টোকা মেরে জর্জ বলল, না, মধুচন্দ্রিমার জন্যে আমার অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। পরিবারের কেউ নয়। শুধু তুমি আর আমি।

বিয়ের দিন আলেকজান্দ্রা বলল, ঠাকুরমা, ইভ আসবেনা ?

কাটে একগুঁয়ের মত বলল, তোমার বোনকে কোন দিনই আর এই বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা হবে না।

আলেকজান্দ্রার চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেল।—ঠাকুরমা, তুমি বড় নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ। আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি। তুমি কি ওকে ক্ষমা করতে পার না ?

মুহূর্তের জন্যে কাটের একবার মনে হল যে সে যেন ইভের সবকথা ভুলে যায়। তারপরই নিজেকে সামলিয়ে সে বলল, আমি যা করছি তা তোমাদের সকলের ভালর জন্যেই।

কেক কাটার অনুষ্ঠানের সময় জর্জ আলেকজান্দ্রাকে ফিসফিস করে বলল, রানী, ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমায় একটু যেতে হবে। আমাদের মধুচন্দ্রিমার যাবার ছুটিটার জন্যে একটু তদ্বির করে আসার দরকার। বেশী দেরি হবে না।

ইভের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ইভ প্রশ্ন করল, বিবাহ উৎসবে কেমন উপভোগ করলে ?

—চমৎকার। কোন ঝঞ্ঝাট হয়নি।

—কেন জান ? আমার জন্যে। কখনও এই কথাটা ভুলে যেও না যেন।

—ভুলব না। কিন্তু আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—না। আগে তুমি আমায় ভালবাসবে, প্রিয়, আমি আমার বোনের স্বামীকে আগে ভোগ করতে চাই। ইভ হেসে বলল।

ত্রিংশ অধ্যায়

মধুচন্দ্রিমার সমস্ত আয়োজন ইভই করে দিল। বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। ইভ তার কয়েকটা জড়োয়ার গয়না বিক্রী করে দিল টাকার জন্যে।

আমার একথা মনে থাকবে ইভ। আমি সবই··।

সবই আবার ফেরত পাব। ইভ বলল।

জ্যামাইকার উত্তর অংশের মনটেগো উপসাগরের 'রাউণ্ডহিল' এলাকায় মধুচন্দ্রিমা পালন করছিল জর্জ আর আলেকজান্দ্রা।

পঞ্চম দিনে, একটু আসছি, বলে জর্জ একটা ভাড়া করা একটা গাড়ীতে কিংসটনে গেল। বাজার এলাকায় গিয়ে সে তার ভেররকার ফুটন্ত অতৃপ্তিকে মেটাবার সামগ্রী খুঁজতে শুরু করল। পাচ মিনিট পরেই জর্জ পনের বছরের একটা কৃষ্ণকায় বেশ্যার সঙ্গে একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে পড়ল। দু ঘণ্টা পরে জর্জ হোটেল থেকে একা বেরিয়ে পড়ে রাউণ্ড হিল এলাকায় ফিরে গেল।

পরের দিন কিংসটনের খবরের কাগজে বেরোল যে জনৈক ভ্রমণকারী একটা বেশ্যাকে মারধোর আর ক্ষতবিক্ষত করে প্রায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে।

'হ্যানসন আর হ্যানসন' অফিসে জর্জের কাজকর্মের সমালোচনা হচ্ছিল।

কিন্তু, প্রধান অংশীদার বলল যে জর্জ ব্ল্যাকওয়েলের এক নাতনীকে বিয়ে করেছে। ব্ল্যাকওয়েলদের স্টকগুলো যদি পাওয়া যায় সে চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

তাদের লোভই সিদ্ধান্ত করে দিল যে মেলিসের চাকরী বজায় রাখার জন্যে আরও একটা স্থযোগ পাওয়া উচিত।

মধুচন্দ্রিমা যাপন করে ফিরে আসার পর কাটে আলেকজান্দ্রা আর জর্জকে তার বিশাল প্রাসাদে এসে বসবাস করার জন্যে বলল।

জর্জ কাটের সতর্ক চোখের সামনে ঘোরাফেরা করতে চাইল না। সে বলল, না, আমি আমার নিজের জায়গায় থাকাটাই পছন্দ করি।

কাটে বলল, বেশ তাহলে একটা বাড়ী কিনে আমি তোমাদের বিবাহে যৌতুক হিসেবে দিচ্ছি।

জর্জ বলল, আমি আর আলেক্স কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করব।

এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটে তাদের একটা নতুন বাড়ী কিনে দিল। জর্জ আলেকজান্দ্রাকে বলল, রানী, তুমিই বাড়ীটাকে সাজাও গোছাও। আমার সময় নেই। খদ্দেররা বড় জ্বালাতন করে মারছে অফিসে।

আসলে জর্জ অফিসে প্রায় থাকছিলই না। আরও কিছু আকর্ষণীয় ব্যাপারে তার সময় কাটছিল। পুলিশ পুরুষ এবং মেয়ে বেশ্যাদের কাছ থেকে রিপোর্টের পর রিপোর্ট পাচ্ছিল।

শিকারেরা পুলিশকে বলছিল যে তাদের আক্রমণকারী একজন স্থপুরুষ সম্ভ্রান্ত এবং বিদেশী।

কদিন পরে ইভের শেখানো মত জর্জ আলেকজান্দ্রাকে বলল, আমি আমার 'উইল' পালটিয়ে উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমার নাম করেছি।

তুমি আমার স্বামী। আমারও উইলটা পালটিয়ে উত্তরাধিকারীর জায়গায় তোমার নাম বসান উচিত।

জর্জ আলেকজান্দ্রার গাল টিপে আদর করে বলল, এসব কথা যেন আবার তোমার ঠাকুরমাকে বোল না। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত

ব্যাপার—ব্যক্তিগতই—তাই নয় কি ?

পরের সপ্তাহে ক্রুগার ব্রাণ্টের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ অংশ আলেকজান্দ্রার নামে হয়ে গেল। জর্জ ইভকে খবরটা দিতে ইভ বলল, চমৎকার। এস, আজ রাতে আমরা এর জন্যে উৎসব করব।

সম্ভব নয়। আজ আলেক্সের জন্মদিনের পার্টি চলাকালীন সময়ে আমি কেমন করে ।

—কোন একটা উপায় বার করবে।

—জঘন্য কুত্তী কোথাকার। মনে মনে গালাগাল দিয়ে ফোন রেখে দিল জর্জ।

আলেকজান্দ্রার তেইশতম জন্মদিনের পার্টি চলছিল।

রাত দশটার সময় একটা সাজানো ফোন কল পেয়ে জর্জ আলেকজান্দ্রাকে বলল, আমার কোম্পানীর দুই হাঁদা মালিকেব একজন সিঙ্গাপুরের পথে বওনা হয়ে এখন জানাচ্ছে যে সে কিছু চুক্তিপত্র অফিসে ফেলে এসেছে। প্লেন ছাডবার আগেই সেগুলো আমায় পৌছে দিতে হবে।

—এখনই। হতাশ কণ্ঠে আলেকজান্দ্রা বলল, অন্য কেউ কি পারে না ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জর্জ বলল, অফিসেব মধ্যে আমাকেই একমাত্র বিশ্বাস করে। তারপব আলেকজান্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, দুঃখিত সোনা। যত তাড়াতাড়ি পাবি ফিরে আসব। চাকরী, উপায় কি ?

জর্জ গিয়ে দেখল ইভ তার নিজের জন্মদিনের আয়োজন করছে। জর্জকে জোর করে খাবারগুলো গলাধকরণ করতে দেখতে দেখতে ইভ বলল, এ পর্য্যন্ত আমি আর আলেক্স সব কিছুই ভাগাভাগি করে ভোগ করে এসেছি। সামনের বছরে এ সময় আমি একাই সব কিছু ভোগ করব। আমার বোনের একটা দুর্ঘটনা ঘটার মত সময় এসে গেছে, প্রিয়। তারপর বুড়ো ঠাকুরমা শোকে দুঃখে মারা যাবে আর সব কিছু হবে আমাদের। এখন, আমার শোবার ঘরে এসে আমাকে জন্ম দিনের উপহারটা দাও।

জর্জ একজন পুরুষ—শক্তিশালী এবং তেজদীপ্ত। কিন্তু ইভ তার ওপর

প্রভুত্ব করার ফলে তার নিজেকে যেন নপুংসক বলে মনে হয়। ইভ তাকে নিয়ে নিজের পোষাক খুলিয়ে ফেলে নিজে জর্জের পোষাক খুলে দিল। তারপর অপূর্ব দক্ষতার সাহায্যে তাকে কামনায় উত্তেজিত করে তুলল।

—এই তো সোনা, বেশ! ইভ পা ও নিতম্ব দোলাতে দোলাতে আবার বলল, আ! কি যে ভাল লাগে...: তোমার কেন তৃপ্তি হয় না জান? তুমি খামখেয়ালি। তুমি মেয়েছেলে পছন্দ কর না, তাই না, জন? তুমি তাদের আঘাত করতে ভালবাস। আমাকেও আঘাত করতে চাও, কি করবে না? বল, আমাকে আঘাত করতে চাও কিনা?

—আমি তোমায় খুন করতে চাই। জর্জ বলল।

ইভ হেসে ফেলল।—তা কিন্তু পারবে না। কারণ, আমি যতটা চাই তুমিও ঠিক ততটাই চাও যে কোম্পানীটা তোমার হাতে আসুক। তুমি আমাকে কখনই আঘাত করবে না, জর্জ। আমার এক বন্ধুর কাছে একটা চিঠি দেওয়া আছে সে সেটা পুলিশকে দিয়ে দেবে আমার কিছু হয়ে গেলে।

জর্জ বিশ্বাস করল না, তুমি গুল মারছ।

ইভ জর্জের নগ্ন বুকে তার আঙ্গুলের সুদীর্ঘ এক নোখ দাবিয়ে বলল, সত্য নির্দ্ধারণ করার জন্যে একটাই মাত্র রাস্তা আছে, তাই না? ইভ জর্জকে বিদ্রূপ করল।—আমায় আঘাত করেই দেখনা কেন।

হঠাৎ জর্জ অনুভব করল যে ইভ সত্য কথা বলছে। সে কখনই ইভের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। ইভ সব সময়ে তাকে বিদ্রূপ করবে। ক্রীতদাস করে রাখবে। জীবনের বাকি অংশটা তাকে এই কুত্তীর হাতে শেকল বাঁধা হয়ে থাকতে হবে এই আশংকাটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। এবং তাই তার ভেতরে কোন কিছুর বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এক সময়ে জর্জের ভেতর থেকেই কে যেন বলল, থাম, থাম। বাস্তবতা বোধ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ আতংকিত হয়ে উঠল। তার কি ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করে বলার কোন পথ নেই আর। সে তার সব কিছু আশা ভরসা ধূলিসাৎ করে ফেলেছে। ইভের ওপর সে ঝুঁকে পড়ে ডাকল, ইভ।

ইভ তার একটা ফুলে ওঠা চোখ খুলে বলল, ডা-ক্তা-র। ইভের প্রতিটা শব্দের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণার প্রকাশ; ডা-ক্তা-র-হার্লে।

ডাক্তার হার্লে ঘরের ভেতর পা দিয়ে বিছানায় দেওয়ালে রক্তের দাগ দেখে

বলে উঠলেন, হে ভগবান! তারপর ইভের নিস্তেজ নাড়ী দেখে জর্জের দিকে ঘুরে আদেশ করলেন, পুলিশকে খবর দাও। বল, একটা এ্যাম্বুলেন্স ·।

—কোন পুলিশ নয়। কোন রকমে ইভ বলল।

ডাক্তার হার্লে ইভের গুঁড়িয়ে যাওয়া চোয়ালের হাড, ভাঙ্গা চোয়াল এবং সারা দেহে সিগারেটের ছ্যাকার দাগ দেখে বললেন, তুমি কথা বলার চেষ্টা কোর না।

অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু ইভ বাঁচার জন্যে যুদ্ধ করছিল, দয়া করে প্রাইভেট । ঠাকুরমা·· কখনও আমায় ক্ষমা করবেন না। গাড়ী ধাক্কা দিয়ে গেছে দুর্ঘটনা।

তর্ক করার সময় ছিল না। ডাক্তার হার্লে উঠে গিয়ে টেলিফোন তুললেন, —ডাক্তার হার্লে বলছি। ইভের ঠিকানা দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে একটা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাও। ডাক্তার কেইথ ওয়েবস্টারকে খুঁজে বার করে বল, এখনই যেন হসপিটালে আমার সঙ্গে দেখা করে, বলবে জরুরী ব্যাপার। অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে রাখতে ·। গাড়ীর ধাক্কা জনিত দুর্ঘটনা।

—ধন্যবাদ, ডাক্তার। স্বস্তির শ্বাস নিল জর্জ।

ডাক্তার হার্লের চোখ ছানায় পূর্ণ হয়ে গেল। আমায় ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। আমি ব্ল্যাকওয়েলদের জন্যেই এটুকু করছি। কিন্তু একটা শর্ত। তোমাকে রাজী হতে হবে যে তুমি একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে চিকিৎসা করাবে নিজের।

—আমার কোন ·। প্রতিবাদ জানাতে গেল জর্জ।

—তাহলে আমি পুলিশ ডাকছি—কুত্তার বাচ্ছা। তোমাকে এইরকম স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেওয়াটা নিরাপদ নয়।

—এক মিনিট। জর্জ চিন্তা করল, সে সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলেছিল। কিন্তু দৈবক্রমে সে আবার দ্বিতীয় একটা সুযোগ পাচ্ছে।—ঠিক আছে। রাজী।

সবুজ রংয়ের অস্ত্রোপচারকারীর পোষাক পরা ছোটখাট পাতলা একজন লোক ইভের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আমার নাম কেইথ ওয়েবস্টার। আমি আপনার ওপর অস্ত্রোপচার করব।

—আমি কুৎসিৎ হয়ে যেতে চাইনা। কোন রকমে ইভ বলল।

—সেরকম কোন সম্ভাবনাই নেই। কেইথ ওয়েবস্টার বলল।

ইভের স্নানঘরে ঢুকে জর্জ কোন রকমে গা থেকে রক্ত ধুয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নিল। কিন্তু হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই নিজেকে অভিসম্পাত দিল—রাত তিনটে। ইস!

—তোমার জন্যে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল, রাজা। আলেকজান্দ্রা বলল।

—আর বোল না। বিমান ছাড়া পর্য্যন্ত আমায় বসিয়ে রেখেছিল। হাঁদা শয়তানটা।

ভাগ্যের এটা খুবই কৃপা সে ডাক্তর জন হার্লে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্লাস্টিক সার্জন ডাক্তার কেইথ ওয়েবস্টারের সাহায্য লাভ করতে পেরেছিলেন। ডাক্তার ওয়েবস্টার ইভের ভাঙ্গাচোরা মুখ দেখে খুব কষ্ট পেল। পত্রপত্রিকায় ইভ ব্ল্যাকওয়েলের ছবি তার দেখা। সেই সৌন্দর্যকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে দেখে সে রেগে উঠল।

—এর জন্যে দায়ী কে, জন?

—এটা একটা মটরগাড়ীর আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা।

—আর তারপর ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে ওকে উলঙ্গ করে তার পাছায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিল। আসল ঘটনাটা কি?

—আমার নাম সে নিয়ে আলেচনা করাটা সম্ভব নয়। তুমি কি একে ঠিক মত জোড়া লাগাতে পারবে?

—সেটাই আমার কাজ, জন। আবার সবকিছু ঠিকমত জোড়া লাগানো।

ন'ঘণ্টা ধরে ডাক্তার ওয়েবস্টার অস্ত্রোপচার করল ইভের ওপর।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে জর্জ হসপিটালে ইভের সঙ্গে দেখা করে নিশ্চিত হতে গেল যে ইভ কোন প্রতিহিংসা নেবার পরিকল্পনা করছে না।

—হ্যালো···ইভ!

—আমি জানি তুমি কেন এসেছো। আমরা পরিকল্পনা মাফিক কাজ চালিয়ে যাব।

জর্জ এক অবর্ণনীয় স্বস্তি অনুভব করল।—আমি ঘটনাটার জন্যে দুঃখিত, ইভ। আমি সত্যিই…।

—কাউকে গিয়ে আলেক্সকে ফোন করিয়ে জানিয়ে দাও কে আমি। কোথাও বেড়াতে গেছি। কয়েক সপ্তা পরে ফিরব।

—ঠিক আছে।

ইভ তার রক্তাভ চোখ দুটো মেলে ধরল, জর্জ। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—নিশ্চয় রাখব, ইভ।

—কষ্ট পেয়ে মারা যেও তুমি। ইভ বলল।

ডাক্তার ওয়েবস্টার রিপোর্ট দেখিয়ে ইভকে বলেছিল,—আপনার নাকের হাড়, গালের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। যন্ত্রণা ছাড়া আপনি হাঁ করতে বা মুখ বন্ধ করতে পারতেন না। আপনার দুটো পাঁজরা ভেঙ্গে গিয়েছিল। শরীরের পেছন দিকের সারা অংশে এবং পায়ের পাতার নীচে ছিল সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ··।

—মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার পর আমাকে দেখাবে?

—ঠিক যেমনটা ছিলেন।

—আমি বিশ্বাস করিনা।

—দেখতেই পাবেন, এখন আমায় বলুন কি ঘটেছিল? আমাকে একটা পুলিশ রিপোর্ট লিখতে হবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইভ বলল, একটা ট্রাক আমায় ধাক্কা দিয়েছিল।

—কি নাম তার?

—ম্যাক।

—পদবী?

—ট্রাক।

—ডাক্তার কেইথ একটু তাকিয়ে থাকার পর দয়ার্দ্র স্বরে বললেন, আপনি হয়ত নেশার ঘোরে বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

ডাক্তার কেইথের হাতে চাপ দিয়ে ব্যাগ্রস্বরে ইভ বলল, ঠিক তাইতো ঘটেছিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরও পাঁচ সপ্তাহ পরে ডাক্তার ওয়েবস্টার ইভের মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে মাথাটা এদিক ওদিক হেলানোর পর প্রশ্ন করল, লাগছে? কোনরকম আড়ষ্ট ভাব?

—না।

ডাক্তার নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, মিস ব্ল্যাকওয়েলকে একটা আয়না এনে দাও।

—ডাক্তার ওয়েবস্টার আয়নাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, তাকান।

—ভয় করছে।

—তাকান। ভয়ের কিছু নেই।

—আয়নাটা ধীরে ধীরে তুলে ইভ তাকাল।—কি আশ্চর্য! এ যে এক দৈব ব্যাপার। আঁচড়ের সামান্য দাগটুকু পর্য্যন্ত নেই। ইভের চোখে জল এল, ধন্যবাদ, ডাক্তার। ওয়েবস্টারকে একটা ধন্যবাদ সূচক চুমু দেবার জন্য ইভ এগিয়ে এল। কিন্তু সে অনুভব করতে পারল ডাক্তারের ঠোঁটদুটো যেন সত্যিই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে।

জর্জ মেলিস এতদিন নিঃসঙ্গ মহিলাদের উপহারের ওপর বেঁচেছিল, আজ তার বাবাকে বলতে ইচ্ছে করল, দেখ, আমি তোমার চেয়েও একটা বড় কোম্পানীর মালিক হতে চলেছি। আর এটা কোন ছেলেখেলার ব্যাপার নয় মোটেই।

জর্জ নিজেকে এক আদর্শ স্বামীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মনপ্রাণ নিবেদন করে বসল। ক্রুগার ব্রেণ্ট কোম্পানীর বিমানে চড়ে সে সপ্তার শেষে আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে এদিক ওদিক বেড়াতে যেতে শুরু করল। ডার্ক হারবারই তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। প্রাসাদের বিশাল বিশাল ঘরগুলো দেখে অবাক হয়ে সে ভাবত,—আমিই শীগগির এসব কিছুরই মালিক হতে চলেছি।

জর্জ নাতজামাই হিসেবেও নিখুঁত হয়ে উঠল। কাটের দিকে সে প্রচণ্ড মনোযোগ দেওয়া শুরু করল। কাটের বয়স এখন একাশী, ক্রুগার ব্রেণ্টের প্রেসিডেণ্ট। শক্ত সামর্থ তেজদীপ্ত এক মহিলা।

জর্জ খুব সযত্নে এবং সাবধানে একজন স্ত্রীগত প্রাণা স্বামী আর আদর্শ নাতজামাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল যাতে এই দুজন স্ত্রীলোকের মৃত্যুর জন্যে কেউ তাকে সন্দেহ না করতে পারে।

ডাক্তার হার্লের একটা টেলিফোন জর্জের সব আত্মসন্তুষ্টির ভাব চুরমার করে দিল।—আমি একজন মনোবিজ্ঞানীর ব্যবস্থা করেছি। ডাক্তার পিটার টেমপ্লিটন।

জর্জ সিদ্ধান্ত নিল যে ডাক্তার হার্লেকে বিরূপ করাটা ঠিক হবে না।

সামনে বসা ইভকে দেখে জর্জের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই সেই ইভ। একই রকম সুন্দরী রয়ে গেছে।—অবিশ্বাস্য! তোমাকে একই রকম দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমি একই রকম সুন্দরী রয়ে গেছি। ইভ হেসে ভাবল, তুমি তো জান না, তোমার কি ব্যবস্থা করব? তুমি একজন অসুস্থ লোক। তোমার বাঁচবার কেনে অধিকার নেই। কিন্তু এখনও সময় হয়নি।

—ইভ, ডাক্তার হার্লে আমাকে একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠাচ্ছেন।

—বল যাবে না।

—চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন।

—জাহান্নামে যাক। ডাক্তারটা কে?

—পিটার টেমপ্লিটন নামে কেউ।

—না প্রচুর সুনাম আছে। হ্যাঁ, এই যোগাযোগটাকেই সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যাবে ভবিষ্যতে।

মধ্য তিরিশের পিটার টেমপ্লিটন উচ্চতায় ছ'ফুট। চওড়া কাঁধ। ঝাড়া চেহারা। অনুসন্ধিৎসু নীলচোখ। তাকে ডাক্তারের চেয়ে খেলোয়াড় বলেই বেশী মনে হয়। সে দিনের রোগীদের তালিকায় দেখলে, জর্জ মেলিস, কাটে ব্ল্যাকওয়েলের নাতজামাই এর নাম।

—ধনীদের সমস্যাগুলোয় পিটার কোন আকর্ষণ বোধ করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তার হার্লের সম্মানের জন্যে তাকে দেখতে রাজী হতে হয়েছে।

—বসুন, মিঃ মেলিস।

পিটারের ডেস্কের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল মেলিস। ইভের উপদেশে সে দেখা করতে এসেছে।—এই ডাক্তার টেমপ্লিটনই আমাদের সাক্ষীতে পরিণত হবেন। —ইভের বক্তব্য।

পিটার জর্জকে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হল, এখানে রুগীরা এসে একটু অস্বস্তিতে ভোগে। কিন্তু এই রোগীটি যেন মজা পাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো।

—বলুন, আপনার সমস্যাটা কি?

—দুটো। এক আমি একটি স্ত্রীলোককে আঘাত করেছি।—যা আমি জীবনে আগে করিনি কখনও।

পিটার বুঝতে পেরে গেল যে লোকটি স্ত্রীলোকদের আঘাত করে আনন্দ পায়।—কাকে আঘাত করেছেন? স্ত্রীকে?

—না। আমার শালীকে।

পিটার ভাবলেন, যদি এটা দু'একটা চড়চাপড়ের ব্যাপার হোত তাহলে ডাক্তার হার্লে একে এখানে পাঠাতেন না।—আপনি কি আহত করেছিলেন?

—হ্যাঁ। বললাম তো। আমার সব চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বেশ ভয়ানকভাবেই আহত করে ফেলেছিলাম। কথাটা বলে জর্জ ভাবল, এটাই হবে আমার আত্মপক্ষ সমর্থন।

—এই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ কি তা বলতে পারবেন?

—ইদানিং আমি এক প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম। আমার বাবার পর পর কয়েকটা 'হার্ট এ্যাটাক' হয়ে গেছে। আমি তাঁর জন্যে ভীষণ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ। আমার অন্য সমস্যাটা হচ্ছে—আমার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা সবসময়ে বিমর্ষ হয়ে থাকে। আত্মহত্যা করার কথা বলে।

—ইভ আমাদের খুব বিপদ। ডাক্তার টেমপ্লিটন আলেকজান্দ্রার সম্বন্ধে ডাক্তার হার্লের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ইভ পায়চারি করছিল, একসময়ে সে পায়চারি থামিয়ে বলল, ঠিক আছে। তোমার তো দেখা করার জন্যে আবার তারিখ দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দেখা করবে।

পরের দিন সকালে ইভ ডাক্তার হার্লের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ইভকে অফিসে ঢুকতে দেখে ডাক্তার হার্লে বললেন, বেশ! ডাক্তার ওয়েবস্টার দেখছি চমৎকার কাজ করেছেন। কপালে শুধুমাত্র একটা লাল রংয়ের দাগ রয়ে গেছে। এটাও তিনি নিশ্চয় মাসখানেকের মধ্যে দূর করে দেবেন। বল, তোমার জন্যে কি করতে পারি?

—আমার জন্যে নয়। আলেক্সের জন্যে।

—এটা কি জর্জ সংক্রান্ত ব্যাপার?

—ও-না। ইভ তাড়াতাড়ি বলল, জর্জ ভালই আছে। আসলে জর্জই তার সম্বন্ধে চিন্তিত। ইদানিং আলেক্স খুব মনমরা হয়ে থাকে। এমনকি আত্মহত্যার কথাও ভাবে।

ডাক্তার হার্লে সোজাসুজি ইভের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করি না। আলেকজান্দ্রার এমন কিছু হতেই পারে না।

—তা আমি জানি। আমিও বিশ্বাস করিনি। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার পরিবর্তন দেখে আমি মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছি। আমি সত্যিই তার জন্যে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছি। ঠাকুরমাকে হারিয়েছি এখন আর বোনকে হারাতে চাইনা।

—কতদিন ধরে এরকম হয়েছে?

—জানিনা।

—তাকে কাল সকালে আসতে বল। নতুন নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। সব দৈবের মত কাজ করে। দুঃশ্চিন্তা কোরনা, ইভ। ডাক্তার হার্লে সান্ত্বনা দিলেন।

ইভ নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে সাবধানে কপালের লাল দাগটা মুছে ফেলল।

পরের দিন সকালে সহকারী ডাক্তার হার্লেকে জানাল যে মিসেস মেলিস এসেছিল।

—ভেতরে পাঠিয়ে দাও। ডাক্তার হার্লে বললেন।

—বল, তোমার কি হয়েছে ?

চোখ নামিয়ে নিল আলেকজান্দ্রা।. সব সময়ে আমি বিষণ্ণ হয়ে থাকি। কেমন যেন উৎকণ্ঠা·· পরিশ্রান্ত। আমার কোথাও যেতে কোন কিছু করতে কিছুই ভাল লাগে না।

—আর কিছু ?

—নিজেকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

ওসব কিছু নয়। ডাক্তার হার্লে তাকে পরীক্ষা করে "ওয়েলবুট্রিন" "প্রেসক্রিপসন" করলেন। আজ থেকে এক সপ্তা পরে আমার সঙ্গে আবার দেখা করবে।

—ধন্যবাদ, জন। আশাকরি ওষুধটা খেয়ে আমি আমার স্বপ্নের হাত থেকে নিস্তার পাব।

—স্বপ্ন ? কিসের স্বপ্ন ? ডাক্তার হার্লে প্রশ্ন করলেন।

—প্রতিরাত্রে একই স্বপ্ন দেখি। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে একটা নৌকোয় আমি একলা। সমুদ্র আমায় ডাকছে। আমি রেলিং এর কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে তাকাই তারপর মুহূর্তে আবিষ্কার করি যে আমি জলে পড়ে গেছি। ডুবে যাচ্ছি।

ডাক্তার হার্লের চেম্বার থেকে ইভ বেরিয়ে এসে রাস্তায় প্রেসক্রিপসনটা ফেলে দিল।

দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার টেমপ্লিটন জর্জের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারল যে জর্জ মিথ্যে বলছে। কিছু লুকোতে চাইছে। কিন্তু কেন ?

ডাক্তার হার্লের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সে বলল যে জর্জের ব্যাপার সবটা আমি বুঝতে পারিনি। তবে আমার মন বলছে যে লোকটা বিপজ্জনক।

ডাক্তার কেইথ ওয়েবস্টার কিছুতেই ইভকে ভুলতে পারছিল না। ইভ যেন এক সুন্দরী দেবী অবাস্তব অস্পর্শনীয়। কেইথ ইভকে ফোন করলো।

—ইভ আমি কেইথ ওয়েবস্টার বলছি। কেমন আছ ?

—ভাল, আপনি ? ইভ খোঁচা দিল।

—ভালই। আশাকরি আমার সঙ্গে দুপুরে আহার না করার মত ব্যস্ত

আপনি নন।

—ভালই লাগবে। কখন? কোথায়?

—কাল হলে কেমন হয়?

—তাই ঠিক রইল। ইভ মন পাল্টাবার আগেই কেইথ বলে উঠল।

দ্বিপ্রাহরিক আহারটা ইভের ভালই লাগল। ডাক্তার কেইথ যেন প্রেমে পড়া স্কুলের ছেলের মত আচরণ করছিল।

খাবার শেষে কেইথ প্রশ্ন করল, আবার কোনদিন কি ?

—না হলেই ভাল, কেইথ। আমি হয়ত তোমার প্রেমে পডে যাব তাহলে।

ডাক্তার কেইথ ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়ে ভেবে পেল না কি বলবে সে।

কেইথের হাতে চাপড় মেরে ইভ বলল, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না।

ডাক্তার হার্লে হসপিটালের কাফেটেরিয়াতে খাচ্ছিলেন। ডাক্তার কেইথ গিয়ে বলল, ইভ ব্ল্যাকওয়েলের কি হয়েছিল তা আমায় বললে খুব ভাল হয়। গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

—বেশ শোন। তার ভগ্নীপোত জর্জ মেলিস · ।

কেইথ অনুভব করলে কে সে এখন থেকে ইভের গোপন জগতের এক অংশীদার হয়ে গেল।

জর্জ মেলিস অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।—টাকা রয়েছে। উইল পালটানো হয়ে গেছে। তবে আর অপেক্ষা করছি কেন?

ইভ বুঝল। জর্জের স্নায়ু বিকল হয়ে আসছে। ওকে আর বাঁচাবার দরকার নেই। একবার ভুল হয়ে গেছে। ভুল আর নয়।—পরের সপ্তাহে ব্যবস্থা হবে। ইভ বলল।

জর্জ মেলিস বলল, ডাক্তার, আলেকজান্দ্রার মনমরা ভাবটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠছে। গতকাল রাতে সে ডুবে মরার কথা বলেছিল।

পিটার বলল,—আমি হার্লের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি ওষুধ কিনেছেন।

ডাক্তার টেমপ্লিটন অনুভব করতে পারছিল যে এই লোকটার ভেতর ভয়ানক

কিছু একটা রয়ে গেছে।—মিঃ মেলিস, মহিলাদের সঙ্গে অতীতে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

—আমি তো বলেছি যে আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না।

ডাক্তার হার্লের কথাগুলো ডাক্তার টেমপ্লিটনের মনে পড়ল।—কসাইয়ের কাজ। লোকটা ইভের গালের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল, নাক আর দুটো পাঁজরাও ভেঙ্গে ছিল। সিগারেট দিয়ে নিতম্ব আর পায়ের তলায় ছ্যাঁকাও দিয়েছিল।

পিটার টেমপ্লিটন ঠিক করল, ডাক্তার হার্লের সঙ্গে যত শিগগির সম্ভব খুব প্রয়োজন রয়েছে।

দুপুরের আহার সারবার সময় দুজনের 'হাভার্ডক্লাবে' দেখা হল। টেমপ্লিটন ডাক্তার হার্লেকে প্রশ্ন করলে, তুমি মেলিসের বউ আলেকজান্দ্রা সম্পর্কে কিছু বলতে পার ?

—আলেকজান্দ্রা ? চমৎকার মেয়ে। শিশু অবস্থা থেকে আমি তাকে আর তার বোন ইভকে দেখে আসছি। তুমি হয়ত একই রকম দেখতে দুজন যমজের কথা শুনে থাকবে। কিন্তু এদের না দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। তাদের আলাদা করে চিনতে পারবে না।

—পিটার টেমপ্লিটন চিন্তা করে বলল, তুমি বলছিলে না যে আলেকজান্দ্রা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—কারণ তার আত্মহত্যা করার প্রবণতা জাগছে।

—হ্যাঁ,

—কিন্তু, জন, তুমি কি করে চিনলে যে সেই আলেকজান্দ্রা ?

—খুবই সোজা। ইভের কপালে এখনও সেই অস্ত্রোপচারের একটা দাগ রয়ে গেছে। জর্জের খবর কি ?

—এখনও তাকে বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু বোধহয় লুকোবার চেষ্টা করছে। তবে বার করে নেব ঠিকই।

—সাবধান পিটার। আমার উপদেশ যদি শোন তাহলে জানবে যে লোকটা বিকৃত মস্তিষ্কের।

—দুই বোনই বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী তাই না ?

—না। তাদের ঠাকুরমা ইভকে এক পয়সাও দিচ্ছে না। উত্তরাধিকার

সূত্রে আলেকজান্দ্রাই সব পাবে। আমি আলেকজান্দ্রা সম্পর্কে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ পিটার। মেয়েটা জলে ডুবে মরবার কথা বলে।

কথাটা শোনামাত্র টেমপ্লিটনের একটা আদর্শ খুনের পরিকল্পনার কথা মনে হল। কিন্তু জর্জ মেলিসও বিশাল এক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তার টাকার জন্যে খুন করার কি দরকার? না, এসব বোধহয় অলীক কল্পনা। পিটার নিজেকেই তিরস্কার করল।

রাতে এক দুঃস্বপ্ন দেখে পিটার টেমপ্লিটন ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল। একটা মেয়ে জলে ডুবে যাচ্ছে। সে সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়ে দেখল যে মেয়েটা একেবারে ডুবে গেছে। একটা বড় হাঙর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পরের দিন সকালবেলায় সে ডিটেকটিভ লেফটেন্যাণ্ট নিক পাপ্পাসকে ফোন করল। নিক তার বন্ধু।

—হোমসাইড বিভাগের পাপ্পাস বলছি।

—আমি পিটার, নিক। আমার কটা খবরের দরকার। তুমি কি কখনও গ্রীসের মেলিস পরিবারের বা জর্জ মেলিসের নাম শুনেছ?

—খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে?

—হ্যাঁ। আমি তার ব্যক্তিগত টাকাকড়ি কত আছেতা জানতে চাই।

—বৃথা সময় নষ্ট করা। ওরা ভীষণ ভীষণ বড়লোক। আমি জানি।

—আমি জর্জের সম্বন্ধে জানতে চাই। সাবধান, ওর বাবার আবার কয়েকটা 'হার্ট এ্যাটাক' হয়ে গেছে কিন্তু।

—ঠিক আছে ফোন করে জেনে নেব সাবধানে।

—কাটের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অফিসে বসেই হঠাৎ তার একটা 'হার্ট এ্যাটাক' হয়ে গেল।

ব্রাড রজার্স কাটেকে জোর করে ডাক্তার হার্লেকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে বাধ্য করল।

পরের দিন সকালে নিক পাপ্পাস পিটার টেমপ্লিটনকে ফোন করল।—আমি

স্বয়ং বুড়ো মেলিসের সঙ্গে কথা বললাম। কস্মিনকালেও তার 'হার্ট এ্যাটাক' হয়নি। এরপর এথেন্সের এক পুলিশ বন্ধুকে ফোন করে জানলাম যে তোমার জর্জ মেলিস একটা 'যন্তর'। পুলিশ তাকে ভাল করেই চেনে। সে ছেলে আর মেয়ে বেশ্যাদের মারধোর করে যৌনতৃপ্তি লাভ করে। গ্রীস ছাড়ার আগে তার শেষ শিকার ছিল পনের বছর বয়সের এক পুরুষ বেশ্যা। বুড়ো মেলিস ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়ে ছেলের পেছনে লাথি মেরে তাকে গ্রীস থেকে তাড়িয়েছে। সন্তুষ্ট ?

—সন্তুষ্টের বেশী নিক, ধন্যবাদ।

ডাক্তার হার্লে রুগী দেখছিলেন। অভ্যর্থনাকারিণী এসে জানাল যে বিশ তারিখে মিসেস মেলিস এসে গেছেন।

—তাকে পাশের দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার অফিসে বসাও।

আলেকজান্দ্রাকে আরও বিবর্ণ দেখচ্ছিল। ডাক্তার হার্লে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার, আলেকজান্দ্রা ?

—আমার ভীষণ ভয় করছে। আমার বিমর্ষতা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কোন কিছুর ওপর আমার আর নিয়ন্ত্রণ নেই।

ওষুধ পালটিয়ে দিয়ে ডাক্তার হার্লে বললেন, শুক্রবারের মধ্যে যদি ভাল বোধ না কর তবে আমায় খবর দিও। সেক্ষেত্রে তোমাকে বোধহয় একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠাতে হবে।

তিরিশ মিনিট পরে ইভ তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মুখের ওপরকার হাল্কা ক্রীমের প্রলেপটা ঘসে তুলে ফেলল। মুছে ফেলল চোখের নিচে নিজের করা কালো দাগ।

সময় দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে।—ইভ ভাবল।

জর্জ মেলিস ডাক্তার পিটার টেমপ্লিটনের উল্টোদিকে বসে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসছিল।

—কেমন আছেন ? পিটার জিজ্ঞেস করল।

—ভালই। মেলিস বলল।

—আপনার স্ত্রী ?

চিন্তান্বিতভাবে জর্জ বলল, না। সে ভাল নেই। সে ডাক্তার হার্লের সঙ্গে আবার দেখা করেছিল। আত্মহত্যা করার কথাটা সে আরও বেশী করে বলে চলেছে। তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাব বলে ভাবছি। তার জায়গায় একটা পরিবর্তন দরকার।

পিটারের মনে হল কথাগুলোর মধ্যে অশুভ একটা কিছু রয়েছে। এসবই কি তার মনের কল্পনা?—গ্রীস বেশ মনোরম জায়গা। কথায় কথায় পিটার বললেন, আপনার পরিবারের লোকজনদের দেখাবার জন্যে কি কখনও আলেকজান্দ্রাকে গ্রীসে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—এখনও যাইনি। আমার আত্মীয়রা আলেকজান্দ্রাকে দেখবার জন্য মরে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে যতবারই আমার সঙ্গে বাবার দেখা হয় তিনি চেষ্টা করেন যাতে আমি ব্যবসায় ফিরে আসতে রাজী হই।

এই মুহূর্তে পিটার বুঝতে পারলেন যে আলেকজান্দ্রা মেলিস সত্যিই এক বিপদের মধ্যে রয়েছে।

জর্জ চলে গেলে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর পিটার ডাক্তার হার্লেকে ফোন করলেন, বিয়ের পর আলেকজান্দ্রা আর জর্জ মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কোথায় গিয়েছিল জান?

—জ্যামাইকায়।

ডাক্তার পিটার ভাবল, তবু জর্জ মেলিসকে আলেকজান্দ্রাকে খুন করার চক্রান্ত করছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কই? ডাক্তার হার্লেই বলেছেন যে আলেকজান্দ্রা আত্মহত্যাপ্রবণা।—না। এটা তো আমার কোন সমস্যা নয়। তবু সে উপলব্ধি করল যে সমস্যাটা তারই।

আলেকজান্দ্রা তার রুগী নয়। কিন্তু তবু তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে হয়ত এই ধাধার উত্তর পাওয়াটা সম্ভব হবে। কথাগুলো চিন্তা করার পর পিটার জর্জ মেলিসের ফাইল থেকে ফোন নাম্বার বার করে আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল, আমি পিটার টেমপ্লিটন।

—পিটারকে বিস্মিত করে আলেকজান্দ্রা বলল, আমি আপনাকে চিনি।

জর্জ আপনার কথা আমাকে বলেছে। জর্জের কোন ব্যাপার কি? কিছু দুঃসংবাদ? —না। সেসব নয়। আমার শুধুমাত্র মনে হল যে আমরা দুজনে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হয়।

—ঠিক আছে ডাক্তার। মেপ্লিটন। কবে কখন?

পরের দিনের জন্যে তারা একটা সময় আর স্থান নির্বাচন করল।

লা গ্রেনাইল্লেতে এক কোনার টেবিলে বসেছিস আলেকজান্দ্রা আর পিটার। আলেকজান্দ্রা রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর থেকেই পিটার টেমপ্লিটন তার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না। সাদা মাটা পোষাকে অপূর্ব লাগছিল আলেকজান্দ্রাকে। তার কপালে কোন দাগ, তার মুখে ক্লান্তি আর বিমর্ষতার ছাপ কিছুমাত্র খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

—আমার স্বামী ভালই আছেন-না ডাক্তার?

পিটার রোগী-ডাক্তারের সম্বন্ধটা ভাঙতে পারছিল না অথচ আলেকজান্দ্রাকে সাবধান করে দেওয়াটাও উচিত বলে মনে হচ্ছিল। ভালই আছে। আপনার স্বামী কি আপনাকে বলেছে যে তিনি কেন আমাকে দেখাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ইদানিং সে ভীষণ কাজের চাপের মধ্যে রয়েছে।

—অবিশ্বাস্য! আলেকজান্দ্রা কিছুই জানে না। পিটার বুঝতে পারল।

—জর্জ বলছিল আপনাকে দেখিয়ে তার অনেক উপকার হয়েছে। আপনি তাকে সাহায্য করছেন দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি।

মেয়েটা কি সরল! পিটার ভাবল।—এ নিশ্চয় তার স্বামীকে আদর্শ মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছে। এখন কোন কিছু বলা মানে একে ধ্বংস করে দেওয়া। কি করে সে বলবে যে তার স্বামী একজন মনোরুগী। সে ইতিমধ্যেই একজন পুরুষ বেশ্যাকে হত্যা করেছে। তাকে তার পরিবার থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। সে তার বোন ইভকে পর্য্যন্ত আহত করেছিল।

খেতে খেতে আলেকজান্দ্রা প্রশ্ন করল, আপনি কেন আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন?

—আসলে আমি···। বলতে গিয়েও পিটার থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ মেলিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রানী, তুমি এখানে? ডাক্তার টেমপ্লিটন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে। আমি কি

আপনাদের সঙ্গে বসতে পারি ?

ইভ জানতে চাইল, কেন পিটার আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ?

—কোন কিছু ক্ষতি হবার আগেই আমি পৌছে গিয়েছিলাম। ইভ বলল, আমাদের এখনই কাজ শুরু করে দেওয়ার প্রয়োজন।

ডাক্তার হার্লে কাটেকে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, কবে অবসর নিচ্ছ, কাটে ?

—যবে আমার নাতনীর ছেলে ব্যবসার দায়িত্ব বুঝে নেবে।

দীর্ঘদিনের দুই বন্ধু পরস্পরের মুখোমুখি।

কাটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার জীবনের চরম হতাশার ব্যাপারটা কি তুমি জান ? ইভ—যাকে কিনা আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম, যাকে কিনা আমি সারা পৃথিবী তুলে দিতে চেয়েছিলাম—সে কিনা নিজের ছাড়া অন্য কারোর কথা ভাবল না।

—তোমার এটা ভুল কাটে। ইভ তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করে। সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি । খুব সাবধানে কথা বেছে বেছে ডাক্তার হার্লে বললেন, একটা দুর্ঘটনায় সে মরতে বসেছিল।

কাটের হৃদপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল—কেন, কেন তুমি আমায় বলনি, জন ?

—সে আমায় বলতে দেয়নি। ভেবেছিল তুমি দুঃশ্চিন্তা করবে। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল।

—হে ভগবান ! যন্ত্রণাময় ফিসফিসে স্বরে কাটে জিজ্ঞেস করল, সে কি ভাল আছে এখন ?

—খুবই ভাল আছে। ডাক্তার হার্লে জানালেন।

দরজা খুলে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইভ। তার ঠাকুরমা সেই পরিচিত শক্ত ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।—ভেতরে আসবো ? কাটে জিজ্ঞেস করল।

ভেতরে ঢুকে কাটে বলল, ডাক্তার হার্লে বলল যে তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আমায় নাকি দুঃশ্চিন্তায় ফেলতে চাওনি ?…তাহলে…তাহলে তুমি

আমার কথা ভাব ? কাটের গলা ধরে গেল হঠাৎ।

—নিশ্চয় ভাবি ঠাকুরমা। সবসময়ে ভেবে এসেছি পবম স্বস্তি পেয়ে ইভের কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হল।

পর মুহূর্তে ইভ ঠাকুরমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল, আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি ? আমি তোমার ওপর বড় বেশী নির্মম হয়ে পড়েছিলেম।

—ওসব কথা ভুলে যাও ঠাকুরমা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাটে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল,—বাবার মত আমি একগুঁয়ে আর অনমনীয়। আমি নিজের ভুল সংশোধন করার জন্যে প্রথমেই তোমাকে আবার উইলে ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমার জায়গাতেই তুমি ফিরে আসবে আবার।

কাটে চলে যাবার পর একটা গ্লাসে কড়া 'স্কচের' সঙ্গে জল মিশিয়ে নিয়ে ইভ বসে পড়ল।—যা ঘটে গেল তা অবিশ্বাস্য। সে আর আলেকজান্দ্রাই এখন ব্ল্যাকওয়েল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আলেকজান্দ্রাকে হটানো সোজা কিন্তু জর্জ মেলিস ? হঠাৎ জর্জ যেন এক বাঁধায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে বলে ইভের মনে হল।

ইভ বলল, পরিকল্পনায় একটা পরিবর্তন ঘটেছে, জর্জ। কাটে আমাকে উইলে ফিরিয়ে নিয়েছে।

—সত্যি ? অভিনন্দন।

—এখন আলেকজান্দ্রার কিছু হলে আমাকে সন্দেহ করবে সবাই। পরে ওর ব্যবস্থা করা যাবে।

—দুঃখিত। আমার কিন্তু দুঃখ সইবে না।

—কি বলতে চাও তুমি ?

—আমি বোকা নই রানী। আলেকজান্দ্রার কিছু হলে তার অংশের মালিক হব আমি। তুমি আমায় হটাতে চাও। তাই না ?

—তার চেয়ে তুমি ডিভোর্স কর। তারপর আমার হাতে টাকা এলেই·· ।

—বেশ মজার কথা। ওসব হবে না খুকুমণি। ডার্কহারবারে শুক্রবারের ব্লাড—আমার দিন ঠিক করা রয়েছে। আমি আমার কথা বজায় রাখতে চাই।

কাটে আর ইভের খবর শুনে আলেকজান্দ্রা ভীষণ খুশী হল। তাহলে

আবার আমরা এক হলাম···! তুমি আমি আর ইভ!

কোন এক স্যানাটোরিয়ামের বাগানে টনি ব্ল্যাকওয়েল ইজেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে যা এঁকেছে তা থাকা থাকা রং মাত্র—যেন কোন বাচ্চাছেলের অপটু হাতে আঁকা। টনি তাই-ই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে ইভ 'লা গার্ডিয়া' বিমান বন্দরের সামনে একটা ট্যাক্সী থেকে নেমে ড্রাইভারকে একশ ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিল। ভাঙ্গানী না থাকলে রেখে দাও। কথা শেষ করে ইভ পড়িমড়ি করে 'ওয়াশিংটন সাটল' ছাড়ার গেটের কাছে গিয়ে পৌছোল। কিন্তু বিমানটা দু'মিনিট আগেই ছেড়ে গেছে। পরের বিমান এক ঘণ্টা পরে।

সময় শুক্রবার দুটো। আলেকজান্ড্রা ভাবছিল যে এটা তাহলে তাদের দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা যাপন হবে। জর্জের কথাগুলো মনে পড়তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে—চাকর বাকরদের সব ছুটি দিয়ে দেবে, রানী। আমি চাই যে শুধুমাত্র আমরা দুজনই সেখানে থাকব।

ডার্কহারবারে জর্জের সঙ্গে এক হতে হবে। আলেকজান্ড্রার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাই ঝিকে সে বলল, আমি আসছি। সোমবার সকালে ফিরব।

সদর দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। আলেকজান্ড্রা ভাবল, আমার এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। বাজুক গিয়ে ফোনটা। ধরব না।

শুক্রবার সন্ধ্যে সাতটা।

জর্জ মেলিস বারবার ইভের পরিকল্পনাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করল, না সামান্যতম খুঁত নেই কোথাও। ফিলব্রুক 'কোভে' তোমার জন্যে একটা মটর লঞ্চ অপেক্ষা করবে। সেটা নিয়ে তুমি সকলের অগোচরে ডার্কহারবারে যাবে। ব্ল্যাকওয়েলদের মটর লঞ্চ করসেইরের ডান পাশে সেটাকে বেঁধে রাখবে। তুমি আলেকজান্ড্রাকে চাঁদের আলোয় সমুদ্র ভ্রমণ করতে নিয়ে যাবে। পাড় ছেড়ে যখন তোমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে তখন তোমার যা খুশী তাই করতে

পার। কিন্তু, যেন কোন রক্তের দাগ না থাকে। দেহটা জলে ফেলে দেবে। 'করসেইর'তে ভেসে বেড়াতে দিয়ে নিজের লঞ্চটায় চেপে 'ফিলক্রক কোভে' ফিরে আসবে। তারপর লিংকসভিল খেয়া ধরে ডার্কহারবারে ফিরে আসবে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ীতে যাবে। এমন কোন ওজর দেখাবে যাতে ড্রাইভার তোমার সঙ্গে আসতে রাজী হয় এবং দুজনেই আবিষ্কার করবে যে লঞ্চঘাটায় 'করসেইর' নেই। 'করসেইর' অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা মাত্র তুমি পুলিশকে জানাবে যে আলেকজান্দ্রাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা কোনদিনই আলেকজান্দ্রার দেহ খুঁজে পাবে না। জোয়ারের টানে তা ভেসে গভীর সমুদ্রে চলে যাবে। দুজন প্রখ্যাত ডাক্তার সাক্ষী দেবেন যে এটা সম্ভবতঃ একটা আত্মহত্যার ঘটনা। ইভের সমস্ত উপদেশগুলো জর্জ মনে করার চেষ্টা করল।

পরিকল্পনা অনুসারে ফিলক্রকের কোভে একটা মটরলঞ্চ বাঁধা ছিল। জর্জ আলো না জ্বালিয়ে চাঁদের আলোয় উপসাগর অতিক্রম করল। তারপর ডার্কহারবারের লঞ্চ ঘাটায় এসে কথা মত লঞ্চটা বিশাল 'করসেইর' মটর লঞ্চের গায়ে বেঁধে ব্ল্যাকওয়েল প্রাসাদের দিকে গেল।

আলেকজান্দ্রা টেলিফোনে কথা বলছিল। জর্জকে দেখে টেলিফোনের মুখটা চাপা দিয়ে বলল, ইভ কথা বলছে। আমি এখন ছাড়ছি ইভ। আমার রাজা এসে গেছে। আগামী সপ্তাহে দেখা হবে। ফোন রেখে দিল আলেকজান্দ্রা

আলেকজান্দ্রা জর্জকে চুমু খেয়ে বলল, আমি তোমায় আলবাসি।

—আমিও আমায় ভালবাসি, রানী, চাকরগুলো বিদায় হয়েছে তো?

—শুধু তুমি আর আমি রয়েছি এই বাড়ীতে। আলেকজান্দ্রা বলল।

দুজনে পোষাক পালটাতে গেল। একসময়ে জর্জ শুনতে পেল যে আলেকজান্দ্রা বলছে, আমার হয়ে গেছে।

জর্জ ঘুরে আলেকজান্দ্রাকে দেখল। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। এরকম একটা সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলতে হবে? —আমিও প্রস্তুত, রানী।

আলেকজান্দ্রা 'করসেইরের' গায়ে বাঁধা মটরলঞ্চটা দেখে বলল, এটা কেন?

—উপসাগরের মাথায় একটা দ্বীপ রয়েছে। আমার বহুদিনের সখ সেটা দেখব। তুমি আর আমি আজ যাব সেখানে।

—আমি যে কি খুশী হয়েছি রাজা…। আনন্দে আলেকজান্দ্রা বলে উঠল।

—আমিও। জর্জ বলল।

জর্জ লঞ্চের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করে দিয়ে রেলিংএর দিকে এগিয়ে গেল।—রানী, দেখবে এস এখানে।

আলেকজান্দ্রা এগিয়ে গিয়ে নীচের কালো জলের দিকে তাকাল।

—আমার কাছে এস। কর্কশকণ্ঠে আদেশ করল জর্জ।

জর্জের আলিঙ্গনে ধরা দিল আলেকজান্দ্রা। জর্জ সজোরে তাকে চুমু খেয়ে আরও কাছে টানল। অনুভব করল যে আলেকজান্দ্রার দেহ শিথিল হয়ে আসছে। তখন সে তাকে দুহাতে শূন্যে তোলা শুরু করল।

হঠাৎ ছটফট করে উঠল আলেকজান্দ্রা, জর্জ!

আরও ওপরে তুলল জর্জ। ছাড়াবার চেষ্টা করল আলেকজান্দ্রা সে প্রায় রেলিংএর ওপরে পাগলের মত পা ছুঁড়ছে। জর্জ আলেকজান্দ্রাকে রেলিং টপকিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে জর্জ তার হৃদ্‌পিণ্ডে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। সে প্রথমে মনে করল যে তার বুঝি 'হার্ট এ্যাটাক' হয়েছে। মুখ খুলে কথা বলতে গেল জর্জ। মুখ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এল। হাতদুটো নামিয়ে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে সে নিজের বুকের দিকে তাকাল। হাঁ করা এক ক্ষত দিয়ে হুড় হুড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ওপর দিকে তাকাল জর্জ। আলেকজান্দ্রা রক্তমাখা একটা ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

জর্জ মেলিসের শেষ উপলব্ধী হল—এ-ইভ··।

রাত দশটা নাগাদ আলেকজান্দ্রা ডার্ক হারবারের বাড়ীতে এসে পৌছোল। আসার আগে সে অনেকবার ফোন করেছে জর্জকে। কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। সে ভেবেছিল যে তার দেরী দেখে জর্জ বোধহয় রাগ করেছে। বাড়ী থেকে সে ঠিক সময়েই বেরোচ্ছিল। কিন্তু কি পেছন পেছন ছুটে এসে বলেছিল যে, মিসেস মেলিস, আপনার বোন ফোন করছে। ভীষণ নাকি দরকার।

ফোন ধরতেই ইভ বলেছিল, আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে রয়েছি। আমার ভীষণ এক সমস্যা। তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দ্রা বলেছিল, বেশতো। এখন আমি ডার্ক হারবারে

জর্জের কাছে যাচ্ছি। সোমবার সকালে ফিরে আসছি।

—সমস্যাটা তো অপেক্ষা করতে পারছে না। ইভের কণ্ঠস্বরে মরিয়া হয়ে ওঠার ভাব ফুটে উঠেছিল।—তুই কি আমার সঙ্গে 'লা গার্ডিয়া' বিমান বন্দরে দেখা করবি? আমি পাঁচটার প্লেনটা ধরব।

—হলে তো ভাল হোত, ইভ, কিন্তু আমিযে জর্জকে···।

—এটা জরুরী ব্যাপার।

—বেশ। অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি। অগত্যা আলেকজান্ড্রা বলেছিল ইভ কদাচিৎ তার তার কাছে সাহায্য চেয়ে থাকে। সুতরাং তাকে নিরাশ করা যায় না। কিন্তু আলেকজান্ড্রা ওয়াশিংটনে গিয়ে দেখল যে ইভ নেই। দুঘণ্টা অপেক্ষা করল আলেকজান্ড্রা। তবুও ইভের দেখা পাওয়া গেলনা। অগত্যা সে ডার্ক হারবার রওনা হয়ে গেল।

—ঘরের পর ঘর খুঁজে দেখল আলেকজান্ড্রা—জর্জ নেই। বাড়ীতে ফোন করে দেখল, জর্জ নেই সেখানে। জর্জের অনুপস্থিতির কোন যুক্তি গ্রাহ্য কারণ দেখতে পেলনা সে হয়ত। দোকানীর কাজে আটকা পড়ে গেছে। ইভকে ফোন করল আলেকজান্ড্রা।—ইভ, কি ব্যাপার? কোথায় ছিলেন?

— তুমি কোথায় ছিলে? আমিতো কেনেডিতে অপেক্ষা করেছিলাম।

—কেনেডি? তুইতো বললি 'লা গার্ডিয়াতে ।

—না। ভুল শুনেছিস তুই।

সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করার পর রাত দুটো বেজে যেতে দেখে আশংকায় আলেকজান্ড্রার মন ভরে গেল। সে পুলিশকে ফোন করল।

সকাল সাতটার খেয়াতেও জর্জ এল না দেখে আলেকজান্ড্রা ওয়ালডো কাউন্টির শেরিফ অফিসের লেফটেন্যাণ্ট ফিলিপ ইনগ্রামকে ফোন করল। —এখনও ফেরেনি আমার স্বামী।

—বেশ। আমি আসছি। ইনগ্রাম বলল।

ইনগ্রাম এসে আলেকজান্ড্রার সব কথা শোনার পর বলল, আচ্ছা, আমি দেখছি। হসপিটাল-মর্গে খবর নিতে হবে।

সেদিন সান্ধ্য পত্রিকার শিরোনামায় ছাপা হল "ব্ল্যাকওয়েলদের উত্তরাধি-কারীনীর স্বামী নিখোঁজ।

পিটার টেমপ্লিটন খবরটা প্রথমে ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাসের কাছ থেকে শুনতে পেল। শোনার তিরিশ মিনিট পরে আলেকজান্দ্রা মেলিস পিটারকে টেলিফোন করল। আর আলেকজান্দ্রার কণ্ঠস্বরে তীব্র আতংকের সুর শুনতে পেল,—আমি · জর্জকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কিছু বলতে পারছে না। মনে করলাম যে আপনি হয়ত কিছু সূত্র দিতে পারবেন। ভেঙ্গে পড়ল আলেকজান্দ্রা।

—আমি দুঃখিত মিসেস মেলিস। কি ঘটে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে আমি কিছু ধারনাই করতে পারছি না।

ইভ জর্জের অন্তর্ধানের খবরটা দূরদর্শনে দেখল। ডাক হারবারের 'সেডার হিল' প্রসাদের বাইরের ছবিটা দেখান হল। আলেকজান্দ্রা আর জর্জের বিবাহ উৎসবের ছবিও দেখান হল। দূরদর্শনের ঘোষক বলল, কোন ষড়যন্ত্র, বা অপহরণজনিত কোন অর্থের দাবী এখনও জানা যায়নি। পুলিশের ধারণা, জর্জ মেলিস হয়ত কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছেন।

ইভ আত্মসন্তুষ্টির হাসি হাসল।

—তার দেহ কখনই পাওয়া যাবে না জোয়ারের টানে সমুদ্রে ভেসে যাবে।
—হতভাগ্য জর্জ! সে তার ভূমিকা যথাযথই পালন করেছিল। ইভ ভাবল।
—কিন্তু সে নিজে তার ভূমিকা পালটিয়ে নিয়েছিল। ইভ 'মেইনে' পর্য্যন্ত বিমানে গিয়ে ফিলব্রুক কোভে জনৈক বন্ধুর জন্যে একটা মটরলঞ্চ ভাড়া করে রেখেছিল। তারপর সে কাছের আর একটা 'ডক' থেকে আরও মটর বোট ভাড়া করে ডার্কহরবারে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেইখানেই সে জর্জের জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। জর্জ কোন সন্দেহই করতে পারেনি, পরে নিজের ভাড়া করা মটর বোটের সঙ্গে জর্জের জন্যে ভাড়া করা মটর লঞ্চ বেঁধে ফিলব্রুক কোভে ফেরত নিয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধে হয় নি। সেটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে নিজেরটা ফেরত দিয়ে বিমানে করে নিউইয়র্কে ফিরে এসে আলেকজান্দ্রার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। করণ, সে জানত যে

আলোকজান্দ্রা তাকে ফোন করবে।

এটা একটা নিখুঁত অপরাধ। পুলিশ বলবে, এটা একটা রহস্যময় অন্তর্ধানের ঘটনা।

পরের দিন ভোর ছ'টার সময় একটা জেলে নৌকো পৈনেবসকট উপসাগরের মুখে জর্জ মেলিসের দেহটা আবিষ্কার করল। খবরের কাগজে প্রথম দিকের সংবাদে বলা হল যে এটা দুর্ঘটনা জনিত ডুবে মরার ঘটনা। কিন্তু আরও তথ্য এসে জুটতে গল্পটাও শুরু হল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেল যে সেই ক্ষত চিহ্নটা যা হাঙ্গরের কামড় বলে মনে হচ্ছিল তা আসলে ছুরির ক্ষত। সন্ধ্যে পত্রিকায় শিরোনামায় বেরোল "জর্জ মেলিসের রহস্যজনক মৃত্যুকে হত্যা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কোটীপতিকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে।"

লেফটেন্যাণ্ট ইন গ্রাম জোয়ারের তালিকা দেখে অবাক হচ্ছিল। কারণ, দেখা যাচ্ছে সে মৃতদেহটা ডার্কহারবারের দিক থেকে ভেসে এসেছে। অথচ জর্জ মেলিসের ডার্কহারবারে থাকবার কথা নয়।

ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাস'মেইনেতে উড়ে এল লেফটেন্যাণ্ট ইনগ্রামের সঙ্গে কথা বলতে।

কড়া ঘুমের ঔষধ খাইয়ে আলেকজান্দ্রাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না যে জর্জকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করার মত কোন কারণই থাকতে পারে না বলে তার বিশ্বাস।

জর্জের মৃতদেহ পাওয়া গেছে শুনে ইভ হতবাক হয়ে গেল। তারপর অবশ্য ভেবে দেখল যে ব্যাপারটা ভালই হয়েছে। সন্দেহটা আলেকজান্দ্রার ওপর পড়বে। কারণ, আলেকজান্দ্রা ডার্কহারবারে ছিল।

কাটে ইভের পাশে বসেছিল। খবরটা তার কাছেও প্রচণ্ড আঘাতের রূপে এল। —কেন কেউ জর্জকে হত্যা করতে চাইবে? কাটে বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইভ বলল, আমি জানিনা ঠাকুরমা। আলেক্সের জন্যে আমার হৃদয় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বেচারী!

লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম লিংকনভিল—আইসলবোরো খেয়া ঘাটার সহকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল—তুমি ঠিক বলছ যে শুক্রবার বিকেলে মিঃ বা মিসেস মেলিসের মধ্যে কেউই এই লঞ্চঘাটায় আসেনি?

—না। তারা বিমানে এসে থাকবে।

—আর একটা প্রশ্ন। কোন আগন্তুক কি শুক্রবার লঞ্চঘাটায় এসেছিল ওপারে যাবার জন্যে?

ইনগ্রাম আইলসবোরো বিমান বন্দরের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল।

—না। সে বিমানে আসেনি। খেয়াতে এসে থাকবে।

—মিসেস মেলিস?

—হ্যাঁ। তিনি আর 'বীচক্রাফটে' কবে দশটাব সময় এসেছিলেন। আমি আমার ছেলে চার্লিকে গাড়ী করে তাকে 'সেডারহিল' প্রাসাদে পৌছে দিতে বলেছিলেন।

—তার মেজাজ কেমন ছিল?

—ভীষণ 'নার্ভাস'। আমার ছেলে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেছিল। অন্যবারে সবায়ের সঙ্গে দু একটা মিষ্টি কথাবার্তা বলে যেতেন। কিন্তু সে রাত্রে প্রচণ্ড রকমের ব্যস্ত ছিল।

ঘণ্টাখানের পরে লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম নিউইয়র্কে নিক পাপ্পাসকে ফোন করল। —যা জানলাম তা সবই বিভ্রান্তিকর। শুক্রবার রাত প্রায় দশটার সময় মিসেস মেলিস তার ব্যক্তিগত প্লেনে করে আইসলবোরো এসে পৌছে-ছিলেন। তার স্বামী তার সঙ্গে ছিল না। অথচ জর্জ মেলিস বিমান কিংবা লঞ্চে করেও আসেন নি। অর্থাৎ, তিনি যে সে রাতে ডার্কহারবারে ছিলেন—তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

—যে কেউ তাকে হত্যা করে থাক না কেন—সে দেহটা 'করসেইর' থেকে জলে ফেলে দিয়েছিল, ভেবেছিল জোয়ারের টানে সমুদ্রে ভেসে যাবে।
—'করসেইর' ইয়াচটাকে পরীক্ষা করেছ? নিক পাপ্পাস প্রশ্ন করলেন।

পরের দিন সকালে নিক পাপ্পাস একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে ডার্কহারবারে উপস্থিত হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল, 'করসেইয়ের' ওপর রক্তের দাগ রয়েছে। এবং পরে এও জানা গেল যে সেই রক্ত জর্জ মেলিসের।

পিটার টেমপ্লিটন নিক পাপ্পাসের ব্যস্ত অফিসে ঢুকলেন। —কি এত চিন্তা করছ, নিক?

—ভাবছি হত্যাকারী বড় চালাক। মৃত ব্যক্তিটি যে দ্বীপ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে—সে সেই দ্বীপেই আদপে ছিল না দেখছি।

বিমানবন্দর আর খেয়াঘাটের লোকজন শপথ করে বলেছে যে তারা জর্জ মেলিসকে আসতে দেখেনি। একটাই মাত্র রাস্তা রয়েছে। সে মটরবোটে করে এসেছিল। অথচ আমরা ঐ এলাকার সব মটরবোট চালকদের কাছে খবর নিয়ে দেখেছি।—না।

—তাহলে সে বোধহয় ঐ রাতে ডার্ক হারবারে সত্যিই ছিল না।

—ফরেনসিক বিশেজ্ঞরা বলছেন যে জর্জ প্রাসাদে ছিল। পোষাক পরিবর্তন করেছে। এবং ব্ল্যাকওয়েলদের ইয়াচ 'করসেইর' এর ওপর তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিক পাপ্পাস জানাল।

—তা কেমন করে । পিটার প্রতিবাদ করল।

—এবার তুমি থাম। তোমার জবাব দেবার পালা এবার। মেলিস তোমার রোগী ছিল। সে নিশ্চয় তার স্ত্রীর সম্বন্ধে তোমায় বলে থাকবে!

—তার কি করার আছে এ ব্যাপারে?

—সব কিছু। আমার সন্দেহের তালিকায় সেই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে যেখানে ছিল। তার একটা উদ্দেশ্যও আছে। স্ত্রী বলছে যে সে তার স্বামীকে দেখতে পায়নি। আর চাকরদেরও নাকি জর্জের কথায় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য, জর্জের মুখতো এখন বন্ধ। জানা যাবে না।

গভীরভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থায় পিটার বললেন, তুমি বলছিলে না তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে!

—তোমার স্মরণ শক্তি খুবই কম। তুমিইতো আমাকে জর্জের পেছনে লাগিয়েছিলে। মেয়েটা নাকি এমন একটা বিকৃতকামীকে বিয়ে করেছে যে কিনা আঘাত করার বিনিময়ে যৌনতৃপ্তি লাভ করে। সে বোধহয় তার স্ত্রীর

ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। এবং তার স্ত্রীও ডিভোর্স না পেয়ে এই ব্যাপারের একটা ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা টেপরেকর্ডার চালু করে নিক পাপ্পাসকে আবার বলল, এবার বল, সেদিন রেস্তোর'ায় আলেকজান্দ্রাকে দেখে কি তোমার স্নায়ু বিকারগ্রস্থ বা হিষ্টিরিয়ার রুগী বলে মনে হয়েছিল ?

—নিক, আমি অত সু-মেজাজী সুখী বিবাহিতা মহিলা কোনদিন দেখিনি।

ঝটকরে টেপরেকর্ডটা বন্ধ করে দিয়ে জলন্ত চোখে নিক বলে উঠল, আমাকে মিথ্যে কথা বলো না, পিটার। ডাক্তার হার্লে আলেকজাণ্ডার চিকিৎসা করছিল। আমি জানি।

ডাক্তার হার্লে ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাসের মুখোমুখী হতেই খুব বিব্রত বোধ করলেন। নিক পাঁপ্পাস সরাসরি জানতে চাইল, মিসেস মেলিস রোগী হিসেবে কি সম্প্রতি আপনার চিকিৎসাধীনে এসেছিল ?

—রোগীদের সম্পর্কে কোন··।

—ঠিক কথা ডাক্তার···আমি উঠছি। এটা একটা হত্যার মামলা। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার রুগীদের সময়-লিপির তালিকাটা দেখবার জন্য একটা আদেশনামা নিয়ে আসব।

ডাক্তার হার্লে নিককে নিরীক্ষণ করছিলেন। বললেন, বল, কি জানতে চাও ?

—আলেকজান্দ্রারের কিছু মানসিক সমস্যা ছিল সম্প্রতি ?

—সে ভীষন বিমর্ষতায় ভুগছিল। আত্মহত্যা করার কথা বলছিল।

—ছুরি ব্যবহার করার মত কোন কথা বলেছিল ?

—না। সে প্রায়ই জলে ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখত।

—আর কিছু ?

—এইসব, লেফটেন্যাণ্ট।

—কিন্তু আরও কিছু ছিল। ডাক্তার হার্লের বিবেক দংশন করা শুরু করল। তিনি ইচ্ছে করে ইভের ওপর জর্জ মেলিসের বর্বর আক্রমনটা লুকিয়ে গেছেন। তার বিবেক দংশনটা পুলিশকে না জানানোর জন্যে। তিনি

অবশ্য বুঝতে পারছেন না যে জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটা সম্পর্কিত কিনা,—বরং ব্যাপারটা না তোলাই ভাল, কাটে ব্ল্যাকওয়েলকে রক্ষী করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছুই করবেন। সিদ্ধান্ত নিলেন ডাক্তার হার্লে।

পনের মিনিট পরে তাঁর নার্স জানাল যে ডাক্তার ওয়েবষ্টার ফোন করেছেন।

—জন, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব, ফাঁক আছে? বিকেল পাঁচটায়।

বিকেল পাঁচটায় ডাক্তার ওয়েবষ্টার দেখা করতে করতে এলে ডাক্তার হার্লে বললেন, বল, কি করতে পারি তোমার জন্যে?

গভীর ভাবে শ্বাস দিয়ে ওয়েবষ্টার বলল, ব্যাপারটা হচ্ছে ইভকে আহত করার ব্যাপারটা। জানইতো ইভ মরতে বসেছিল। ঘটনাটা পুলিশকে জানানো হয়নি। এখন ভাবছি, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়াবো কিনা। পুলিশকে কি বলব?

—না। আর এড়িয়ে যাবার পথ নেই। ডাক্তার হার্লে চিন্তা করলেন, —যা ভাল বোঝ কর কেইথ।

বিষন্ন ভাবে ওয়েবস্টার বলল, কিন্তু, ইভ আসতে পারে এমন কোন কাজ করাটাকে, আমি ঠিক মানতে পারছি না। অথচ, পরে যদি পুলিশ ঘটনাটা জানতে পারে সেটা আমার পক্ষেও খারাপ হবে।

—আমাদের দুজনের পক্ষেই খারাপ হবে। ডাক্তার হার্লে ভাবলেন। তবে মনে হয় পুলিশ জানতে পারবে না—কারণ, ইভ বলবে না। আর তুমি ইভকে এমন ভাবে সারিয়ে তুলেছ যে তার কপালের দাগটুকু ছাড়া বোঝার কোন উপায় নেই যে তার মুখটা কোনদিন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

—কিসের দাগ?

—ইভের কপালে লাল রংকের দাগটা। সে বলছিল কে দুএক মাসের মধ্যে সেটাও নাকি তুমি মিলিয়ে দেবে।

—তুমি কবে ইভকে দেখেছ?

—দশদিন আগে। আলেকজান্ড্রারের সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছিল ইভ।

ডাক্তার ওয়েবস্টার চুপ করে থেকে এক সময়ে বলল, আমার এখনই পুলিশের

কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আরও একটু চিন্তা করে দেখি।

ওয়েবস্টার ডাক্তার হার্লের কাছ থেকে ফিরে এসে চিন্তায় ডুবে গেল। কই, ইভের কপালে তো কোন দাগ ছিল না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ওয়েবস্টার এমন একটা সিদ্ধান্তে এল যা কিনা তার সারা জীবনটাকে পালটিয়ে দেবে।

শেষ পর্য্যন্ত কেইথ ওয়েবস্টার যখন ইভের কাছে পৌছালো ইভ তখন দোর গোড়ায় তার জন্য দাঁড়িয়ে।—আমি খুব ব্যস্ত। কিসের দরকার আপনার? ইভ প্রশ্ন করল।

—এটার জন্যে। বলে কেইথ একটা খাম এগিয়ে দিল ইভের দিকে, খামটার ভিতরে ইভের একটা ফটো ছিল।

বিভ্রান্ত হয়ে ইভ প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

—ছবিটা আপনার?

—তা দেখতে পাচ্ছি। কর্কশ ভাবে ইভ বলল, কিন্তু কিসের জন্যে?

—ছবিটা আপনাকে অস্ত্রোপাচার করার পর নেওয়া হয়েছিল। এখানে কপালে কোন দাগ নেই ইভ।

—ব্যাপারটা একটু ঠাট্টা ছাড়া কিছুই নয়। আপনি আসতে পারেন আমার অনেক কাজ রয়েছে।

—আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। পুলিশে যাবার আগে ভেবেছিলাম যে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। আপনার উপর জর্জ মেলিসের আক্রমনটা আমার এখন পুলিশকে জানানো কর্তব্য।

আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল ইভ। বোকা হাঁদা ক্যাবলা লোকটা বুঝতে পারছে না, জলটা কোথায় গোড়াবে। জর্জ যে এখানে প্রায়ই আসত তা ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ে যাবে তার সব মিথ্যা কথা।—কি চান, আপনি? টাকা?

—না। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ওবেস্টার।—তোমাকে আমি যে কি ভালবাসি ইভ! তোমার কোন ক্ষতি আমি কল্পনা করতে পারছি না।

—আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি কোন অপরাধ করিনি। জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। এই ব্যাপারটা

ভুলে গেলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

তা পারলে তো ভালই হোত। কিন্তু শনিবার করোনার তদন্ত করবেন। আমি ডাক্তার। ডাক্তার হিসেবে আমার সবকিছু খুলে বলা উচিত।

—না। আপনি তা করবেন না।

—আমাকে করতেই হবে। এটা আমার পবিত্র দায়িত্ব। শুধু একটা জিনিষই আমাকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

—কি সেটা?

—একজন স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যায় না।

করোনারের তদন্ত শুরু হবার দুদিন আগে এক বিচারকের ব্যক্তিগত এজলাসে ইভ আর কেইথ ওয়েবস্টারের বিয়ে হয়ে গেল। ইভ ভাবল, বোকাটা কি ভেবেছে যে আমি চিরকাল ওর বউ হয়েই থাকব? করোনারের ব্যাপারটা মিটে গেলেই আমি ডিভোর্স চাইব।

ডিটেকটিভ নিক পাপ্পাসের সমস্যাটা হচ্ছে, জর্জ মেলিসের খুনী যে কে তা সে জানে। কিন্তু প্রমান নেই। সমস্যাটা নিয়ে সে তার ওপরওলা ক্যাপ্টেন হ্যারল্ডের সঙ্গে আলোচনা করল।

—সব ধোঁয়াটে নিক। আদালত হাসবে। কোন প্রমান নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিক বলল, জানি। আমি যদি কাটে ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে কথা বলি তাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

—খুব সাবধান কিন্তু, নিক।

—আমার সেক্রেটারী বলল যে তুমি নাকি কোন একটা জরুরী ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও, লেফটেন্যান্ট? কাটে বলল।

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। আগামীকাল জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে করোনারের তদন্ত রয়েছে। আমার বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে আপনার এক নাতনী এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আগে আমার কথাটা শুনুন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। উদ্দেশ্যটা কি এটা

সম্বল করেই প্রতিটি পুলিশী অনুসন্ধান শুরু হয়। জর্জ মেলিস একজন ভাগ্যান্বেষী আর মর্ষকামী। সম্পত্তির লোভে সে আলেকজান্দ্রাকে বিয়ে করে। অত্যাচারে জর্জরিত আলেকজান্দ্রা দেখে, খুনছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে ঘটনার দিন বিকেলে এক মহিলা একটা মোটর বোট ভাড়া করে বলে যে তার এক বন্ধু এলে সেটা নিয়ে যাবে। নগদ অর্থ দিয়ে যে নাম সই করেছিল সে নাম সোলেম ডুনাম। চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ, যমজ নাতনীদের ধাত্রী। বহুকাল আগে তিনি ফ্রান্সে চলে গেছেন।

—অন্য একটা দোকানে মহিলাটি আরও একটা মটর বোট ভাড়া করে। তিনঘণ্টা পরে বোটটা সে ফেরতও দিয়ে যায়। আমি কোম্পানীর লোকেদের আলেকজান্দ্রার ছবি দেখিয়ে ছিলাম। কিন্তু তারা ঠিক নিশ্চিত হতে পারেনি। কারণ মহিলাটি নাকি···

—তাহলে। কাটে বলল।

—মহিলাটি পরচুলো পরে ছিল নিশ্চয়।

কাটে আড়ষ্ট হয়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি না যে আলেকজান্দ্রা তার স্বামীকে খুন করেছে।

—আমিও তা করি না। করেছে তার বোন, ইভ। সবকিছু বিচার করেই আমি বলছি একথা।

কাটে সঙ্গে সঙ্গে যেন পাথর হয়ে গেল।

—আলেকজান্দ্রার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব ছিল না। হত্যার দিনে তার সব গতি বিধিই আমি যাচাই করে দেখেছি। দিনের প্রথম ভাগটা সে নিউ-ইয়র্কে একজন বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে সে সোজাসুজি বিমানে করে ডার্ক হারবার দ্বীপে চলে যায়। তার পক্ষে দুটো মটর বোট ভাড়া করার কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং, রয়ে যাচ্ছে আলেকজান্দ্রার মতই দেখতে আর একজন কেউ যে 'সোলেম ডুনাম' নামে সই করেছিল। তাকে ইভ ছাড়া অন্য কেউ বলে ভাবতে পারছি না। তার উদ্দেশ্যটাও ভেবে দেখেছি। জর্জ মেলিস তার ফ্ল্যাটে প্রায়ই যেত। ঐ বাড়ীর সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে এক রাতে জর্জ মেলিস ইভকে মারধোর করে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আপনি কি তা জানেন?

—না। কার্টের কণ্ঠস্বর ফিসফিসে শোনাল।

—মেলিস তাকে মেরেছিল। আর তাই ইভের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেওয়া। সে তাকে ডার্ক হারবারে যাবার জন্য প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে। ইভের ওজর হচ্ছে সে নাকি ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে ওয়াশিংটনে ছিল না। মাথায় একটা পরচুলো লাগিয়ে সে এক বাণিজ্যিক বিমানে 'মেইনে' যায়। সেখানে সে দুটো মটর বোট ভাড়া করে। ইভ মেলিসকে হত্যা করে তার দেহ জলে ফেলে দেয়। তারপর একটা মোটর বোট 'কোভে' বেঁধে রেখে অপরটা ফেরত দিয়ে যায়।

কার্টে দীর্ঘ সময় ধরে নিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, তুমি যা সব সাক্ষ্য প্রমান জোগাড় করেছ তা সবই পরিস্থিতি গত, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ। এখন করোনারের তদন্তের জন্যে আমার নিরেট প্রমানের প্রয়োজন। আপনি আপনার নাতনীকে পৃথিবীর সকলের চেয়ে বেশী ভাল করে চেনেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমি আশা করি যে আপনি আমার কাজে লাগবার মত কিছু তথ্য আমায় দেবেন।

কার্টে শান্তভাবে বসে থেকে মনস্থির করল। তারপর বলল, আমার মনে হয়, আমি তোমাকে আরও কিছু খবর দিতে পারি।

নিক পাপ্পাসের হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল। তার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল এবার উঠতে যাচ্ছে। অজান্তেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, হ্যাঁ, বলুন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।

কার্টে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে বলল, যেদিন জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেইদিন আমি আর আমার নাতনী ইভ ওয়াশিংটনে ছিলাম, লেফটেন্যান্ট।

কার্টে নিক পাপ্পাসের মুখে ঘনিয়ে ওঠা বিস্ময়ের ভাবটা লক্ষ্য করে ভাবল, বোকা! তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে যে আমি একজন ব্ল্যাকওয়েলকে বলি দেবার জন্যে তোমার হাতে তুলে দোব? কাগজগুলোকে ব্ল্যাকওয়েল পরিবার নিয়ে সব রসালো গল্প ফাঁদতে সাহায্য করব? না। আমি ইভকে আমার নিজের মত করেই শাস্তি দেব।

জুরিরা ঘোষনা করলেন কোন অজ্ঞাত আততায়ী বা আততায়ীদের হাতে জর্জ মেলিস নিহত হয়েছিল।

—বিচারের সময় কোর্টে টেমপ্লিটনের উপস্থিতি আলেকজান্দ্রার মনে যুগপৎ বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা বোধের জন্ম দিল।

—এটা শুধুমাত্র আত্মিক সমর্থন। পিটার বলেন, আমার মনে হয় যে এসব শেষ হয়ে গেলে বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসাটা আপনার অনেক ভাল।

—হ্যাঁ। ইভ ও তাই বলছিল। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে জর্জ সত্যিই মারা গেছে।··এটা অর্থহীন। কি চমৎকার লোক ছিল সে। আপনি তো তার সঙ্গে মিশেছেন। সে আপনার সঙ্গে কথাবার্তাও তো বলেছিল। বলুন, সুন্দর লোক ছিল নাকি সে?

—হ্যাঁ। পিটার ধীরে ধীরে বলল, জর্জ চমৎকার লোক ছিল।

ইভ বলল, আমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাই, কেইথ।

—কেন? তোমার কি এমন দরকার পড়ল যে···।

—তাহলে শোন, তুমি নিশ্চয় ভাবনি যে আমি সত্যিই তোমার বউ হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব?

—নিশ্চয়। তুমি আমার স্ত্রী।

—তোমার ধান্দাটা কি? ব্ল্যাকওয়েলদের সম্পত্তি?

—টাকার আমার প্রয়োজন নেই তোমার যা প্রয়োজন তাই আমি তোমাকে দিতে পারি।

—আমিতো বলেছি আমি কি চাই—বিবাহ বিচ্ছেদ। না দিলে আমি মামলা করব।

—সেটা সত্যিই ঠিক হবেনা। কারণ হত্যাকারীকে পাওয়া যায় নি। মামলাটা এখনও খোলা রয়েছে। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর তাহলে আমি বাধ্য হব·।

—তুমি যেরকম বলছ তাতে মনে হচ্ছে যে আমিই যেন খুন করেছি।

—তুমিই করেছ ইভ। এই কারণটার জন্যেই তুমি আমায় বিয়ে করেছ। এবার চল আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতেযাব।

আলেকজান্দ্রা সপ্তাহে একবার করে পিটার টেমপ্লিটনের সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারতে শুরু করল।

ইভের মধুচন্দ্রিমা আশাতিরিক্ত ভাবে সুন্দর হয়ে উঠল। কেইথ তার বিবর্ণ অনুভূতিশীল গায়ের চামড়ার জন্য রোদে বেরোত না। ফলে প্রত্যেকদিন ইভ একাই বেলাভূমিতে যেত আর কখনই তাকে সঙ্গীহীন থাকতে হোত না। বেলাভূমির কেউ না কেউ জুটে যেত। ইভ তার যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তি করে নিত। কেইথ তাকে সঙ্গম করছে এই চিন্তাটাই তার খারাপ লাগত। ভাগ্য ভাল যে কেইথের যৌন তাড়নাটা কম।

—বয়েস কেন আমায় ধরে ফেলতে শুরু করেছে। কাটে ভাবল,—কর্ণধার হিসেবে 'ক্রুগার ব্রেন্ট' কোম্পানীর একজন শক্ত লোকের প্রয়োজন। তার মধ্যে ব্ল্যাকওয়েলদের রক্ত থাকতে হবে। অথচ, আমি বিদায় নেবার পর সেরকম আর কেউ থাকবে না। এত খাটাখাটুনী, পরিকল্পনা যুদ্ধ কিসের জন্যে?—অপরিচিত কেউ ক্রুগার ব্রেন্টকে অধিকার করবে বলে? জাহান্নমে যাক সব? আমি বেঁচে থাকতে তা ঘটতে দিতে পারি না। কাটে সিদ্ধান্ত নিল।

মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে আসার পর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে কেইথ বলল, এবার আমায় কাজে ফিরে যেতে হবে। সারাদিন আমি না থাকাতে তোমার কিছু অসুবিধে হবে না তো?

ইভ মনের ভাব গোপন করে বলল, চেষ্টা করব।

কেইথ প্রতিদিন ভোরবেলায় উঠে ইভের জন্যে প্রাতরাশ প্রস্তুত করে রাখত। ইভের নামে মোটা একটা 'ব্যাংক একাউন্ট' খুলে নিয়মিত তা ভর্তি করে যেতেন। ইভ যথেচ্ছ ভাবে সেই টাকা খরচ করত। রোরী বলে একজনের জন্যে সে দামী জড়োয়া কিনত। ঐ রোরীর সঙ্গে সে প্রত্যেকদিন বিকেলে সহবাস করত। তারই সঙ্গে সে চব্বিশ ঘণ্টাই কাটাতে চাইত। কিন্তু স্বামী বলে তার একটা বস্তু রয়ে গেছে না! রাত সাতটা আটটার সময় সে ঘরে ঢুকত। কেইথ ততক্ষণে রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরী করতে লেগে গেছে।—ইভ কোথায় ছিলে এতক্ষণ—এ ধরনের প্রশ্ন সে কখনই করতো না।

পরের বছরে আলেকজান্দ্রা আর পিটার পরস্পরের খুব কাছে এসে গেল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আলেকজান্দ্রাকে ডাকতে এসে পিটারের সঙ্গে কাটের

দেখা হয়ে গেল।

—তাহলে তুমি একজন ডাক্তার? আমি ডজন খানেক ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি। ব্যবসা সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান? কাটে পিটারকে প্রশ্ন করল।

—খুব একটা কিছু নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।

—তুমি কি কোন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত?

—না।

কাটে দাবড়িয়ে উঠল, যাচ্ছেতাই। তুমি কিচ্ছু জান না। তোমার একজন ভাল পরামর্শদাতার প্রয়োজন। প্রথমেই সে তোমাকে কোন 'কর্পোরেশন' যুক্ত করাবে ।

—ধন্যবাদ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমি একাই বেশ··।

—আমার স্বামীও খুব গোঁয়ার প্রকৃতির ছিলেন। তারপর কাটে আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে নৈশভোজে আনতে বল। সেখানে আমি ওর চৈতন্যোদয় করার মত কিছু কথাবার্তা বলতে পারব।

বাইরে গিয়ে পিটার আলেকজান্দ্রাকে বলল, ঠাকুরমা আমায় পছন্দ করেন নি।

আলেকজান্দ্রা হাসল, ঠাকুরমা তোমাকে পছন্দ করেছে। তোমার জানা দরকার যে ঠাকুরমা যাদের অপছন্দ করেন তাদের সঙ্গে ব্যবহারটা কেমন করেন।

কাটে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পিটার আর আলেকজান্দ্রার ভাব ভালবাসাটা লক্ষ্য করছিল। তার পিটারকে পছন্দ হযেছে। তাই সে মিথ্যে করে বলল, আমি চেয়েছি, আলেকজান্দ্রা কোন ব্যবসায়িক কর্মকর্তাকে বিয়ে করুক যে ক্রুগারব্রেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পাববে।

—আমি ডাক্তার। কোন ব্যাপার মধ্যে ঢোকার আমার ইচ্ছে নেই। পিটার বলল।

—এটা ব্যবসায় ঢোকার কোন ব্যবসা নয়। তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন হবে। আমি এমন কাউকে চাইছি যে···।

—দুঃখিত, ক্রুগারব্রেন্ট চালানোর জন্যে আপনাকে অন্যকোন লোক খুঁজতে হবে।

—আলেকজান্দ্রা তোমার কি মত? কাটে প্রশ্ন করল।

—ঠাকুরমা, পিটার যা নিয়ে সুখী হতে পারে আমি তাই চাই।

—অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত। কাটে রেগে উঠল।—স্বার্থপর, তোমরা দুজনেই স্বার্থপর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাটে আবার বলল, বেশ, কে জানে একদিন হয়ত তোমাদের মত পাল্টাতে পারে। নিরীহের মত কাটে আরও বলল, তোমরা ছেলেপুলে হওয়া না হওয়ার সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা করেছ কি ?

পিটার হাসল,—এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আলেক্স আর আমি আমাদের মতন করে বাঁচতে চাই—আমাদের ছেলেমেয়েরাও···।

কাটে মিষ্টি করে হেসে বলল, এটা আমার সারাজীবনের নিয়ম—আমি অন্যের জীবনের ভেতর নাক গলাই না।

·

দুমাস পর আলেকজান্দ্রা আর পিটার মধুচন্দ্রিমা যাপন করে ফিরে এল। আলেকজান্দ্রা তখন গর্ভবতী।

কাটে ভাবল।—ভাল। নিশ্চয় ছেলে হবে।

—খুকি তোমার চোখের নিচে চামড়ায় ভাঁজ পড়ছে যে, রোরী বলল।

রোরীর প্রতিটা শব্দ ইভের বুকে ছুরির মত বিঁধল। দুজনে অসমবয়সী।

সেদিন রাতে ঘরে ফিরে ইভ বলল, কেইথ, আমার চোখের নীচের চামড়ায় এই কুঁচকুনি ভাবটা ঠিক করে দিতে হবে। কালই। রোরীকে হারাতে চায়না সে।

উজ্জ্বল আলোর নীচে এক চেয়ারে বসল ইভ। কেইথ পরীক্ষা করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে বিকট হাবা গোবা একটা লোক থেকে কেইথ যেন দক্ষ অস্ত্রোপচারকে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইভের মনে পড়ল যে এই লোকটাই তার মুখের ওপর সেদিন কি আশ্চর্যজনক অস্ত্রোপচার করেছিল।

কেইথ অস্ত্রোপচারের কোন প্রয়োজন দেখতে না পেলেও ব্যাপারটা ইভের কাছে ছিল ভীষণ দরকারী। বুড়ি হয়ে যাচ্ছে ভেবে রোরী তাকে ছেড়ে চলে যাবে—এই চিন্তাটাই তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কেইথ আশ্বস্ত করে বলল, এটা কোন ব্যাপার নয়। কাল সকালেই আমি এর ব্যবস্থা করব।

পরের দিন অস্ত্রোপচারের পর জ্ঞান ফিরে আসতে ইভ কেইথকে প্রশ্ন করল। কেমন হল ?

—চমৎকার। কেইথ মৃদু হাসল।

ইভ খুশী হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একসময় ঘুম থেকে আবার জেগে উঠে ইভ রোরীকে ফোন করল, বলল যে সে ফ্লোরিডার নিয়ম অনুযায়ী এক ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে এক 'ক্লিনিকে' রয়েছে। সামান্য ইয়ার্কি ঠাট্টার পর সে আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল। আলেকজান্দ্রার গর্ভবতী হওয়া সংক্রান্ত একঘেঁয়ে কথাগুলো শুনল। তবু ইভ বলল, আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারছি না। কবে থেকে যে আমি চাইছি মাসী হব!

ইদানিং, ইভের সঙ্গে তার ঠাকুরমার কদাচিৎ দেখাশোনা হচ্ছিল। ইভ বুঝতে পারছিল না যে কেন এক ধরনের নিঃসঙ্গভাব গ্রাস করেছে ঠাকুরমাকে।—সব ঠিক হয়ে যাবে। ইভ মনে মনে ভাবল।

কাটে কেইথের সম্পর্কে কোন সময়ই প্রশ্ন করত না। এবং তার জন্যে ইভ ঠাকুরমাকে দোষ দিত না। কারণ, সে জানে যে কেইথ নগণ্য লোকমাত্র। বরং রোরীর সঙ্গে সেই একদিন কথা বলে দেখবে যে কেমন করে কেইথের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তার সঙ্গে চিরকালের জন্যে গাঁটছড়া বাঁধা যায়। ইভের কাছে এটাই আশ্চর্য লাগে যে সে প্রতিদিন তার স্বামীকে ধোঁকা দিচ্ছে অথচ কেইথ কখনও এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি বা সন্দেহ পর্য্যন্ত করেনি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে লোকটার একটা অন্ততঃ প্রতিভা রয়েছে · শুক্রবার মুখের ব্যাণ্ডেজটা খোলা হবে।

শুক্রবার ভোর বেলাতেই ঘুম থেকে উঠে ইভ কেইথের জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়ল।—বেলা দুপুর হল। তুমি কোন চুলোয় ছিলে? কেইথকে অভিযোগ জানাল ইভ।

ক্ষমা চেয়ে কেইথ বলল, দুঃখিত, সারা সকাল কাজ নিয়ে··।

—জাহান্নমে যাক। এখন ব্যাণ্ডেজটা খোল। আমি দেখতে চাই।

—বেশ।

ইভ চুপ করে বসে রইল। কেইথ ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলল। ইভ দেখল যে তার মুখে আত্মসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে।—নিখুঁত হয়েছে!

—একটা আয়না দাও। ইভ বলল।

তাড়াহুড়ো করে কেইথ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা আয়না নিয়ে ফিরে এল। এক টুকরো গর্বের হাসি হেসে আয়নাটা সে বাড়িয়ে দিল—দেখ।

ইভ ধীরে ধীরে আয়নাটা তুলে ধরে তার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল।

ইভ আর্তনাদ করে উঠল।

উপসংহার

কাটে

কাটের মনে হল, সময়ের চাকা যেন দ্রুততর ভাবে ঘুরছে। তাড়াতাড়ি দিন শেষ হয়ে আসছে। শীত ক্রমে মিশে যাচ্ছে বসন্তের সঙ্গে। গ্রীষ্ম মিশছে শরতে। সবশেষে ঋতু আর বছরটাই যেন মিলেমিশে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে এখন উত্তর আশী। আশী? মাঝে মাঝে সে তার সঠিক বয়েসটাই ভুলে যায়। তার মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। কিন্তু যখন সে আয়নায় নিজেকে দেখে, দেখতে পায় এক ঋজু অহংকারী এবং অদম্য এক মহিলার মূর্তি।

কাটে এখনও প্রত্যেকদিন অফিসে যায়। এটা যেন আসন্ন মৃত্যুবোধটাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা। কাটের কাছে এখন সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে যে তার মন অতীত আর বর্তমানকে ক্রমাগত মিশিয়ে ফেলছে। তার জগৎ ছোট হয়ে আসছে—ছোট থেকে আরও ছোট।

জীবনরহস্য হিসেবে কাটে যা আঁকড়িয়ে ধরে ছিল তা হচ্ছে সেই অদম্য এক তাড়না যেটা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন না একদিন তার পরিবারের কেউ ক্রুগারব্রেণ্টের দায়িত্বভার নেবে। জেমি ম্যাকগ্রেগর, মার্গারেট, ডেভিড আর তার নিজের কঠিন পরিশ্রমের ফসল কোন বহিরাগতের হাতে তুলে দেবার মত কোন বাসনাই তার নেই। ইভ যার ওপর সে দু দুবার ভরসা করেছিল সে হচ্ছে কিনা এক হত্যাকারী। কাটেকে নিজের হাতে আর

তাকে শাস্তি দিতে হয়নি। একদা সে ইভ ছিল এখন আর ইভ নয়। তাকে যা করে দেওয়া হয়েছে তা শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট।

যেদিন আয়নায় ইভ প্রথম তার নিজের মুখ দেখেছিল—সেদিনই সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সে একশিশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কেইথ তা পাম্প করে বার করে দিয়েছিল। বাড়ীতে তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত কেইথ, হাসপাতালে গেলে একজন নার্স চোখ রাখত ইভের ওপর।

—দয়া করে আমায় মরতে দাও। এই রূপ নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাইনা। ভিক্ষে চাওয়ার স্বরে ইভ মিনতি জানলে কেইথকে।

—তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার। আমি সারা জীবন তোমাকে ভালবাসব। কেইথ বলল।

আলেকজান্দ্রা বার বার ফোন করল। কিন্তু ইভ দেখা করতে অস্বীকার করল। প্রয়োজনীয় সাংসারিক সব জিনিষপত্র বাইরের দোর গোড়ায় পড়ে থাকত। ইভ কাউকে তার মুখ দর্শন করতে দিত না। একমাত্র কেইথই তার মুখ দেখতে পেত—এবং শেষ পর্য্যন্ত কেইথই একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠল তার কাছে। জগতের সঙ্গে ইভের যোগসূত্র হল কেবলমাত্র কেইথ, সে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ল পাছে কেইথও তাকে ছেড়ে চলে যায়। তাহলে শুধুমাত্র কদর্যতা অসহ্য এক কদর্যরূপ নিয়ে তাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকতে হবে।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটার সময় হসপিটালে যাবার জন্যে কেইথ উঠে পড়ে। এবং আজকাল ইভ তারও আগে উঠে পড়ে তার জন্যে প্রাতরাশ তৈরী করে। রাতের রান্না ইভই করে ইদানিং। যদি কেইথের ফিরতে দেরী হয় তাহলে ইভের মন আশংকায় ভরে যায়। যদি অন্য কোন মেয়েছেলে জুটিয়ে নিয়ে থাকে সে? যদি কেইথ আর ফিরে না আসে?

দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা মাত্রই ইভ ছুটে গিয়ে তার বাহু বন্ধনে আশ্রয় নেয়। দৃঢ় ভাবে তাকে বেঁধে রাখে! কোনদিন সে কেইথকে সহবাস করতে বলে না পাছে কেইথ অস্বীকার করে। কিন্তু কেইথ নিজে থেকেই যখন করে তখন তার মনে হয় তার উপর এক আশ্চর্য করুণা বর্ষিত হচ্ছে।

একদিন ইভ খুব দুর্বল স্বরে কেইথকে বলেছিল, প্রিয়, আমার শাস্তি কি যথেষ্ট হয়নি? আমার মুখটা এবার ঠিক করে দাও না।

কেইথ তার দিকে তাকিয়ে গর্বিত স্বরে বলেছিল, ওটা আর কথনো ঠিক করা যাবে না।

সময় যত বয়ে যেতে থাকল, কেইথ ততবেশী প্রভুত্বব্যঞ্জক, তার চাওয়ার দাবী ততই বেড়ে চলল—যতদিন না পর্য্যন্ত ইভ তার এক ক্রীতদাসীতে পরিবর্তিত হল। নিজের কুরূপতা ইভকে বাধ্য করল নিজেকে কেইথের সঙ্গে লোহার শেকলের চেয়েও বেশী শক্ত করে বেঁধে ফেলতে।

আলেকজান্দ্রা আর পিটারের একছেলে হয়েছে। নাম রবার্ট। সুন্দর-উজ্জ্বল। তাকে দেখে কাটের টনির ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। রবার্টের বয়স এখন প্রায় আট—কিন্তু বয়সের চেয়ে সে বেশী তুখোড় হয়ে উঠেছে। কাটে ভাবে সত্যিই, পাকা ছেলে—চোখ কেড়ে নেওয়া এক ছেলে রবার্ট।

পরিবারের সমস্ত সদস্যেরা একই দিনে আমন্ত্রন পত্র পেল। আমন্ত্রণ পত্রে লেখা, "মাইনের ডার্কহারবারের 'সেভারহিল' প্রাসাদে সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৮২-র আটটার সময় শ্রীমতি কাটে ব্ল্যাকওয়েলের নব্বইতম জন্মদিনে আপনারা যোগদান করলে বাধিত হব।"

কেইথ আমন্ত্রন পত্রটা পড়ে ইভের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা যাচ্ছি।

—ও—না। তুমি যাও। আমি···।

—আমরা দুজনেই যাচ্ছি। দৃঢ় স্বরে কেইথ বলল।

স্যানাটোরিয়ামের বাগানে ছবি আঁকার সময় টনি আমন্ত্রণ পত্রটা পেল। একটা ভাবহীন হাসিতে টনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—চমৎকার। আমি জন্মদিনের পার্টি ভালবাসি।

পিটার টেমপ্লিটন আমন্ত্রণ পত্রটা ভাল করে পড়ে বলল, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে বুড়ি মেয়েটার নব্বই বছর বয়স হল। সত্যিই তিনি এক আশ্চর্য-জনক মহিলা।

—হ্যাঁ। তাইতো। আলেকজান্দ্রা সমর্থন জানাল। তারপরে সে একটু চিন্তাগ্রস্থ ভাবে বলল, সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জান? রবার্ট তার নিজের

আমন্ত্রন পত্র পেয়েছে—তার নামে পাঠানো।

বাইরের নিমন্ত্রিতেরা অনেক আগেই খেয়া বা বিমানে করে ডার্কহারবার ছেড়ে চলে গেছে। পরিবারের সব সদস্য এখন 'সেভার হিলের' পাঠাগারের ঘরে জমায়েত হয়েছে। কাটে ঘরের সবাইকে এক এক করে পরিস্কার দৃষ্টিতে দেখল। ভাবহীন সুন্দর নিরীহ হাসিতে পূর্ণ টনি—যে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।—এই ছেলেটাই একদিন ছিল আশা আর প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ। ইভ হত্যাকারী, একদিন সারা পৃথিবী সে দখল করতে পারত যদি তার মধ্যে অশুভত্বের কোন বীজ না থাকত।—ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কাটে চিন্তা করল, ইভের ভয়ংকর শাস্তিটা এল কিনা এক নরম অস্তিত্বহীন মানুষের কাছ থেকে—যাকে সে বিয়ে করেছে। আর আলেকজান্দ্রা—সুন্দরী—স্নেহ-পরায়না—দয়ালু। কিন্তু এক তিক্ততম হতাশা। কোম্পানীর কল্যানের আগে সে তার নিজের সুখকে স্থান দিয়েছে, সে নিজেও ক্রুগার ব্রেণ্টের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। তাছাড়া এমন এক স্বামী নির্বাচন করেছে, যে কোম্পানীর জন্যে কোন কিছু করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে! দুজনেই বিশ্বাস-ঘাতক। অতীতের সমস্ত কষ্ট কি বৃথা গেল? না। আমি এভাবে সবকিছুর শেষ হতে দেব না। সব কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। আমি গর্ব করার মত একটা 'সাম্রাজ্য তৈরী করেছি। কেপটাউনে আমার নিজের নামে একটা হসপিটাল রয়েছে। আমি স্কুল—পাঠাগার তৈরী করেছি। বণ্ডার স্বজাতিদের সাহায্য করেছি। কাটের মাথার যন্ত্রনা শুরু হয়ে গেল। ঘরটা ক্রমশঃ যেন প্রেতাত্মায় পূর্ণ হয়ে উঠল। জেমি ম্যাকগ্রেগর আর মার্গারেট—কি সুন্দর দেখাচ্ছে দুজনকে। বণ্ডা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। প্রিয় সুন্দর ডেভিড দুহাত বাড়িয়ে রয়েছে তার দিকে। কাটে তার দৃষ্টি পরিস্কার করার জন্যেমাথা ঝাঁকাল। সে এদের কারোর জন্যে এখনও প্রস্তুত হয়নি। তবে শিগগির—খুব শিগগির— কাটে ভাবল।

ঘরে পরিবারের আর একজন সদস্য উপস্থিত ছিল! কাটে তার নাতনীর ছেলে ছোট সুন্দর রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা, এদিকে এস।

রবার্ট এগিয়ে এসে কাটের হাতটা ধরে নিল।—ঠাকুরমা, জন্মদিনের এই পার্টিটা বেশ জমকালো হয়েছিল।

—ধন্যবাদ, রবার্ট। তোমার ভাল লেগেছে দেখে আমি খুশী হয়েছি। স্কুলে তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?.

—তুমি যেমনটা বলেছিলে—সব বিষয়ে 'ক' পেয়েছি। ক্লাশের সবছেলের আগে আমি।

কাটে পিটারের দিকে তাকাল।—রবার্ট বড় হলে তাকে হোয়ারমন স্কুলে পাঠাবে—ঐটাই সবচেয়ে ভাল স্কুল।

পিটার হাসল।—ভগবানের দোহাই, আমার প্রিয় কাটে—তোমার প্রচেষ্টার কি কোন ক্লান্তি নেই ? রবার্ট যা ভালবাসে সে ঠিক তাইই করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক সংগীত প্রতিভা রয়েছে। আর সে একজন ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ হতে চায়। সে তার নিজের জীবনকে বেছে নেবে।

—তুমি ঠিকই বলেছ। কাটে দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—আমি এক বৃদ্ধা মেয়েছেলে এবং কোন ব্যাপারে নাক গলালোর আমার অধিকার নেই। সে যদি সঙ্গীতজ্ঞ হতে চায় তবে সে তাই-ই হওয়া উচিত। কাটে রবার্টের দিকে ফিরল। ভাল-বাসায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।—কিছু মনে কোর না রবার্ট—আমি কোন কিছুর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করব। জুবিন মেহেতার এক প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আমাব পরিচয় আছে।